চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 30 November, 2019 ■ আগরতলা, ৩০ নভেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কেন্দ্রীয় সরকার সিআরপিসি ও আইপিসিপরিবর্তন করবে ঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : আমাদের প্রতিবেশী দেশ সন্ত্রাসবাদের বীজ বপন করা হয়। আর সুরক্ষার জন্য সীমান্তের সুরক্ষা আরও উন্নত করা প্রয়োজন বলে মনে করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, আধাসামরিক বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার আইপিসি এবং সিআরপিসিতে আমূল পরিবর্তন আনার বিশাল কাজ হাতে নিয়েছে। সংসদের এই অধিবেশনে অস্ত্র আইনের পরিবর্তন আনা হচ্ছে, মাদকদ্রব্য আইনও আইনত সংশোধন করা হয়েছে এবং এরপরে আইপিসি এবং সিআরপিসি সংশোধন করা হবে।

শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ অল ইন্ডিয়া পুলিশ বিজ্ঞান কংগ্রেসের সমাপ্তী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, আমরা একটি কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা শক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে যাচ্ছি এবং যে রাজ্যগুলিতে কোনও পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় নেই, সেখানে একটি কলেজ চালু করা হবে এবং যেখানে পেশাদার পুলিশের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে। এখানে ফরেনসিক বিজ্ঞান, আইন, প্রসিকিউশন ও তদন্তের পাশাপাশি থানা পরিচালনার শিক্ষাও দেওয়া হবে। তিনি বলেন, গুজরাটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীনও সেখানে অনুষ্ঠিত পুলিশ কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল।

তিনি বলেন, যেকোন জায়গায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেঁয়াজ ১০০ ছুঁয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। পেঁয়াজ ১০০ ছুঁয়েছে। ঝাঁজ এতটাই সাংঘাতিক হচ্ছে যে চোখের জল সামলানো দায় হয়েছে। শুক্রবার আগরতলায় সব বাজারেই পেঁয়াজ ১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। হটাৎ মূল্য এত কেন বেড়ে গেল তার কোন কারণ সঠিকভাবে জানাচ্ছেন না কেউ। ব্যবসায়ীদের দাবি, উৎসে পেঁয়াজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্যই এই পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। অথচ, চাষিরা পেঁয়াজ বিক্রি করে ৮ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১২ টাকা কেজি প্রতি দর পাচ্ছেন।

লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে পেঁয়াজের দাম। আগরতলায় মাহারাজগঞ্জ বাজার, মঠ চৌমুহনী বাজার, বটতলা বাজারে পেঁয়াজ ১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। গুনমানে সামান্য খারাপ পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ৯৫ টাকা কেজি দরে। গতকালও পেঁয়াজ ৮০-৮৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। কিন্তু আজ সকালে বাজারে গিয়ে ক্রেতারা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

পেঁয়াজের যোগান কম, এই অজুহাতে দাম ধেই ধেই করে বাড়ছে। ব্যবসায়ীদের আরও দাবি, উৎসেই পেঁয়াজের অগ্নিমূল্য, তাহলে আম জনতাকে ছেকা খেতেই হবে। অবাক করার বিষয় হল, রাজ্য সরকার উৎসে পেঁয়াজের মূল্য কত পড়ছে তা জানাচ্ছে না। যোগান কম, তাই দাম বাড়বে তাতে কারোর আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু, চাষিরা যে দামে বিক্রি করছেন এবং বিভিন্ন হাত ঘুরে মানুষের কাছে পেঁয়াজ পৌছাচ্ছে তার হিসাব থাকা জরুরি বলেই মনে হচ্ছে।

সম্প্রতি বাজারগুলিতে নজরদারি চালানো হয়েছিল। কিন্তু, পেঁয়াজের বেআইনি মজুতদার কতজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে প্রশাসন তা জানায়নি। খাদ্য মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বাজার ঘুরে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেছেন। কিন্তু, আম জনতার কোন উপকার হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ন্যায্য মূল্যের দোকানে পেঁয়াজ সরবরাহ করা হচ্ছে। রাজ্যেও প্রয়োজনে সরকারি ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে পেঁয়াজ সরবরাহের ঘোষণা দিয়েছিলেন খাদ্য মন্ত্রী। কিন্তু, সেই ঘোষণা কার্যত হিমঘরে ঠাঁই পেয়েছে, তা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

সম্প্রতি জনৈক কংগ্রেস নেতা মহারাষ্ট্রের পেঁয়াজ চাষির ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন। তাতে ওই চাষি সাফ জানিয়েছেন, কেজি প্রতি পেঁয়াজ তিনি ৮ টাকা দরে বিক্রি করেছেন। ফলে, পেঁয়াজের এত মুনাফা কার পকেটে যাচ্ছে সেই প্রশ্ন উঠা অস্বাভাবিক নয়।

প্রসঙ্গত, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এই বছর পেঁয়াজের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। যোগান কমে চাহিদা বেড়ে গেলে সমস্যা তৈরি হয়। এর উপর বেড়েছে পরিবহণ খরচ। স্বভাবতই দাম বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছে বিক্রেতারা। এই দাবি করেছে মহারাজগঞ্জ বাজারের আলু , পেঁয়াজ , রসুন ব্যবসায়ীদের উপদেষ্টা কমিটি। অবশ্য, আগরতলা পর্যন্ত পেঁয়াজ আনতে রেলের ১০টি বগি বরাদ্দ করার দাবি জানিয়েছে কমিটি। কমিটির দাবি, রেলে পণ্য আনলে পরিবহন খরচ অনেকটাই কমবে। তাতে পেঁয়াজের দামেও তার প্রভাব দেখা যাবে। কিন্তু শুধুই পরিবহন খরচ পেঁয়াজের অগ্নিমূল্যকে নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে, এই তত্ব বিশ্বাসযোগ্য বলে মানতে চাইছেন না আম জনতা। ফলে, ত্রিপুরা সরকারকেই পেঁয়াজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে বিকল্প চিন্তা করতে হবে।

ক্যাব-এর বিরুদ্ধাচরণ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আহূত বৈঠকের আমন্ত্রণ ফেরালেন মানিক, গৌতম ও জীতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব) নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ডাকা বৈঠক এড়ালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, প্রাক্তন সাংসদ তথা গণমুক্তি পরিষদের সভাপতি জীতেন্দ্র চৌধুরী এবং সিপিএম-এর ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস।

শুক্রবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে লেখা চিঠিতে জানিয়েছেন, তিনি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে আহূত বৈঠকে যোগ দিতে পারছেন না। তিনি এই বিলের বিরোধিতাকেই প্রধান কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন। তিনি বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সিপিএম পার্টি বিরোধিতা করছে। তিনি মনে করেন, এই বিল দেশবাসীর মৌলিক অধিকারকে খর্ব করবে। সাথে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্যকেও আঘাত করবে। তাঁর দাবি, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল দেশের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সংস্কৃতিকে নষ্ট করবে। সাথে জাতীয় সংহতিকেও দুর্বল করবে এই বিল। তাই তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এই বিলের বিরোধিতা করে তা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, দেশের একতা ও অখণ্ডতার খাতিরে এই বিল প্রত্যাহার করা হোক।

একইভাবে সিপিএম-এর ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাসও এই বিলের বিরোধিতা করে চিঠি লিখেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। তাঁকে লেখা চিঠিতে গৌতম দাস বলেন, এই বিলকে সমর্থন করতে পারছি না, তাই আপনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করছি না। তাঁর দাবি, সিপিএম এই বিলের বিরোধিতা করছে শুরু থেকেই। দলের সিদ্ধান্তের সাথে আমিও একমত।

এদিকে, প্রাক্তন সাংসদ তথা গণমুক্তি পরিষদের রাজ্য সভাপতি জীতেন্দ্র চৌধুরীও এই বিলের বিরোধিতা জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। তিনি বলেন, দেশভাগের পরবর্তী সময়ে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চল দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার ব্যক্তির মৃত্যু হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর ।। কাজ থেকে বাড়ি ফেরা হল না খোকন সরকারের। খোকনের বাড়ি রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার ইন্দ্রনগরে। পেশায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রী।

অন্যান্যদিনের মতোই বৃহস্পতিবার রাতেও কাজ শেষে বাড়িতে ফিরছিল খোকন। কিন্তু বাড়িতে ফেরা হয়নি তার। রাস্তার পাশে রক্তাক্ত অবস্থায় পরে থাকতে দেখে কিছু লোকজন তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেন। আশঙ্কা করা হচ্ছে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে জখম হয় ওই ইলেকট্রিক মিস্ত্রী খোকন সরকার। খবর পেয়ে তার পরিবারের লোকজনরা জিবি হাসপাতালে ছুটে আসেন।

কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পরে খোকন সরকার। তার মৃত্যুর সংবাদে গোটা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছে সেভাবে কেউ নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছেন না।

ডুম্বুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ছবি তুলতে গিয়ে যুবকের সলিল সমাধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। ডুম্বুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ছবি তুলতে গিয়ে সলিল সমাধি হল এক যুবকের। পা পিছলে ঝরনার জলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে আগরতলা বাধাঘাট চারিপাড়ার বাসিন্দা রাজেশ ভট্টাচার্যের (২৫)। টিএসআর জওয়ানরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা রাজেশকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

নতুনবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, আজ দুপুর সাড়ে তিনটা নাগাদ ভগ্নিপতির সাথে ডুম্বুর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বেড়াতে গিয়ে ছবি তোলার সময় পা পিছলে ঝরনার জলে পড়ে যান রাজেশ ভট্টাচার্য। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। খবর দেওয়া হয় টিএসআর ৫-ম ব্যাটালিয়নকেও। টিএসআর জওয়ানরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকার্য শুরু করেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর রাজেশকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন টিএসআর জওয়ানরা। তাঁকে নতুনবাজার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা রাজেশকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

প্রসঙ্গত, ওই স্থানে এর আগে অনেকের সলিল সমাধি হয়েছে। প্রশাসনের তরফে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হলেও, প্রায়ই অসাবধানতার জন্য দুর্ঘটনা ঘটছে। ডুম্বুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প দেখার জন্য বহু মানুষ সেখানে ছুটে যান। কিন্তু অসাবধানতার জন্য অনেকেই দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবকের দেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ময়না তদন্তের পর তার মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। আগরতলা থেকে নতুনবাজারে বোনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন ওই যুবক। তার এই মর্মান্তিক পরিণতিতে শোকস্তব্ধ পরিবারের সকলেই।

ভুবনবনে গুলিবিদ্ধ মহিলার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। ভুবনবনে গুলিবিদ্ধ মহিলার মৃত্যু হয়েছে। কলকাতায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা গেছেন। গত ১৬ নভেম্বর নিজ বাড়িতেই গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন ঝুমা সরকার (৩৯) নামের মহিলা। ওই ঘটনায় পুলিশ দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ভুবনবনে গুলিবিদ্ধ মহিলাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতায় স্থানান্তর করানো হয়েছিল। জিবি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছিলেন না। তাই তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়েছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ভুবনবনে গুলিকাণ্ডে সমীর বণিক ও সমীর ভট্টাচার্যকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তারা বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছে। ওই ঘটনায় সমীর বণিক মূল অভিযুক্ত বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারায় মামলা হয়েছিল। এখন ওই মহিলার মৃত্যুতে ৩০২ ধারায় মামলা হবে। ঘটনার পেছনে রহস্য এখনও উন্মোচিত হয়নি। তবে, সমীর ভট্টাচার্য ওই ঘটনার মাস্টারমাইন্ড ছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, সমীর বণিক অপরাধ স্বীকার করেছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই রামনগর এলাকা থেকে সমীর ভট্টাচার্যকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এদিকে আগামীকাল ঝুমা সরকারের মৃতদেহ আগরতলায় আনা হবে বলে জানা গেছে।

রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ৫০ হাজার মেট্রিক টন ধান কিনবে এফসিআই

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর (হি. স.)।। আগামী মরশুমে ত্রিপুরার কৃষকদের কাছ থেকে ৫০,০০০ মেট্রিকটন ধান কিনবে এফসিআই। শুধু তাই নয়, বাড়বে সহায়ক মূল্যও। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও জনসংবরণ মন্ত্রী রাম বিলাস পাসওয়ান এই আশ্বাস দিয়েছেন। আজ নয়াদিল্লিতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কেন্দ্রীয় খাদ্য ও জন সংবরণ মন্ত্রী শ্রী রাম ভিলাস পাশওয়ানের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁদের মধ্যে বৈঠকে ত্রিপুরার কৃষকদের স্বার্থে ওই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাম ভিলাস পাশওয়ান আশ্বাস

আশ্বাস কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর

দিয়েছেন, আগামী মরশুমে ত্রিপুরার কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ৫০,০০০ মেট্রিকটন ধান ক্রয় করবে এফসিআই। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ১৮.১৫ টাকা কেজি দরে এই ধান ক্রয় করা হবে। যা গত মরশুমে ছিল ১৭.৫০ টাকা। তাতে, ত্রিপুরার কৃষকরা লাভবান হবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিন কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রীর সঙ্গে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক চলাকালীন এফসিআই''র আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। সরাসরি ৫০ হাজার মেট্রিকটন ধান ত্রিপুরার কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সামনেই শ্রী পাশওয়ান এফসিআই আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। ধান ক্রয়ের পাশাপাশি এই কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের খরচও এফসিআই বহন করবে বলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এতদিন কৃষকদের কাছ থেকে ত্রিপুরা সরকারকে ধান ক্রয় করতে হতো। সেই টাকা এফসিআই''র কাছ থেকে ত্রিপুরা সরকারকে পেতে সময় লাগতো ৬ থেকে ৭ মাস। যার ফলে রাজ্যের উন্নয়নের একটা বড় পরিমাণ টাকা এই সময়ের জন্য আটকে থাকতো। তাই নতুন এই সিদ্ধান্তের ফলে কৃষকদের পাশাপাশি উপকৃত হবে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

যান সন্ত্রাসে জখম পথচারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৯ নভেম্বর ।। ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার হাত থেকে অল্পেতে প্রাণে বাঁচলেন তৃপ্তি দত্ত নামের এক পথচারী। ঘটনা শুক্রবার দুপুর একটা নাগাদ বিশালগড় ব্রীজ চৌমুহনি এলাকায়।

বিশালগড় শহরের ব্যস্ততম জায়গা এটি। তার উপরেও আগরতলা ও দক্ষিণগামী গাড়িগুলি এখানে দাঁড় করিয়ে যাত্রী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার আরও কমল ছয় বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন হল ৪.৫ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর।। প্রথম ত্রৈমাসিকেই ছ'বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ আর্থিক বৃদ্ধির হার দেখেছিল দেশবাসী। তখন থেকেই আতঙ্ক জাঁকিয়ে বসছিল, পরের ত্রৈমাসিকে আরও পতন হবে জিডিপি বৃদ্ধির হারে। সেই আশঙ্কাকে সত্যি করেই বৃদ্ধির হার নামল ৪.৫ শতাংশে। শুক্রবার প্রকাশিত হল দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের জিডিপি বৃদ্ধির হার।

এই নিয়ে গত দেড় বছর ধরে টানা নিম্নমুখী জিডিপি। ছ' বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। অর্থনীতিবিদদের সিংহভাগই মনে করছেন, জিডিপির ক্রমাগত এই পতনে মোদী সরকারের ৫ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার অর্থনীতির স্বপ্ন ক্রমেই দূরে সরছে।

২০১২-১৩ অর্থবর্ষের শেষ ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধির হার তলানিতে নেমে দাঁড়িয়েছিল ৪.৩। তার পর থেকে ৫ শতাংশের নীচে কখনও নামেনি জিডিপি বৃদ্ধির হার। সে দিক থেকেও এই পতন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

গত অর্থবর্ষে এই জুলাই-সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল ৭ শতাংশ। এ বছর জুনে শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ নেমে যাওয়ার পর থেকেই আতঙ্ক শুরু হয়েছিল অর্থনীতি মহলে। বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দগতি, দেশের বাজারে নতুন শিল্প-বিনিয়োগের অভাব, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির খারাপ পারফরম্যান্স, বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত, কর্মসংস্থানে ছাঁটাই ও পড়তি সব কিছুর মিলিত প্রভাবেই অর্থনীতি তথা বৃদ্ধির হারে এমন দুর্দশা বলেই মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা।

বৃদ্ধির হারে লাগাতার এই পতন এবং প্রথম ত্রৈমাসিকে ছ'বছরের সর্বনিম্ন বৃদ্ধির হারের পর থেকেই উঁকি দিচ্ছে আর্থিক মন্দার সম্ভাবনা। কেন্দ্র অবশ্য কখনওই 'মন্দা' বলতে মানতে নারাজ। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বারবার দাবি করে এসেছেন, এটা 'মন্দা' নয় বৃদ্ধির হারে 'শ্লথগতি'। অর্থাৎ আর্থিক বৃদ্ধি আশানুরূপ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সম্পত্তির লোভে বৃদ্ধকে পাগল সাজিয়ে আটকে রাখা হল হাসপাতালে, কাঠগড়ায় পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর ।। ভয়ঙ্কর সামাজিক অবক্ষয়। সম্পত্তির লোভে সহজ সরল ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধকে মানসিক হাসপাতালে নিয়ে একাংশ স্বাস্থ্যকর্মীর সহযোগিতায় আটক রাখল গুণধর পুত্র, পুত্রবধূ ও সহধর্মীনি। ষড়যন্ত্রে জড়িত পুলিশও। ঘটনা রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার ইন্দ্রনগরের জগৎপুর কালীবাড়ি এলাকায়। অসহায় ওই বৃদ্ধের নাম শান্তিপদ ভট্টাচার্য। বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের হস্তক্ষেপে বৃদ্ধকে মানসিক হাসপাতাল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

আত্মকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা কতটা যে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে তার অন্যতম নজির স্থাপিত হয়েছে রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন ইন্দ্রনগরের জগৎপুর কালীবাড়ি এলাকায়। ওই এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা শান্তিপদ ভট্টাচার্য ধর্মপ্রাণ মানুষ। বাড়িতে স্ত্রী, পুত্র পুত্রবধূ রয়েছে। তার নন্দননগরে আরও কিছু জায়গাও রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে জিবি বাজারে রয়েছে দোকানভিটি। পুত্র সরোজ ভট্টাচার্য

স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূর বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের

পেশায় ব্যবসায়ী। বেশ কিছুদিন ধরেই সম্পত্তি নিয়ে তাদের মধ্যে পারিবারিক ঝামেলা চলছিল। শান্তিপদ ভট্টাচার্যের এক বোন বৃন্দাবন এলাকায় থাকেন। কিছুদিন আগে তিনি বোনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসেই পরিবারের লোকজনদের জানান বৃন্দাবনের পরিবেশ তাকে আপ্লুত করেছে। তিনি সেখানে চলে যেতে চান। যাবার আগে বিষয় সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারাও করে দিতে চেয়েছেন।

ইন্দ্রনগরের জায়গা স্ত্রী পুত্রকে দেবার কথা নিজেই জানান। শান্তিপদবাবু জিবি বাজারে দোকানভিটিও ছেলেকে দিয়ে দিতে রাজি হন তিনি। কিন্তু তাতে খাই মিটছিল না পুত্র পুত্রবধূ এবং তথাকথিত সহধর্মিনীর। যে বাড়িটি বিক্রি করে টাকা পয়সা নিয়ে বৃন্দাবনে চলে যেতে চেয়েছিলেন সেই বাড়িটি বিক্রি করে দিতে রাজি নয় পরিবারের অন্যরা। এনিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই ঝামেলা চলছিল। এরই জের ধরে স্ত্রী পুত্র এবং পুত্রবধূ মিলে ধর্মপ্রাণ সুস্থ সবল শান্তিপদ ভট্টাচার্যকে নিয়ে যাওয়া হয় নরসিংগড় স্থিত মানসিক হাসপাতালে। জানা গেছে মানসিক হাসপাতালেই চাকরি করেন গুণধর পুত্র সরোজ ভট্টাচার্যের শাশুড়ি। অপরদিকে পুলিশকেও তারা ম্যানেজ করে নেন। পুলিশের সহায়তাতেই বৃদ্ধ শান্তিপদ ভট্টাচার্যকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় নরসিংগড় স্থিত মানসিক হাসপাতালে। এই অমানবিক ঘটনা ঘটেছে গত ২৩ নভেম্বর। স্থানীয় লোকজনরা এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানতেন না। বাড়ির মালিক শান্তিপদ ভট্টাচার্যকে বাড়িতে এবং এলাকায় না দেখে স্থানীয় মানুষজনের সন্দেহ ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকে। এরই মধ্যে এলাকাবাসী প্রত্যক্ষ করেন পুলিশ গত ২৩ নভেম্বর শান্তিপদবাবুর বাড়িতে গিয়েছিল। গত কয়েকদিন ধরে শান্তিপদবাবুর কোন খোঁজখবর না পেয়ে তারই এক নিকট আত্মীয় খোঁজখবর নিতে শুরু করেন। তারা জানতে পারেন শান্তিপদবাবুকে পাগল সাজিয়ে মানসিক হাসপাতালে আটকে রাখা হয়েছে। সেখানে পাগলের চিকিৎসা চালানো হচ্ছে।

সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই চাঞ্চল্যকর ও সামাজিক অবক্ষয়ের ঘটনাটি স্থানীয় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের নজরে আনেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে সুদীপ রায় বর্মন শুক্রবার ছুটে যান জগৎপুর কালীবাড়ি এলাকায়। সেখানে গিয়ে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। এ ধরনের সামাজিক অবক্ষয়ের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিধায়ক সুদীপ রায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিএবি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর পৌরোহিত্যে বৈঠকে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্য রাজ্যের প্রতিনিধিরাও।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ৫৩ ▫ ৩০ নভেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ১৪ অগ্রহায়ণ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বঙ্গে উপনির্বাচনের শিক্ষা

গত লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিয়াল্লিশটি আসনের মধ্যে আঠারো আসনে জয়ের ঘটনায় বিজেপি উজ্জীবিত হইয়াছিল। রাজনৈতিক মহল ধরিয়াই নিয়াছিলেন যে, তৃণমূল কংগ্রেসের দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু, বঙ্গের তিনটি উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ের মুকুট মাথায় পরিল। লোকসভা ভোটে আঠারোটি আসন পাওয়ার পরে বিজেপি নেতারা শ্লোগান তুলিয়াছিলেন 'উনিশে হাফ, একুশে তৃণমূল সাফ'। পশ্চিমবঙ্গে উপনির্বাচনে বিজেপি কার্য্যত বড় ধাক্কা খাইল এমন সময় যখন সারা দেশ দেখিয়াছে মহারাষ্ট্রের মহাকান্ড। কথায় আছে মানুষ ঠেকিয়া শিখে। বিজেপি নেতারাও নিশ্চয় ঠেকিয়া শিখিতেছেন। বিজেপির বাংলার পর্য্যবেক্ষক কৈলাশ বিজয়বর্গী পশ্চিমবঙ্গের উপনির্বাচনের ফলাফলকে যতোই গুরুত্বহীন বলুন না কেন আসলে এই তিন আসনের জয় অনেকটাই বিধ্বস্ত তৃণমূলকে ঘুরিয়া দাঁড়াইতে শক্তি যুগাইল। বিজেপির দখল নেওয়া আসনে এইবার জয় পাইল তৃণমূল। পঃবঙ্গের তিনটি আসনের উপনির্বাচনের ফলাফল হইতে বিজেপিকে শিক্ষা নিয়া আগামী দিনে আগাইতে হইবে ইহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

পঃবঙ্গে বিজেপির জোর রাজনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস অনেকখানিই শক্তিহীন হইয়াছে বলিয়া কোনও কোনও রাজনৈতিক মহল ধরিয়া নিয়াছিল। তৃণমূল ছাড়িয়া অনেক নেতা, বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দিয়াছেন। এক সময়ের তৃণমূলের সেনাধ্যক্ষ মুকুল রায় বিজেপিকে ক্ষমতায় বসাইতে একেবারে ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়াছেন। তৃণমূল নেতা হইতে শুরু করিয়া সিনেমার নায়িকা যেভাবে বিজেপিমুখী হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাতে স্বভাবতই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেকখানিই বিব্রত হইবার কথা। সেখানে রাজ্যের তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফল নেত্রীকে অনেকটা শক্তি যুগাইয়াছে বলা যাইতে পারে। এই উপনির্বাচন হইতে সব দলকে শিক্ষা নিতে হইবে। কংগ্রেস সিপিএম ভাই ভাই নীতিও যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ গ্রহণ করে নাই তাহাই আবার স্পষ্ট করিয়া দিল বলা যাইতে পারে। লোকসভা ভোটের পর মমতা যেসব পদক্ষেপ নিয়াছেন সেগুলিও যে অনেকটাই তৃণমূলকে শক্তিশালী করিয়াছে বলা যাইতে পারে। যেমন, 'দিদিকে বলো' নেতা কর্মীদের এলাকায় সব বাড়ীঘরে গিয়া জনসংযোগ, মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন, কাটমানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ইত্যাদিতে তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থন বৃদ্ধি পাইয়াছে বলা যাইতে পারে।

উপনির্বাচনে রিগিং, ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ কোনও দলেরই ছিল না। ইভিএম কারচুপি, ইত্যাদির অভিযোগও তুলে নাই তৃণমূল বা অন্য কোনও দল। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ও সিপিএম বিজেপির বিরুদ্ধে যতখানি সরব তাহার চাইতে অনেক বেশী সরব তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। একথাও অস্বীকারের সুযোগ নাই যে, বাংলায় গণতন্ত্রও আক্রান্ত। রাজনৈতিক দলগুলি গণতান্ত্রিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার অভিযোগও তুলিতেছেন। রাজনীতির নগ্নতা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে। বঙ্গের রাজ্যপাল ধনকড়ের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সংঘাত তো লাগিয়াই আছে। রাজনৈতিক বিষাক্ত পরিবেশ তৈরী হইয়াছে। বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস তো প্রতিনিয়ত হিংসায় মাতিয়া আছে। প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক কর্মী, নেতা খুন হইতেছে। রক্তাক্ত হইয়া চলিয়াছে বাংলা। রাজনীতির যুপকাষ্ঠে একের পর এক বঙ্গের মাটিতে বলি হইতেছে। এই রক্তাক্ত রাজনীতির হাত হইতে কি বাংলা মুক্ত হইতে পারিবে না?

উপনির্বাচনে তৃণমূল এমন জয় ছিনাইয়া নিবার মূল কারণ কি এনআরসি? তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বলিয়াছেন এই উপনির্বাচনে বিজেপিকে এনআরসির জবাব দিয়াছে ভোটাররা। এনআরসির বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের জয় হিসাবেই তিনি দেখিয়াছেন। মমতার কথাতেই স্পষ্ট এনআরসি ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সুবিধা করিতে পারিবে না। এনআরসি এখন বিজেপির শাঁখের করাতের মতো। দুই দিকেই বিপদ। এই সেদিনও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষণা দিয়াছেন সারা দেশেই এনআরসি চালু করা হইবে। এনআরসি নিয়া আসামে বড় বেশী বেকায়দায় বিজেপি। আবার এনআরসি নিয়া কথা বলিতেছেন শাহ। কিন্তু, সমাধান কোন্ পথে? পশ্চিমবঙ্গ হয়ত এইবার চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল এনআরসি বিজেপির রাজনৈতিক ভাগ্য বিড়ম্বনা ঘটাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু মুসলমান উভয় অংশের মানুষই উদ্বিগ্ন। সেখানেই বাজীমাৎ করিয়াছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা। পঃবঙ্গের উপনির্বাচনের ফলাফল নিশ্চায়ই সব দলই পর্যালোচনা করিবে। বাস্তবকে মানিয়া নিতেই হইবে। রাজনৈতিক দলগুলি ক্রমেই সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যের। পশ্চিমবঙ্গ বলিয়া কথা নহে সারা দেশেই রাজনীতিতে স্বচ্ছতাই যখন বিদায় নিতে চলিয়াছে তখন সাধারণ মানুষের বিড়ম্বনা তো বাড়িতেই থাকিবে। সেই দুর্ভাগ্যের পথে যে আমাদের হাটিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ মিলল শতাব্দী প্রাচীন সিন্দুকের

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি.স): সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ মিলল শতাব্দী প্রাচীন সিন্দুকের। মরচে ধরা সিন্দুক। হাজার চেষ্টা করেও খুলছে না। ইতিমধ্যে চারটে তালা ভেঙে গেলেও খোলা সম্ভব হয়নি। চেষ্টা চলে পুরো ভেঙে ফেলার। ২০০ বছরের পুরনো একটি সিন্দুক নিয়েই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে। শেষ পর্যন্ত বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ সিন্দুকটি খোলা সম্ভব হয় ।

শুক্রবার বেলা ১২ টার আগে থেকে ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টাতেও পুরনো সিন্দুকের চাবি তৈরি করে তা খোলা যায়নি। দেওয়াল থেকে সিন্দুকটি অবশ্য খোলা সম্ভব হয়েছে। যেখানে ৮৫টি পাস বই মিলেছে। সেগুলো বেশিরভাগই পোস্ট অফিসের বই। ১৯৩০ সালের। সেখান থেকে স্কলারশিপের টাকা দেওয়া হত বলে মনে করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কেন এই সিন্দুক পড়ে ছিল, সেটা রহস্যের। আশা করি নিশ্চয়ই কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে।'

নবজাগরণের সঙ্গে জড়িয়ে সংস্কৃত কলেজের নাম। পরে তা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় হয় । কয়েকদিন আগেই পুরনো ওই সিন্দুকটি নজরে এসেছে। নতুন উপাচার্য আসার পর বিভিন্ন নথি থেকে শুরু করে জিনিস খুঁটিয়ে দেখছিলেন তিনি। সেসময় তিনি একটি নথি পান, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা তৈরির কথাও লেখা ছিল। এমনকি সেটির জন্য জায়গাও দেখা হয়েছিল। এরপর সেই জায়গাটি দেখতে গিয়েই একটি ঘরে এই সিন্দুকটি চোখে পড়ে। এছাড়াও আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথি হাতে আসে। তবে কোনওভাবেই সিন্দুকটি খোলা যায়নি। এরপর সেটি নিয়ে আসা হয় উপাচার্যের ঘরে। সেই ঘরেই একসময় বসতেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই ঘরে বসেই কলেজ পরিচালনা করতেন তিনি। দশজন মিলে সেই প্রাচীন ও অত্যন্ত ভারী সিন্দুকটি নিয়ে আসেন। স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে, লক এখানকার নয়। মনে করা হচ্ছে, বিদেশের, মূলত লন্ডনের লক সেটি। '৯৭' বলে একটি চিহ্ন রয়েছে সেখানে। ছেনি-হাতুড়ি দিয়েই সেটি খোলার চেষ্টা চলে।উপাচার্য জানান, ঐতিহাসিকরা এর মূল্য ঠিক করতে পারবেন। মনে হচ্ছে, বিদেশ থেকে আনা হয় সিন্দুকটি। তা সংস্কৃত কলেজকে দেওয়া হয়। গুদামে অনেক আবর্জনা ছিল বলে হয়তো ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। কারও চোখে পড়েনি। দেওয়াল সিন্দুকটি কাঠের উপর গেঁথে বসানো হয়েছিল দেওয়ালে। ৮৫টি পাস বুক মিলেছে সেখান থেকে। নোংরার মধ্যে চাপা পড়েছিল পাস বইগুলো। তাই সেগুলো যে কারও নজরে পড়েনি, তা স্পষ্ট। ১৮২৪ সালে লর্ড আমহার্সরে আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই সংস্কৃত কলেজ। মনে করা হচ্ছে, সিন্দুকটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সে যুগের বেশ কিছু পুরনো মূল্যবান জিনিস কিংবা নথি থাকতে পারে। শুক্রবার বাইরে থেকে লোক এনে সেটি খোলার চেষ্টা করা হয় । তা বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ থেকে ১৯৩৩ সালের নথি পত্র বের হয়। ১৯৪৬ সালের ৭ টি খাম পাওয়া যায়। কয়েকটি অভিযোগ পত্রও রয়েছে। ঈশ্বন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা মহিলাদের জন্য ফান্ড তৈরি করেছিলেন। সেটিরও নথি পাওয়া যায়। বের হয় চাবি সহ আরও কিছু কাগজ পত্র।

এখনও কাশ্মীর স্বাভাবিক হল না

ড. প্রদীপ কুমার দত্ত

তিন মাস আগে কেন্দ্রীয় সরকার যখন একতরফাভাবে সবরকম গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে পদদলিত করে ভারতের সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করে জম্মু-কাশ্মীর থেকে লাদাখকে পৃথক করে এবং জম্মু-কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করল তখন তারা বলেছিল এর ফলে জম্মু-কাশ্মীর সন্ত্রাসবাদমুক্ত হবে এবং সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। তারপর তিন মাসেরও বেশি কেটে গেছে। সরকার যতই দাবি করুক আজও সেখানে জনজীবন স্বাভাবিক হয়নি। যানবাহন থেকে শুরু করে ইন্টারনেট, প্রিপেড মোবাইল সব ধরনের পরিষেবাতেই বঞ্চিত সেখানকার মানুষ। সরকারের বক্তব্য, ইন্টারনেট, প্রিপেড মোবাইল বন্ধ থাকলে সন্ত্রাসবাদীরা নয়,কোণঠাসা হয়ে আছেন সাধারণ মানুষই। পুলিশ মিলিটারি আধাসামরিক বাহিনীর অস্ত্রের জোরে মানুষকে আটকে রেখে উপর উপর সব শান্তিপূর্ণ দেখানোর চেষ্টা মানুষের ধুমায়িত ক্ষোভকে বাড়িয়ে তুলেছে।

বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই বন্ধ। বহু সরকারি কর্মচারী কাজে যেতে পারছেন না। ইন্টারনেট বন্দ থাকায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারছে না যুবসমাজ। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়ায় সাংবাদিকরা পড়েছেন বিপাকে, তাঁরা এর প্রতিবাদ করেছেন, সরকারের ওপর আস্থা হারিয়েছে সাধারণত মানুষ। সেখানে চলছে সাধারণ মানুষের স্ব-আরোপিত কারফিউ। সকালবেলা কিছুক্ষণের জন্য দোকান বাজার খুলছে, আবার বেলা এগারোটার পর বন্ধ। অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন না। সরকারও বুঝতে পারছে যে সরকারের ওপর জম্মু-কাশ্মীরের জনগণের আস্থা নেই। তাই সরকার ১১ অক্টোবর কাশ্মীরের সব সংবাদপত্রে প্রথম পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলেছে, মানুষ নিজে থেকেই দোকান খুলছেন না, গণপরিবহণ ব্যবহার করছেন না, সরকারের কাছে আসছেন না। প্রশ্ন করেছে, 'কীসের ভয়?' আসলে ভয় পাচ্ছে সরকারই। তাই তিন মাস হয়ে গেলেও তারা আজও পারুক আবদুল্লাসহ বিরোধী দলের নেতাদের বন্দি করে রেখেছে। সরকারের ন্যূনতম সমালোচনা করতে পারেন এমন সম্ভাব্য ব্যক্তিদের, এমনকী বহু নাবালককেও বন্দি করে রেখেছে। সংবাদমাধ্যমও কার্যত স্তব্ধ, কারণ সরকারের সমালোচনা হলেনাকি সন্ত্রাসবাদীদের সুবিধা হবে। সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলেই সাংবাদিকদের জুটছে সেনাবাহিনীর মার। ১ লা নভেম্বর রাজধানী শ্রীনগর মহিলা সাংবাদিকরা পর্যন্ত সেনাবাহিনীর জওয়ানদেরহাতে প্রহৃত ও মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। কাশ্মীর তো এখন সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। সেখানকার আদিবাসী, বাইরে থেকে সেখানে কাজ করতে যাওয়া মানুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব তো সরকারেরই।কিন্তু সরকারকি তাদের দায়িত্ব পালন করছে? উত্তর হল না। তাই সেখানে আপেল বাগানে কাজ করতে যাওয়া পাঁচজন পরিযায়ী শ্রমিককে গত ২৯ অক্টোবর সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে প্রাণ দিতে হল। আহত আরও দুজন। ঘটনার জেরে তীব্র আতঙ্ক আর মানসকি আঘাতে জর্জরিত হয়েছেন আর কয়েক শত শ্রমিক। তাঁদের অনেকেই কাশ্মীর ছেড়ে চলে আসছেন। তারপরেও সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের বিরাম নেই। তাতে হতাহত মহিলা সহ অনেকেই। সাংবাদিকরা যতটুকু কাশ্মীরে পৌঁছতে পেরেছেন, তাতেই দেখা যাচ্ছে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিরীহ শ্রমিকদের এই হত্যাকাণ্ডকে অতিথিবৎসল শান্তিপ্রিয় কাশ্মীরি জনগণ তাঁদের কাশ্মীরিয়ত-এর ওপর আঘাত হিসাবেই দেখছেন। কাশ্মীরের মানুষের আহত আবেগকে ভাষায় ব্যক্ত করে প্রাক্তন এয়ার ভাইস মার্শালা কপিল কাক বলেছেন, 'কাশ্মীর ভারতকে ত্যাগ করেনি, কার্যত ভারতই কাশ্মীরকে ত্যাগ করল'। কাশ্মীরে আজ এত সেনা, অথচ বাস্তবে সাধারণ মানুষের জীবনে কোনও নিরাপত্তা নেই। সেখানে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নেই। কিছুটা শিথিল হলেও ইন্টারনেট ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা এখনও প্রত্যাহৃত হয়নি। শর্তাধীনে ইন্টারনেট ব্যবহারে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, এর জন্য ব্যবহারকারীকে একটি বন্ড স্বাক্ষর করতে হবে। বন্ডের একটি শর্ত হল ইন্টারনেটে কী পাঠানো হচ্ছে তা চাইলেই সরকারে সুরক্ষা সংস্থাকে জানাতে হবে।

কাশ্মীরের মানুষের জীবিকার অন্যতম প্রধান অবলম্বন পর্যটন। কিন্তু সেখানকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে সরকার যাই দাবি করুক না কেন মানুষ সেখানে যেতে ভরসা পাচ্ছে না। কাশ্মীরের চাষিদের অবস্থাও শোচনীয়। হর্টিকালচার অর্থাৎ ফলফুল শাকসবজি উৎপাদন কাশ্মীরের অন্যতম প্রধান জীবিকা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্য মর্যাদা কেড়ে নিয়ে, ৩৭০ ধারা বাতিলকরে সেখানকার জনসাধারণকে সামরিক ঘেরাটোপে বন্দি করে রেখে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তাতে কৃষি বিপণন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। আগস্ট মাসে যখন আঙুর-ন্যাসপাতি-চেরি ফল বাজারে ওঠে, ঠিক সেই সময় কাশ্মীরকে কার্যত বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল অবশিষ্ট ভারত থেকে। ফল কেনার জন্য ব্যবসায়ীরা বাগানে যেতে পারল না কৃষকরাও তাদের উৎপাদিত ফল বাজারে নিয়ে যেতে পারল না। সবই পচে নষ্ট হল তাদের চোকের সামনে। তারা মারাত্মক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হল। সেপ্টেম্বর মাস আপেল তোলার সময়। কিন্তু চাষিরা আপেল তোলার জন্য আপেল ক্ষেতে যেতে পারল না। একদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী, অন্যদিকে জঙ্গিদের অত্যাচার। এর মধ্যেও যতটুকু আপেল তুলতে পেরেছিল তা বিক্রি করতে পারেনি কারণ সেনাবাহিনী চাষিদের ক্ষেত্রেট্রাক নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিল। ফল ক্ষেত থেকে বাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোথাও কোথাও ট্রাক পাওয়া গেলেও তার ভাড়া এত বেশি যে তা দেওয়া চাষিদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

৩১ অক্টোবর জম্মু-কাশ্মীর পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা হারিয়ে একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হল। তার তেকে আলাদা হয়ে গেল লাদাখ। সেই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নেরেন্দ্র মোদি আনন্দিত হয়ে যখন বলছেন, কাশ্মীর আর বাকি ভারতের মধ্যে ৩৭০ ধারাই দেওয়ালের মতো দাঁড়িয়েছিল, আমি সেই দেওয়াল সরিয়ে দিয়েছি, ঠিক সেই সময় কাশ্মীরবাসী বন্দি কাঁটাতারের বেড়া আর পুলিশি মিলিটারি আধা সামরিকবাহিনীর বেষ্টনীতে। কোথায় তাদের 'দেওয়াল ভাঙার' আনন্দ? বরং এক অদ্ভুত নীরতা আজ বিরাজ করছে কাশ্মীর জুড়ে। আর এই নীরবতাকে দেখিয়েই সরকার বলছে কাশ্মীর স্বাভাবিক। সরকারকি বুঝুতে পারছে যে এই নীরবতার মধ্যেই ফুটে উঠেছে তীব্র প্রতিবাদের স্বর।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

৩১ অক্টোবর জম্মু-কাশ্মীর পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা হারিয়ে একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হল। তার থেকে আলাদা হয়ে গেল লাদাখ। সেই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নেরেন্দ্র মোদি আনন্দিত হয়ে যখন বলছেন, কাশ্মীর আর বাকি ভারতের মধ্যে ৩৭০ ধারাই দেওয়ালের মতো দাঁড়িয়েছিল, আমি সেই দেওয়াল সরিয়ে দিয়েছি, ঠিক সেই সময় কাশ্মীরবাসী বন্দি কাঁটাতারের বেড়া আর পুলিশ -মিলিটারি -আধা সামরিকবাহিনীর বেষ্টনীতে। কোথায় তাদের 'দেওয়াল ভাঙার' আনন্দ? বরং এক অদ্ভুত নীরতা আজ বিরাজ করছে কাশ্মীর জুড়ে। আর এই নীরবতাকে দেখিয়েই সরকার বলছে কাশ্মীর স্বাভাবিক।

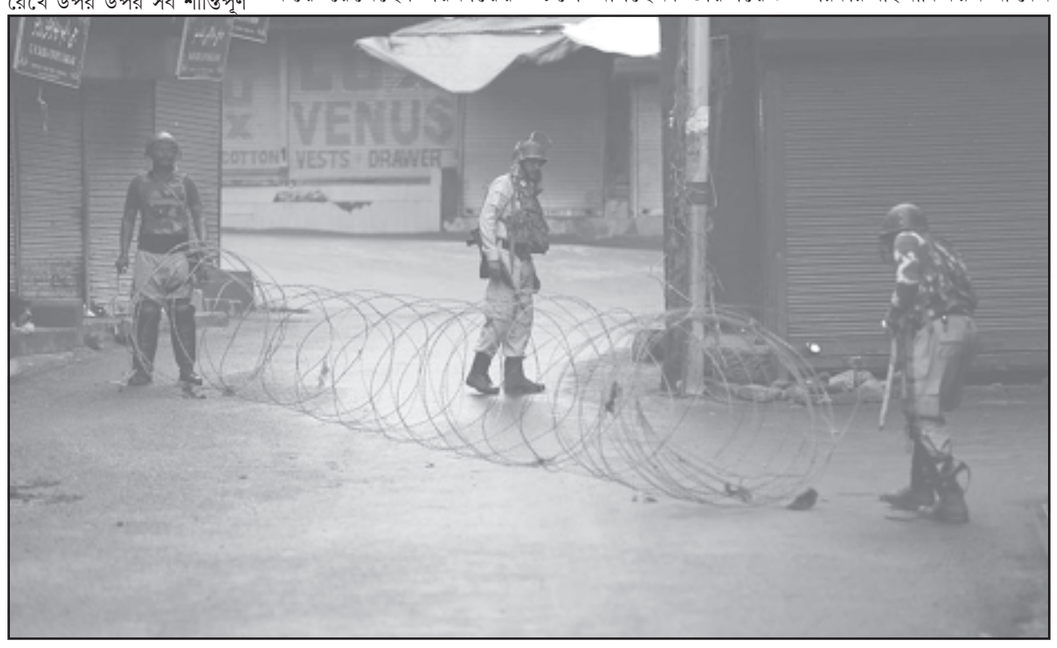

হিমেল হাওয়ার রোগ

ডা. নীলকমল বর্মণ

শীতের শুরুতে হিমেল হাওয়াটা কি অনুভব করেন? যাঁরা শহরের যানবাহনপূর্ণ জমজমাট পরিবেশে থাকেন, তাঁরা হয়তো ব্যাপারটা অনুভব করতে পারেন না। তবে এ কথা সত্য যে শহরতলি বা গ্রামে সেই হিমেল হাওয়ার পরিবেশে খালি পায়ে ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর ঠিক এই সময়েই অর্থাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনে (দিনে বেশ গরম, রাতে ঠাণ্ডা) নিশ্চিতভাবে দেহের উফর প্রভাব পড়ে। ফলে এই সময় আবালবৃদ্ধবনিতারা সাময়িকভাবে অসুস্থতা অনুভব করেন। শিশুরা ভোগে সব থেকে বেশি।

শিশুরা এই পরিবর্তনে যে ধরনর অসুস্থতায় ভোগে তার মধ্যে জ্বর, সর্দি, কাশি ও হালকা ধরনের পেটের রোগ প্রধান। এই জ্বর একদিন মাত্র স্থায়ী হয়। সঙ্গে হাঁচি, নাক, মুখ, চোখ জ্বালা করা ইত্যাদি লক্ষণ থাকে। এছাড়া যেটি মারাত্মক আকার ধারণ করে তা হলটনসিল প্রদাহ। এই আবহাওয়ার তারতম্যের ফলে টলসিলের দু'টি গ্রন্থি সহ মুখমণ্ডলের অন্যান্য গ্রন্থি আক্রান্ত হয়। প্রদাহ হয়, ব্যথা হয় ও ফুলে ওঠে। কোনও কিছু খেতে বা গিলতে পারা যায় না। শিশুরা অস্তির হয়ে ওঠে।

ইনফেরশনের ফলে আলজিহ্বা আক্রান্ত হয়ে বেড়ে যায়। ক্রমাগত শুকনো কাশি অন্যতম উপসর্গবিশেষ। পরিস্থিতি বাড়াবাড়ি হলেসেপটিক অবস্থায় পৌঁছতে পারে। তা থেকে দীর্ঘসময় স্থায়ী জ্বর হয়। কর্ণমূল পর্যন্ত ব্যথা হয়। চোয়াল নাড়ার ক্ষমতা থাকে না।

প্রায়ই আমরা একটি কথা বলি, তা হল ঠাণ্ডা লাগা। এটি মূলত শীতের রোগ। বিশেষত শীতের সুচনায় অর্থাৎ আশ্বিনে আবহাওয়ার পরিবর্তনে। এই পরিবর্তনটা শরীর সহ্য করতে পারে না। অসুস্থা হয়ে পড়ে।

মিউকাস মেমব্রনে সহজেই আক্রান্ত হয়। মুখমণ্ডলের মধ্যে মিউকাস মেমব্রেন সারা শরীরের তুলনায় বেশি। চোখ, নাক, মুখ, মুখগহ্বর, ঠোঁট, কর্ণগহ্বর, টনসিল, সর্বত্রই মিউকাস মেমব্রেনের আধিক্য থাকায় ঠাণ্ডা লাগে। তাই যাতে ঠাণ্ডা না লাগে সেই জন্য নাক, মুখ বা গলাকে ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচাতে হবে। যেমন খুব সকালে বা সন্ধ্যার পর বাইবে বের হলে বিশেষত বাচ্চাদের বের করলে গলা, কান, উপযুক্ত গরম আচ্ছাদনে ঢাকা উচিত, যাতে হিমেল বাতাস ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে।

ইমিউনিটি পাওয়ার যে সব বাচ্চার কম তারা ক্রমাগত ভুগতে থাকে। আর যাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়, তারা এই হিমেল হাওয়াকে প্রতিহত করে অপেক্ষাকৃত কম আক্রান্ত হয়েই জীবনধারণ করতে পারে। কেবলমাত্র বাতাসের প্রভাব নয়, এই সময়ে কিছু খাদ্যাখাদ্যের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ আনা উচিত। এই সময়ে দিনের বেশি গরমে বা রাতেরদিকে দুই আইসক্রিম, লস্যি না খাওয়াই উচিত। প্রথমেই বলেছি, এই সময়ে মিউকাস মেম্ব্রন আক্রান্ত হয়। স্বভাবতঃই আর একটি অতি সাধারণ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, তা হল আমাশয়। কিছু কিছু লক্ষ করা যায়। সময়ের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে এর উদয় হয়। আবার স্বাভাবিকভাবেই এর উপশম হয়। বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে এটি ক্রনিক নেচারের। বেফারিং, ফি বছর দেখা দেয়। বাচ্চারা যারা ভোগে তাদের ক্ষেত্রে ঠিকঠিক চিকিৎসা হলেসেটি সেরে যায়। ক্রুনিক হবার সময় পায় না।

যে সকল বাতের রোগী শীতে বেশি কষ্ট পান, তাঁরা এই সময় থেকেই একটু একটু করে অসুস্থতা বোধ করতে থাকেন। বাতের প্রকোপে আক্রান্ত অংশগুলি শিরশির করে, ব্যথা হয়, যন্ত্রণা হয়, ফুলে ওঠে। জয়েন্ট পেন অর্থাৎ সন্ধিস্থানে ব্যথা হয়। এই সময় থেকেই যন্ত্রণা প্রকোপ বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে শীতকালে পরিস্থিতি চূনান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়। এসকল ক্ষেত্রে প্রিকশান নেবারই বশেষ দরকার হয় না। কারণ বাতাসকে প্রতিহত করার উপায় এখনও জানা নেই। প্রিভেনশন অথৈ জলে।

আবার ফিরে আসি হিমেল আবহাওয়ার কথায়। ঠাণ্ডায় গলা আক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বরভঙ্গ লক্ষ করা যায়। স্বরভঙ্গ নিশ্চিতভাবে দু'-এক দিন স্থায়ী হয়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে কারও কারও ক্ষেত্রে সপ্তাহ থেকে প্রায় পক্ষকাল পর্যন্ত স্বরভঙ্গ স্থায়ী হতে পারে।

ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা নিয়মিত দু'বার গার্গেল, প্রয়োজনে একটু আধটু ওষুধে হিমেল প্রবাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়। এবার অতি ব্যবহৃত ওষুধ নিয়ে অল্প আলোচনা করা হল।

১)হিপার সালফার-৩০ আবাহওয়ার পরিবর্তনের শুরুতে ঠাণ্ডা লাগা। শুকনো কাশি, অনিয়মিত, অনবরত কাশতে কাশতে দম আটকানোর মতো অবস্থা,গলা ব্যথা। দ্বিতীয় পর্যায়ে বুকে কফ জমে। হালকা হলুদ শ্লেষ্মা বের হয়। গলা। ফোলা, গ্রন্থি ফোলা, ব্যথা, কিছু খেতে না পারা।

২) একোনাইট-৩০ রোগের প্রথম অবস্থা। বলা ভালো, রোগ আক্রান্ত হবার মুহূর্তে অর্থাৎ ডাক্তারবাবুর কাছে যাবার অগে ২-৪ ঘমটা সময় পাওয়া যায়, একোনাইটি সাধারণ ওই সময়ের ওষুধ। সময় পার হলেগেলে একোনাইট এসকল ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবহার হয় না। রোগের আক্রমণ আর একোনোইট ব্যবহার প্রায় যুগপৎ হওয়া উচিত।

৩) বেলেডনা-৩০ প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের ওষুধ। ঠাণ্ডা লেগে কাশি, জ্বর, চোখ দিয়ে নাক দিয়ে অনবরত জল পড়া গরম নিঃশ্বাস, প্রদাহ, গলা ব্যথা, বেলেডোনার লক্ষণ। পিপাসাহীনতা জ্বর, শরীরে শুকনো শুকনো ভাব।

৪) স্পঞ্জিয়া-৩০ ঠাণ্ডা লাগা, ঠাণ্ডা লেগে কাশি, কাশি বসে যায়, বুকে অনবরত, শোঁ শোঁ, সাঁই সাঁই শব্দ বের হয়। শুষ্কতা, অতি কষ্টে সামান্য শ্লেষ্মা বের হয়। শিশুদের শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।

এছাড়াও পালসেটিলা, ইপিকাপ, ফাইটোলাক্কা প্রভৃতি ওষুধ লক্ষণ অনুযয়ী প্রয়োগ করা হয। এই আবহাওয়া পরিবর্তনের ব্যাপারটা আমাদেরসবার কাছে অতি পরিচিত বিষয়। আথচ সামান্যতম বুলে আক্রান্ত হতে পারি। এই হিমেল হাওয়া প্রতিরোধে সাবধানতাই সব থেকে বড় ব্যাপার।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শুক্রবার আগরতলায় এসসি অধিকর্তাকে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। ছবি-নিজস্ব।

পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ভারত শ্রীলঙ্কাকে ৪৫ কোটি ডলার দেবে: প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কাকে শুক্রবার চল্লিশ কোটি ডলার দেওয়ার ঘোষণা করল ভারত। পাশাপাশি, ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শ্রীলঙ্কাকে ৫ কোটি ডলারও দেবে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কোনও দেশকে সক্ষম করার লক্ষ্যে এই আর্থিক সহায়তা সম্ভবত প্রথমবারের মতো দেওয়া হচ্ছে। ভারত সফরে আসা শ্রীলঙ্কার নবনিযুক্ত রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজাপক্ষের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হায়দরাবাদ হাউসে প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে চলে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক। দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পরে একটি যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের পক্ষ থেকে এই ঋণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে মৎস্য চাষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বাড়ানোর বিস্তৃত দ্বিপাক্ষিক ইস্যুতে কাজ করতে সম্মত হয়েছে। ভারত এবং শ্রীলঙ্কা একমত হয়েছে, মৎস্যজীবীদের ক্ষেত্রে যখন কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তখন মানবিক দিক যাতে গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাজাপক্ষ আশ্বাস দিয়েছেন, শ্রীলঙ্কায় ধরা পড়া ভারতীয় জেলেদের সমস্ত নৌকা ছেড়ে দেওয়া হবে। মোদী বলেন, জেলেদের জীবন-জীবিকার বিষয়ে আমাদের একটি চুক্তি রয়েছে যে আমরা এই বিষয়ে গঠনমূলক এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি অব্যাহত রাখব। শ্রীলঙ্কায় ২১ এপ্রিল খ্রিস্টানদের পবিত্র উৎসব ইস্টার উপলক্ষে জিহাদি জঙ্গিরা গির্জার উপর হামলার পরে শ্রীলঙ্কা সন্ত্রাসবাদের নতুন করে হুমকির মুখোমুখি হয়েছে। এই ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ভারতের পুরনো অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তিনি প্রতিবেশী দেশকে এক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করার পাশাপাশি সেখানে নিরপত্তা বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

বিজেপি-র কাটিগড়া মণ্ডলের নয়া সভাপতি বিশালাক্ষ দেব ২০২১-এ এই আসন দলকে উপহার দেওয়ার অঙ্গীকার

কাটিগড়া (অসম), ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : শেষমেষ ভারতীয় জনতা পার্টির কাটিগড়া মণ্ডল কমিটির সভাপতির নাম ঘোষণা হল। শুক্রবার সকালে সভাপতি পদে বিশালাক্ষ দেবের নাম চাউর হতেই কার্যকর্তা মহলে খুশির জোয়ার বইতে শুরু করে। দু সপ্তাহ ধরে ঝুলন্ত সিদ্ধান্তে বৃহস্পতিবার রাতে সিলমোহর দেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। তৃণমূলস্তর থেকে ওঠে আসা এক যুবকর্মীর উপর আস্থা রাখায় উচ্ছ্বসিত দলের নবীন ও প্রবীণ কার্যকর্তা-সহ দলীয় সমর্থকরা।

প্রসঙ্গত, গত ১৫ নভেম্বর কাটিগড়া মণ্ডল কমিটি পুনর্গঠন তথা নতুন সভাপতি মনোনীত করাকে কেন্দ্র করে চৌরঙ্গিতে সরস্বতী বিদ্যানিকেতনে এক সভা আহ্বান করা হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট পদে সাত দাবিদার হওয়ায় ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছিল না। সভাপতি পদ একটি, আর দাবিদার সাতজন থাকায় কাকে ছাড়ি কাকে রাখি, এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ায় জেলার কোর কমিটির উপরই দেওয়া হয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া দায়িত্ব। কিন্তু জেলার কোর কমিটির সভায়ও সভাপতি বাছাই করা সম্ভব হয়নি। পরে প্রদেশ কমিটি দলের সম্ভাবনাময় তরুণ বিশালাক্ষ দেবের উপরই আস্থা রাখে।

মণ্ডল সভাপতি পদে বিশালাক্ষের নেতৃত্বে কাটিগড়ায় সাংগঠনিক ভিত মজবুত হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন স্থানীয় বিজেপির নবীন ও প্রবীণ কার্যকর্তাবৃন্দ।

অপরদিকে শুক্রবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক ডেকে নবমনোনীত মণ্ডল সভাপতি বিশালাক্ষ দেব (বাবলা) বলেন, তিনি তৃণমূল স্তরে দলীয় সদস্য হিসেবে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। পরবর্তীতে দলের কাটিগড়া গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি) সদস্য, এর পর জিপি-র সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক, জিপি সভাপতি হিসেবে কাজ করার পর লাগাতার ছয় বছর কাটিগড়া মণ্ডল যুবমোর্চা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন। মিশন ২০২১-এ কাটিগড়া আসন বিজেপিকে উপহার দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। ২০২১-এর নির্বাচনে যিনিই দলীয় প্রার্থী হবেন তাঁকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকারবদ্ধ তিনি, জানান নব মনোনীত মণ্ডল সভাপতি বিশালাক্ষ দেব। বলেন, গুরুজনদের আশীর্বাদ ও সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে আগামী তিনবছর দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প নিয়ে অহোরাত্র কাজ করছেন। তাঁকে যে আজ কাটিগড়া মণ্ডলের গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এর জন্য দলীয় সকল কার্যকর্তা, প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, কাছাড় জেলা সভাপতি কৌশিক রাই, বরাক উপত্যকার সাংগঠনিক সম্পাদক নিত্যভূষণ দে, শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায়, বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন, দক্ষিণ কাটিগড়া জেলা পরিষদ সদস্য অসীম দত্তকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তিনি। এছাড়া সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করেন মণ্ডল সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সজলকান্তি দেব, অপূর্ব দাস, কাজল দাস।

রাতুল পুরীর জামিন আবেদনের শুনানির জন্য ইডিকে নোটিশ আদালতের

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কমলনাথের ভাগ্নে তথা ৩৫৪ কোটি টাকার ব্যাঙ্কে আর্থিক কেলেঙ্কারি মামলায় অভিযুক্ত রাতুল পুরী দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে জামিনের আবেদন করেন। রাতুল পুরীর জামিনের আবেদনের শুনানির জন্য আদালত ইডিকে নোটিশ দিয়েছে। আদালত ইডিকে আগামীকাল ৩০ নভেম্বরের মধ্যে তাদের জবাব দাখিল করার নির্দেশ জারি করেছে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৩০ নভেম্বর হবে। গত ১৭ অক্টোবর ইডি রাতুল পুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করে। চার্জসিটে রাতুল পুরী ছাড়াও মোজর বায়ের কোম্পানির বিরুদ্ধেও অভিযোগপত্রে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, মোজর বায়ের কোম্পানির দুটি সংস্থা ভুয়ো নথির ভিত্তিতে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া থেকে ৩৫৪ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল। রাতুল পুরী স্বয়ং মোজর বায়ের কোম্পানির পরিচালক ছিলেন। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া তার বিরুদ্ধে ৩৫৪ কোটি টাকা জালিয়াতির মামলা করেছে। এই মামলায় রাতুল পুরীর বাবা দীপক পুরী, নীতা পুরী, সঞ্জয় জৈন ও বিনীত শর্মার বিরুদ্ধেও মামলা করা হয়েছে। রাতুল পুরী অগাস্তা ওয়েস্টল্যান্ড কেলেঙ্কারি মামলায়ও অভিযুক্ত এবং বর্তমানে তিনি বিচারাধীন বন্দি রয়েছেন।

ভোট না হলে আর উন্নয়ন নয় মুরারইয়ে হুমকি অনুব্রত মণ্ডলের

মুরারই, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : মন্ত্রীর গ্রামের বুথে ভোট নেই কোন? আর কাজ নয়, ২১-এর ভোট দেখে কাজ হবে। মুরারইয়ের পলশার মাঠে অনুব্রত মণ্ডলের হুমকি।

এদিন দলীয় বুথ ভিত্তিক সম্মেলনে অনুব্রত বুথ সভাপতিকে প্রশ্ন করেন, আমডোল পঞ্চায়েতের কলহপুর গ্রামের ১৯৫ বুথে ১৬৯ ভোটে হারলেন কেন? ওখানে কি কাজ হয় নি?

তার উত্তরে বুথ সভাপতি জানান, মন্ত্রী চন্দ্র নাথ সিনহার গ্রাম হওয়ায়, ওখানে বেশি কাজ হয়েছে। তার উত্তরে অনুব্রত বলেন, মন্ত্রী বলে কিছু লাটসাহেব নন, এখন ওখানে কোন কাজ হবে না। ২০২১ সালের ভোটের রেজাল্ট দেখে কাজ হবে। তার পরে অবশ্য অনুব্রত বলেন, চন্দ্র নাথ সিনহার সাথে আমার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। কিন্তু কাজের জায়গা আলাদা। ওখানে ছেড়ে কথা বলবো না।

তার আগে মুরারই ১ ব্লকের নন্দীগ্রামে ব্লক সভাপতি আফতাব উদ্দিন কে প্রশ্ন করেন, নন্দীগ্রামে ৫ টি বুথে তৃণমূল হারলো কেন? তার উত্তরে বুথ সভাপতি অনুব্রতকে জানান, দলীয় কোন্দলের কথা। অনুব্রত তৎক্ষণাৎ বোলপুর পার্টি অফিসে এসে বিষয়টি মেটানোর জন্য সবাইকে নির্দেশ দেন। মুরারই-১ ও ২ ব্লকে লোক সভা নির্বাচনে বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায় লিড দিলেও বেশ কিছু বুথে বিজেপি লিড পায়। সেখানে সিপিএমের ভোট বিজেপিতে সুইং করে। এই বুথ সম্মেলনে সেই জায়গা গুলো সারানোর চেষ্টা করে চলেছেন অনুব্রত। সাংগাঠনিক ত্রুটি ধরতে বুথ সভাপতি থেকে বুথের লোক ও সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছেন।

ওই ব্লকের ডুমুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য দিলীপ দাস জানান, ১১টা বুথে তৃণমূল বিজেপির কাছে হারে। আর সব বুথ গুলিতে হিন্দু প্রাধান্য। একইভাবে গোঁড়শা পঞ্চায়েতের ৩০, ৩১, ৩৫, ৩৬ নং বুথে যথাক্রমে ৪০৫, ৩৪৭, ৩০৭, ৪০৭ ভোটে তৃণমূল বিজেপির কাছে পিছিয়ে যায়। এই সব বুথই হিন্দু প্রধান। মুরারই ১ ব্লক সভাপতি বিনয় ঘোষকে ধমক দিয়ে তিনি বলেন, চোরা স্রোত বুঝি না লিড চাই। একইভাবে পলশার একটা বুথে ৬৬৫টি ভোটে তৃণমূল হারে। সব জায়গায় হিন্দুত্ববাদী চোরা স্রোতের কথা বুথ সভাপতিদের কথায় উঠে আসায়, ক্ষিপ্ত অনুব্রত বলেন, হেরে গেলেই চোরা স্রোত? হিন্দু হিন্দুর জায়গায়, মুসলিম মুসলিমের জায়গায়। এখানে হিন্দুত্ব কোথা থেকে আসে? এই হিন্দুত্ব থাকলে, আমরা তিনটি উপ নির্বাচনের মধ্যে একটা বিজেপির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারতাম না! কাজ করুন। মানুষের পাশে থাকুন।

গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে অসংগতি, বাতিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরীক্ষা, হয়রানের শিকার ছাত্রছাত্রী

গুয়াহাটি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সমস্ত কলেজে গত ২০ নভেম্বর থেকে স্নাতক (টিডিসি) পাসকোর্সের তৃতীয় ষাণ্মাসিক (থার্ড সেমিস্টার) পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। কিন্তু শুক্রবারের নির্ধারিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরীক্ষা শুরু হওয়ার প্রায় পনেরো মিনিট পর স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। কারণ প্রশ্নপত্রের অসংগতি। এ ঘটনায় ছাত্র সমাজে হাহাকারের সৃষ্টি হয়। চরম হয়রানের শিকার হয়েছেন তাঁরা।

গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যলয়ের অধীনস্থ রাজ্যের কলেজগুলিতে আজ ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় দুই পেপারের প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়। আজকের পরীক্ষায় এক পেপারের প্রশ্ন থাকলেও অন্য পেপারের প্রশ্ন ছিল না। বিষয়টি তখনই প্রকাশ্যে আসে যখন প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের বিতরণ করা হয়। প্রশ্নপত্র দেখে ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কলেজগুলির অধ্যাপক -অধ্যাপিকাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন।

মূলত আজকের পরীক্ষার বিষয় ছিল 'পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়া'। কিন্তু 'পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়া'র বদলে প্রশ্নপত্র তৈরি হয় 'ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন' বিষয়ে। ঘটনাটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নজরে নেওয়া হয়। অবশেষে বাধ্য হয়ে পরীক্ষা স্থগিত করে দেওয়া হয়ে শুরু হওয়ার ১৫ মিনিট পর। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই অদ্ভুত অসংগতি মেনে নিতে পারছেন না ছাত্রছাত্রীরা।

এ নিয়ে অনেকে হতাশা ও ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মতে, পরীক্ষা বাতিল হয়ে যাওয়া মানেই রেজাল্ট প্রকাশ করতে বিলম্ব। এদিকে ঘটনা প্রসঙ্গে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড় ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী বলেন, এই ভুলের উপযুক্ত তদন্ত করা হবে। দোষী ব্যক্তিকে উপযুক্ত শাস্তি পেতেই হবে। বাতিলকৃত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরীক্ষা আগামী ১০ ডিসেম্বর হতে পারে বলে জানান ড় চৌধুরী।

রোজভ্যালিকাণ্ডে এবার শুভ্রা কুণ্ডুর বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ ইডি-র

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : রোজভ্যালিকাণ্ডে এবার গৌতম কুণ্ডুর স্ত্রী শুভ্রা কুণ্ডুর বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। তাঁর বিমানবন্দরে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ইডি-র আবেদনের ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্রীয় অভিবাসন দফতর। শুভ্রা যাতে কলকাতা ছেড়ে যেতে না পারে, তার জন্য এই পদক্ষেপ বলে সূত্রের খবর।

গৌতম কুণ্ডুর স্ত্রী শুভ্রা রোজভ্যালির স্বর্ণবিপণিগুলির অন্যতম কর্তী। কয়েকমাস আগে রোজভ্যালির গয়না বিপণি অদ্রিজা জুয়েলারির শোরুমে হানা দিয়েছিল ইডি। সে সময়ই কোটি কোটি টাকার গরমিল পাওয়া যায় বলে খবর। এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের শুভ্রা কুণ্ডুকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আবেদনে সাড়া দেননি শুভ্রা দেবী। সূত্রের খবর, একাধিকবার সমন পাঠানো হলেও তদন্তকারীদের মুখোমুখি হননি তিনি। যার জেরে গত সপ্তাহে শুভ্রা কুণ্ডুর ফ্ল্যাটে অভিযান চালিয়েছিল ইডি। একইসঙ্গে নিউটাউন, রাজারহাট-সহ কলকাতার ৫টি জায়গায় তল্লাশি চালানো হলেও তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর পরিচারিকাকে প্রশ্ন করে তদন্তকারীরা বেশ কিছু তথ্য জানতে পেরেছিলেন বলে খবর। সেই সূ ধরে এবার শুভ্রা কুণ্ডুর বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করা হল।

বিজয় উৎসবকে কেন্দ্র করে সোনামুখীর গ্রামে তৃণমূল বিজেপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত সাত

বাঁকুড়া, ২৯ নভেম্বর (হি. স.) : তিনটি বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ের পর বিজয় উৎসবকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে সোনামুখীর মীনিকবাজারের কাস্টসাঙ্গা গ্রামে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।সংঘর্ষে উভয়পক্ষের সাত জন আহত হন।তাদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়, একজন বিজেপি কর্মীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার সন্ধ্যায়।তিনটি বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ের পর তৃণমূলের বিজয় মিছিল বের হয়।মিছিলে আবীর, বাজি ফাটানো হয়।বিজেপির অভিযোগ সেই সময় কয়েকজন তৃণমূল কর্মী বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালায়।আজ সকালে এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে গেলে জনা কুড়ি তৃণমূল দুষ্কৃতী বিজেপি কর্মীদের উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়।এই ঘটনায় কার্তিক বিদ, স্বর্ন খাওয়াস, বাউল খাওয়াস, হরিপদ গড়াই, অজয় রায় এর আঘাত গুরুতর, বাকী দুজন বিজেপি কর্মীদের প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

স্থানীয় বিজেপি নেতা মন্টু ঘোষ জানান উপনির্বাচনে জয়ের পর তৃণমূলের লোকজন বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা শুরু করেছে, বাজার থেকে ফেরার পথে কয়েকজন সব্জী বিক্রেতাদের মারধোর করা হয়।এই ঘটনায় গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে, আমরা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানাবো। অপরদিকে তৃণমূলের পাল্টা অভিযোগ বিজয় মিছিল করার জন্য বিজেপি তৃণমূল কর্মীদের মারধর করে।তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শ্যামল সাঁতরা বলেন বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ের পর বিজয় উৎসব করার জন্য বিজেপি তৃনমূল কর্মীদের মারধর করে এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চাইছে।বিজেপির হামলায় কয়েক জন তৃণমূল কর্মী আহত হয়েছেন।এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সোনামুখি থানার পুলিশ।

বাংলাদেশের চট্টগ্রামের গ্যাস লাইনে বিস্ফোরণের ঘটনায় আরও একজনের মৃত্যু

ঢাকা, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : বাংলাদেশের চট্টগ্রামের গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণের ঘটনায় শুক্রবার আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এ ঘটনায় মারা গেল আটজন। নিহত তরুণীর নাম তৃষা। তিনি নগরীর ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বিবিএর শিক্ষার্থী ছিলেন।

গত ১৭ নভেম্বর চট্টগ্রামের পাথরঘাটার ব্রিকফিল্ড রোডে বড়ুয়া ভবনে গ্যাস লাইন বিস্ফোরণে দেয়াল ধসে এক শিশুসহ সাতজন মারা যান। ওই ঘটনায় শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ওই তরুণী। এ সময় একজন দগ্ধসহ আহত হন আরও ১০ জন।

এই ঘটনার তদন্তে নাম জেলা প্রশাসন, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন ও মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে তিনটি পৃথক কমিটি গঠন করেও ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।

সারদা চিটফাণ্ড মামলা সিবিআই-আর্জিতে রাজীব কুমারকে সুপ্রিম কোর্টের নোটিশ

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): সারদা চিটফাণ্ড মামলায় কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে জামিন প্রদান করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। কিন্তু, রাজীব কুমারের জামিন খারিজের আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল সিবিআই। শুক্রবার সিবিআই-এর আর্জির শুনানি শেষে রাজীব কুমারকে নোটিশ পাঠিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত।

রাজীব কুমারের আগাম জামিন মঞ্জুর করেছে কলকাতা হাইকোর্টঊ এরপর গত ৪ অক্টোবর সিবিআই-এর পক্ষ থেকে রাজীব কুমারের জামিনের বিরোধিতা করে আবেদন জানানো হয় শীর্ষ আদালতে। গত ২৫ নভেম্বর প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্জে রাজীব মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিলঊ কিন্তু, ওই দিন পিছিয়ে দেওয়া হয় রাজীবের জামিন সংক্রান্ত মামলার শুনানি। এরপর শুক্রবার সিবিআই আর্জির প্রেক্ষিতে রাজীব কুমারকে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট।

কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার সারদা-সহ একাধিক চিটফান্ড মামলার প্রমাণ লোপাট করেছেন। শীর্ষ আদালত থেকে শুরু করে কলকাতা হাইকোর্ট ও নিম্ন আদালতেও একাধিকবার হলফনামায় এই দাবি করেছে সিবিআই। পাশাপাশি তথ্যবিকৃতি এবং সিবিআই-কে তদন্তে অসহযোগিতা করার অভিযোগ এনেছে সিবিআই।

নির্বাচনী হলফনামায় তথ্য গোপন : দেবেন্দ্র ফড়ণবিশকে তলব নাগপুর আদালতের

নাগপুর, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রিত্ব হারানোর পর আরও চাপে মহারাষ্ট্রের সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি বিধায়ক দেবেন্দ্র ফড়ণবিশঊ নির্বাচনী হলফনামা জমা দেওয়ার সময় দু'টি ফৌজদারী মামলার তথ্য গোপন করায় দায়ে মহারাষ্ট্রের সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশকে সমন পাঠিয়েছে নাগপুর আদালত। শুক্রবার নাগপুর (সদর) পুলিশ ইন্সপেক্টর মহেশ বানসোড়ে জানিয়েছেন, নির্বাচন সংক্রান্ত হলফনামায় দু'টি ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত তথ্য গোপন করার অভিযোগে নিম্ন আদালত কর্তৃক জারি করা সমন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

দেবেন্দ্র ফড়ণবিশের বিরুদ্ধে ১৯৯৬ ও ১৯৯৮ সালে দু'টি ফৌজদারী অপরাধের অভিযোগ রয়েছেঊ অভিযোগ, মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের হলফনামা জমা দেওয়ার সময় ওই দু'টি অপরাধের তথ্য গোপন রাখেন ফড়ণবিশ। তথ্য গোপন রাখার অপরাধে ফড়ণবিশের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ফৌজদারী প্রক্রিয়া চালু করা হোক, এই মর্মে নাগপুরের স্থানীয় আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন নাগপুরেরই আইনজীবী সতীশ উকেঊ নিম্ন আদালত প্রথমে উকে-র আবেদন খারিজ করে দেয়। পরে বম্বে হাইকোর্টে মামলাটি উঠলে নিম্ন আদালতের রায়কেই বহাল রাখেঊ মামলাটি শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে গড়ায়। গত ১ অক্টোবর সতীশের মামলাটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিম্ন আদালতকে নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। চলতি মাসের ৪ তারিখ আদালত জানায়, তথ্য গোপন ফৌজদারী মামলা হিসেবেই গণ্য করা হচ্ছেঊ এরপরই নাগপুরের বিধায়ক ফড়ণবিশের বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করে আদালত।

আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে শুক্রবার ধর্না আন্দোলন সংগঠিত করেছে ইন্ডিয়ান ফার্মাসিস অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা শাখা। ছবি-নিজস্ব।

Ref :- Airport ps case no- 2019 ARP 108 of 24-11-2019, U/s- 363 of IPC

পাশের ছবি দুটি কুমারী সুতপা দেব, পিতা শ্রী স্বপন দেব সাং অনঙ্গ নগর থানা এয়ারপোর্ট পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স ১৬ বছর উচ্চতা- ৪ ফুট ৫ ইঞ্চি গায়ের রঙ ফর্মা, পরনের স্কার্ট, ব্লাউজ। আসামী শ্রী সঞ্জিব সরকার পিতা- শ্রী কিংকর সরকার সাং অননঙ্গ নগর থানা- এয়ার পোর্ট পশ্চিম ক্রিরা। বয়স ১৬ বছর উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, গায়ের রঙ ফর্সা পরনের হাফ সার্ট এবং ফোল পেন্ট। গত ২৪/১১/ ২০১৯ ইং তারিখ আনুমাকি সকাল ৭টা ৩০ মিঃ সময়ে উপরের উল্লেখিত মোকদ্দমায় অপরাধি শ্রী সঞ্জিব সরকার উক্ত মেয়ে টিকে নিয়ে যায়। অনেক খোঁজা খুঁজি করার পর ও তাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।
উপরের উল্লেখিত মেয়ে এবং ছেলের সম্বন্ধে কাহার ও কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানা ও ফোন নম্বরে যোগাযোগের জন্য অনুরোধধ রইল।
১) পুলিশর সুপার পশ্চিম ত্রিপুরা- ০৩৮১-২৩২ ৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল- ০৩৮১- ২৩২ ৫৭৮৪/১০০
৩) এয়ার পোর্ট থানা ০৩- ২৩৪-২৫৪

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D/1326/19-20

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

যখন তখন ওষুধ খাচ্ছেন পরিনাম জানেন তো !

আমাদের ব্যস্ত জীবনে নিজেকে নিয়ে ভাবার সময় খুব কম। এদিক সেদিক আপনাকে দৌড়াতে হয়, শরীরের দিকে একমদই যত্ন হয় না। অনিয়ম আর বেখেয়ালে শরীর ভেঙে পড়তে থাকে, বিভিন্ন ব্যথা, জড়তা শরীরে বাসা বাঁধে। খাওয়া-ঘুম সময়মতো এবং পর্যাপ্ত হয় না বলেই শারীরিক সমস্যা চলতেই থাকে। সমস্যা হলো, ভুগতে ভুগতে ভাবলেন আপনি তো পিছিয়ে পড়ছেন। তখনই মনে হলো আপনার চিকিতসা দরকার। চিকিতসকের কাছে যেতে হলে সময় দরকার, টাকাপয়সাও খরচ করতে হবে। আর চিকিতসক যে ওষুধ দেবে তা তো আপনিও জানেন। ফলে কী করলেন, নিজেই ফার্মেসি থেকে কিনে ইচ্ছামতো পাতাভরে ওষুধ খেয়ে ফেললেন। হয়ত সুস্থবোধ হলো, ফলাফলটা কী হলো সেটা কি ভাবলেন?এই যে না বুঝে শুনে ব্যথা হলে, জ্বর হলে, সর্দিকাশি বা উচ্চরক্তচাপে নিজে ওষুধ কিনে খাওয়ার অভ্যাস আমাদের অনেকেরই। যখন তখন যেকোনো ওষুধ খেয়ে বসলে রোগ না কমে বরং বেড়ে যেতে পারে। একজন চিকিতসকই ভালো করে বলতে পারবেন যে কোন ওষুধের কী কাজ, সেটা কাকে কখন দেওয়া যাবে। নিজে ওষুধ খেলে এসব বিবেচনা করা সম্ভব নয়। তাই পার্শপ্রতিক্রিয়ার আশঙ্কাও বেশি। ব্যথার ওষুধ না জেনে খেলে শরীরের অন্দরে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। এই ওষুধই কখনো বিষ হয়ে ধরা দেবে, টের পাবেন না।কী কী সমস্যা হতে পারেআমরা ভাবি ভিটামিন ''এ'' বা কৃমির ওষুধ নিজে থেকে খেলে বুঝি কিছু হয় না। কিন্তু এগুলোর মতো সাধারণ ওষুধ গর্ভের শিশুর মারাত্মক ক্ষতি করে। লিভারের রোগীর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ হতে পারে মারাত্মক ক্ষতির কারণ।মোটা হয় না বলে অনেকেরই অনেক কষ্ট থাকে। মোটা হওয়ার জন্য স্টেরয়েড ওষুধ খান অনেকে। এর ফলে মারাত্মক কুশিং সিনড্রোমে (কর্টিসল হরমোনের নিয়ন্ত্রণহীন বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত সকল সমস্যা) আক্রান্ত হন। এটা বয়ে বেড়াতে হয়। আবার হুট করে চিকিতসকের পরামর্শ ছাড়া এই ওষুধ বন্ধ করে দিলেও অনেক বিপদ হতে পারে।গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় আন্দাজে দিনের পর দিন ওষুধ খেয়েই চলেছেন। কিন্তু সাধারণ গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ ওমিপ্রাজল না বুঝে এক বছরের বেশি খেলে অস্টিওপোরোসিস বা হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এছাড়া এটি পাকস্থলীতেও সমস্যা করতে পারে। আলসার, ডায়রিয়ার মতো সমস্যা বেশি হয় আপনার অজান্তেই।জ্বর-সর্দি আর গায়ে ব্যথায় প্যারাসিটামল সবাই খায়। প্যারাসিটামলের মূল নাম এসিটামিনোফ্যান, বড় কোনও পার্শপ্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু যখন তখন বেশি করে খেলে এটি যকৃত অকার্যকর করে দিতে পারে। যাদের আগে থেকে যকৃতে সমস্যা আছে, মদ্যপান বেশি করেন, অন্যান্য ওষুধ খান-তাঁদের জন্য এই প্যারাসিটামল বিপর্যয় আনতে পারে। বিভিন্ন ব্যথার রোগীরা নিয়মিত ব্যথানাশক খান। এতে কিডনি বিকল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ব্যথানাশকে পাকস্থলীর আলসার হয়, রক্তক্ষরণও হতে পারে।হাড় ক্ষয় কমাতে আর হাড় মজবুত করতে ক্যালসিয়াম খাওয়ার প্রবণতা আমাদের রয়েছে। বিশেষ করে মধ্যবয়স্ক ও বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে। কিন্তু ক্যালসিয়াম দীর্ঘদিন খাওয়ার ফলে হৃদরোগ-স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়তে পারে, কিডনিতে পাথরও হতে পারে।আবার এমন অনেক ধরনের ওষুধ আছে যেগুলো না বুঝে খেলে রক্তচাপ বেড়ে যায়, স্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়ে। এছাড়াও এমন অনেক ওষুধ আছে যেগুলো না জেনে খেলে অ্যালার্জি হতে পারে।মাথায় রাখুন কিছু বিষয়১. বিশেষ অবস্থায় (যেমন গর্ভাবস্থায়, লিভার বা কিডনির রোগে) সাধারণ ওষুধ বা প্রেসক্রিপশন ছাড়া পাওয়া যায়, তাও চিকিতসকের পরামর্শেই ব্যবহার করতে হবে। শুধু ফার্মাসিস্টের কাছ থেকে ওষুধ কেনা উচিত। কেনার সময়ে আগে মেয়াদ দেখে নিন।২. চিকিতসক ওষুধের যে নিয়ম বলে দেবেন (কতটুকু ওষুধ খেতে হবে, সেটা কতক্ষণ পরপর, কতদিন খেতে হবে, খাবার আগে না পরে খাবেন) তা মেনে ওষুধ খাবেন। ব্যবস্থাপত্র ছাড়াও সেটা অন্য কোথাও আপনার বোঝার সুবিধার্থে সহজ করে লিখে রাখুন। অন্যের সাহায্য নিতে পারেন। নিজে থেকে ওষুধের কোনো মাত্রাই পরিবর্তন করবেন না।৩. অনেকে একবার চিকিতসকের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে বার বার সেটা দেখিয়ে ফার্মেসি থেকে ওষুধ কেনেন। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, প্রথম ব্যবস্থাপত্রে যে ওষুধ যতদিন খেতে বলা হয়েছে, ততদিনই খাওয়া যাবে। আবার সেই একই অসুখ হলেও ঐ ওষুধ কাজ নাও করতে পারে।৪. সামান্য রোগে উতলা হয়ে ব্যথা বা যন্ত্রণা কমাতে ওষুধ খেয়ে নেবেন না। আর রোগ সেরে গেছে ভেবে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া যাবে না। সুস্থ হয়ে গেলেও ওষুধের পুরো কোর্স সম্পন্ন করতে হবে। কোনো সমস্যা হলে চিকিতসকের পরামর্শ নিন।৫. একই সঙ্গে অ্যালোপ্যাথিক বা অন্যান্য পদ্ধতির চিকিতসা চললে তা চিকিতসককে অবশ্যই জানাবেন। আর যে ওষুধ যেভাবে সংরক্ষণ করতে বলা হবে, সেভাবেই করবেন। ফ্রিজে বা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা উল্লেখ করে দিলে সেভাবেই রাখবেন।৬. ফার্মেসিতে অনেক সময় প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধ না দিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে অন্য কোম্পানি বা একই ধরনের ওষুধ দিয়ে দেন। এটা কখনই মেনে নেবেন না। চিকিতসক যা দেবে, আপনি সেটাই কিনবেন।

বিগবসের ঘরেই ''মিটু'', দেবলীনার নিশানায় সিদ্ধার্থ

মুম্বই: বিতর্ক ছাড়া রিয়্যালিটি শো বিগ বস অসম্পূর্ণ। বিগ বস সিজন ১৩-ও বিতর্কে পিছিয়ে নেই। এই সিজনের অন্যতম জনপ্রিয় প্রতিযোগী সিদ্ধার্থ শুক্লা ও দেবলীনা ভট্টাচার্য। সম্প্রতি একটি টাস্ক ঘিরে দুজনের মধ্যে বচসা খুব খারাপ জায়গায় পৌঁছয়।টাস্কটি ঘিরে প্রথম থেকেই দুই দলের মধ্যে সমস্যা লেগেছিল। কিন্তু পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় যখন সিদ্ধার্থ শুক্ল টাস্ক চলাকালীন দেবলীনাকে স্পর্শ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার প্রতিবাদ করেন দেবলীনা। এমনকী, দেবলীনা টাস্কের সময়ই হুঁশিয়ারি দেন, তিনি সিদ্ধার্থের নামে মিটু অভিযোগ আনবেন। এর পরেই দুজনের মধ্যে বচসা আরও খারাপ জায়গায় পৌঁছয়। এছাড়াও সিদ্ধার্থ তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ দেবলীনার।বিগবসে এর আগেও বিভিন্ন বিষয়ে ধৈর্য হারিয়েছেন তিনি দেবলীনা ভট্টাচার্য। কিছুদিন আগে বিগবসের আর এক প্রতিযোগী শেহনাজ গিলের সঙ্গেও বচসা জড়ান তিনি।

পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে দেবলীনা শেহনাজকে চড় পর্যন্ত মারেন। শেহনাজও তাঁকে ফিরে মারতে যান। সেই পরিস্থিতি সামাল দেন আরতি সিং। একটি টাস্ককে ঘিরেই এই ঘটনা ঘটে। ফলে বিগবসকে ততক্ষণাত এই টাস্ক বন্ধ করতে হয়।তবে সিদ্ধার্থও অন্যান্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে একাধিকবার দুর্ব্যবহার করেছেন।

সেই জন্য নেটিজেনদের কাছে অনবরত সমালোচিত হচ্ছেন তিনি। তবে বিগবস এখনও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করেনি।এই বিগবসের অন্যান্য জনপ্রিয় প্রতিযোগীদের মধ্যে রয়েছেন রশমি দেসাই, পরস ছাবড়া, মাহিরা শর্মা। এই সিজনে সলমন খানের সঙ্গে সহ-সঞ্চালিকা হিসেবে রয়েছেন আমিশা পটেল।

যে শহরে সেলফি স্টিক নিষিদ্ধ !

ইদানীং সেলফি হাওয়ায় ভেসে বেড়ান অনেকেই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিত্যনতুন সেলফি আপলোড করে আলোচনা সমালোচনায়ও আসছেন। আবার ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় সেলফি তুলতে গিয়ে মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর ঘটনাও ঘটেছে। যদিও এসবের কারণে সেলফি তোলা থেমে নেই তবে ইতালির এক শহরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেলফি স্টিক।হ্যাঁ ইতালির মিলান শহরে সেলফি স্টিক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ওই শহরে সেলফি স্টিকের পাশাপাশি কাচের বোতল এবং খাদ্যবোঝাই ট্রাকও চলাচল নিষিদ্ধ। মূলত পাবলিক প্লেসে এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। শহরটিতে উগ্র আচরণ নিয়ন্ত্রণে, নিরাপত্তার স্বার্থে এই নিয়মগুলো জারি হয়েছে।বর্তমানে গ্রীষ্মকালে সাময়িকভাবে যা কার্যকর থাকছে (১৩ আগস্ট পর্যন্ত)। প্রতিক্রিয়া দেখে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।সেলফি স্টিকের মতো এক্সটেনশন পোলগুলো অতিথিদের নিরাপত্তার জন্য চিন্তার কারণ হওয়ায় তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এগুলো টেনে লম্বা করার কারণে তা পর্যটকদের জন্য সমস্যার হতে পারে। এসব স্টিক কোথাও লেগেও দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে।নতুন দুটি অ্যাকশন ক্যামেরা বাজারে ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছে গোপ্রো। ১৫ ও ২৪ অক্টোবর বাজারে ছাড়া হবে যথাক্রমে নতুন হিরো ৮ ব্ল্যাক এবং ম্যাক্স।সেলফি স্টিক বা অন্য যেকোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত করার জন্য নিজস্ব মাউন্ট থাকছে গোপ্রো হিরো ৮ ব্ল্যাকে। এখন থেকে আলাদা ফ্রেমের প্রয়োজন পড়বে না। ফোরকেসহ উচ্চ মানের রেজল্যুশনে ভিডিও ধারণ করতে পারে ক্যামেরাটি। এ ছাড়া গোপ্রোর দ্বিতীয় প্রজন্মের ডিজিটাল স্ট্যাবিলাইজেশন প্রযুক্তি হাইপারস্মুদ ২.০ সংস্করণে ভিডিও করার সময় ক্যামেরা নড়লেও ভিডিও চিত্রে তার প্রভাব পড়বে না। ক্যামেরাটির টাইমওয়ার্প সুবিধাও হালনাগাদ করা হয়েছে। তবে লেন্স বদল করার সুযোগ নেই এতে। এর বদলে নতুন নকশায় শটগান মাইক, ভ্লগিংয়ের জন্য ডিসপ্লে এবং এলইডি লাইটের মতো বিভিন্ন আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ সুবিধা যুক্ত করার সুবিধা থাকছে। গোপ্রো যাকে বলছে মড।

প্রিয়াঙ্কার ব্যান্দ্রার ফ্লাটে শাহিদ

প্রেসকার্ড নিউজ ডেস্ক ; সম্প্রতি ''নো ফিল্টার নেহা''-তে হাজির হন শাহিদ কাপুর। সেখানেই তাঁকে প্রাক্তন বান্ধবী প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। প্রাক্তন বান্ধবী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া কীভাবে নিক জোনাসের সঙ্গে তাঁর সংসার টিকিয়ে রাখবেন, এমন প্রশ্নই করা হয় শাহিদ কাপুরকে।যার উত্তরে শাহিদ বলেন, প্রিয়াঙ্কা এবং নিক দু''জনে পৃথক পৃথক জায়গা থেকে এসেছেন। তাই একে অপরকে আরও ভালভাবে বোঝা উচিত বলে মন্তব্য করেন শাহিদ। প্রসঙ্গত, ''কামিনে''-র শ্যুটিংয়ের সময় থেকেই নাকি প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং শাহিদ কাপুর ''ডেট'' শুরু করেন। যদিও কেউ কখনও তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে মুখ খোলেননি। এমনকী, শাহিদ-প্রিয়াঙ্কা একে অপরের ভাল বন্ধু বলেই বার বার দাবি করেছেন শাহিদ কাপুর এবং প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। প্রসঙ্গত ২০১১ সালের ২৫ জানুয়ারি প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার মুম্বইয়ের ব্যন্দ্রার ফ্লাটে হাজির হয় আয়কর দফতর। জানা যায়, ওই সময় প্রিয়াঙ্কার ফ্লাটে ছিলেন শাহিদ কাপুর। আয়কর আধিকারিকদের সামনে পড়ে ওইদিন দুজনেই চমকে যান। ওই সময় প্রিয়াঙ্কার ফ্লাট ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারেননি শাহিদ। ফলে আয়কর আধিকারিকদের তল্লাসির সময় সেখানে বেশ কিছুক্ষণ ছিলেন শাহিদ কাপুর। যে খবর প্রকাশ্যে আসার পর জোর শোরগোল শুরু হয়ে যায়।

মেকাপের দুর্বলতা ছাড়িয়ে নজর কাড়ে অভিনয়ের দক্ষতা, সন্ড কী আঁখ

গল্পঃ সত্য ঘটনা অবলম্বণে তৈরি এই ছবির পরতে পরতে মিশে রয়েছে এক না বলা গল্পের রেশ। দুই বৃদ্ধা বন্দুকবাজদের গল্প নিয়েই তৈরি সন্ড কি আঁখ ছবি। ষাঠ বছরের বেশি বয়সের দুই বৃদ্ধার অনবদ্য লক্ষ্যভেদের ইতিহাসই তুলে ধরল এই ছবি।

শুধথু দুই বৃদ্ধাই নয়, তাঁরা তাঁদের নাতনীদেরও নিশানায় পাক্কা তৈরি করতে উঠে পড়ে লাগেন। কিন্তু এক সময় এই রহস্য আর গোপন রাখা সম্ভব হয় না, তখনই বদলে যায় গল্পের মোড়।অভিনয়ঃ অনবদ্য তাপসী পান্নু ও ভুমি পেডনেকরের অভিনয়। দুই নায়িকাই একে অন্যকে টেক্কা দিয়ে পর্দায় ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। গল্পের উদর্দে গিয়েই অভিনয়ের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন তাঁরা। গৃহ বধূ থেকে শুরু করে বন্দুক বাজ, প্রতিটি বয়সের ভাঁজেই তাঁরা যেন পার্ফেক্ট।চিত্রনাট্যঃ ছবির চিত্রনাট্য খুব যত্নের সঙ্গে তুলে ধরা হয়। উত্তরপ্রদেশে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার একটি ছাপ চোখে পড়ে এই ছবিতে। যেখানে মেয়েদের সমাজে পরিচিতি বলে কিছু থাকে না। কেবল মাত্র ওড়নার রঙ দিয়েই কেটে যেত একটা মেয়ের জীবন। এমনই এক পরিবার থেকে উঠে এসে ঘুড়ে দাঁড়ানোর গল্প বলে এই ছবি।সিনেম্যাটোগ্রাফিঃ সিনেম্যাটোগ্রাফি অনবদ্য। ক্যামেরার কাজ নিয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই। তবে মেকাপ আরও একটু ভালো হতে পাড়ত। অধিকাংশ সময়ই দেখে মনে হয় জোর করে মেকাপ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও ছবির এই খামতিকে শক্ত হাতে কাটিয়ে উঠেছেন তাপসী ও ভুমি। গল্প কোথাও গিয়ে যেন খানিক দর্শকদের এক পেশে মনে হতে পারে। তবে তা যে অনুপ্রেরণা যোগাতে সক্ষম, সেই বিষয় কোনও দ্বিমত নেই।পরিচালনাঃ ছবির পরিচালনায় বিশেষ কোনও খামতি রাখেননি পরিচালক। অনবদ্য গল্প বলার ধরন। ছবির দুই অর্ধে খুব সুক্ষ্ম ভারসাম্য ধরে রাখা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের ঘরোয়া পরিবেশ থেকে শুরু করে গ্রামীণ মানুষদের চিত্রায়ণ বেজায় সকলের নজর কাড়ে। তবে গল্পকে আরও একটু ফিল্মি কায়দায় তুলে ধরতে গিয়ে মাঝে মধ্যে বিষয়বস্তু থেকে খানিক সরতে হয়েছে পরিচালককে।

প্রতিদিন একমুঠো বাদাম আপনাকে কিভাবে সুস্থ রাখবে

সুস্থতার জন্য প্রতিদিন বাদাম খেতে পারেন। এতে প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ, ভিটামিন বি৩, ফলিক অ্যাসিড ও প্রোটিন রয়েছে। কাঁচা বাদামের চেয়ে ভেজে খাওয়া বাদামে পুষ্টিগুণ আরও বেশি। তাই প্রতিদিন বাড়তি টাকা খরচ করে অস্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস না খেয়ে, বাদাম খান নিশ্চিন্তে।বাদামজেনে নিন বাদাম কীভাবে সুস্থ রাখবে আপনাকে-হৃদপিণ্ডের সুস্থতার জন্যবাদামে প্রচুর পরিমাণে মনো আন স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে, যা হৃদপিণ্ডের জন্য খুব উপকারি। ভেজে নিলে এতে পলিফেনলের পরিমাণও বেশি হয়। বাদামে থাকা ভিটামিন ই, ফলিক অ্যাসিড, নিয়াসিন ও ম্যাঙ্গানিজ হার্টের জন্য খুব ভালো। এতে কো এনজাইম কিউটেন-এর পরিমাণ অনেক, যা আপনাকে হৃদরোগ থেকে দূরে রাখবে। স্মৃতিভ্রংশ প্রতিরোধেআলবেইমার মানে স্মৃতি নষ্ট হয়ে যাওয়া। আর এই রোগ নিরাময়ে বাদাম উপকারি। এতে

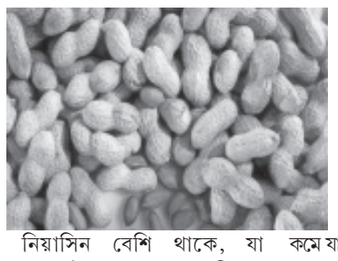

নিয়াসিন বেশি থাকে, যা আলবেইমার রোধ করে ও মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়ায়।গলব্লাডারের পাথর রোধেবাদামে প্রচুর প্রোটিন থাকে। গবেষকরা বলেছেন, নিয়মিত বাদাম খেলে তা গলব্লাডারের পাথর হওয়া রোধ করে।শারীরিক বিকাশে প্রয়োজনীয়দুর্বল স্বাস্থ্য ও কম ওজন যাদের, তারা নিয়মিত বাদাম খেতে পারেন। উঠতি বয়সী শিশুদের জন্যও বাদাম খুব উপকারি, কারণ এতে প্রচুর অ্যামাইনো অ্যাসিড রয়েছে।শরীরের টক্সিন দূর করতেবাদামে প্রচুর পরিমাণে আঁশ থাকে। আর তাইশরীর থেকেটক্সিন অর্থাত ক্ষতিকারক উপাদান বের করে ওজন কমাতে সাহায্য করে বাদাম।গর্ভবতী নারীদের জন্যগবেষণায় দেখা গেছে, গর্ভবতী নারীরা নিয়মিত বাদাম খেলে, তাদের সন্তানের অ্যাজমা হওয়ার আশংকা কমে যায়।হতাশা কমাতেআপনি যদি হতাশায় ভোগেন, তাহলে বাদাম খান। এতে আছে ট্রিপটোফান, যা সেরোটনিন মুক্ত করে হতাশা দমনে সাহায্য করে।এছাড়া পাকস্থলির ক্যানসারসহ বিভিন্ন ধরনের ক্যানসার ও স্ট্রোক রোধে বাদাম খুব উপকারি। তাই প্রতিদিন এক মুঠো বাদাম খান, সুস্থ থাকুন।

ব্যোমকেশের সত্যবতী লিগে নতুন সংযোজন ইশা !

ফের তৈরি হচ্ছে ব্যোমকেশ। বড়পর্দা নয় ওয়েব সিরিজেও যে সত্যান্বেষীর জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। হইচইয়ে তো ব্যোমকেশের সিরিজ ছিলই, এবার আড্ডা টাইমসও নিয়ে আসছে ব্যোমকেশ বক্সীকে। সেই সঙ্গেই সত্যবতীর তালিকায় নতুন নাম জুড়ে গিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, ইশা সাহাকেই সত্যবতীর চরিত্রে বেছে নিয়েছেন নির্মাতারা। ব্যোমকেশের ভূমিকায় দেখা যাবে গৌরব চক্রবর্তীকে। কিন্তু অজিত কে করছে সে বিষয়ে এখনই কিছু জানা যায়নি।এর আগেও টেলিভিশনের পর্দায় ব্যোমকেশ রূপে দেখা গিয়েছে গৌরবকে। কিন্তু এই টিমে নতুন মুখ ইশা। হইচইয়ে অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে দর্শক দেখে সত্যান্বষেণ করতে, সেই সিরিজগুলোতে সত্যবতীর ভূমিকায় দেখা যায় ঋদ্ধিমা ঘোষকে। তবে মনে করা হচ্ছে ব্যোমকেশ-সত্যবতীর নতুন জুটিকে দেখতে পাবে দর্শক। সিরিজটি পরিচালনা করবেন অভিনন্দন দত্ত।ব্যোমকেশ নিয়ে ছোটপর্দা ও বড়পর্দায় প্রচুর কাজ হয়েছে। আবির চট্টোপাধ্যায়, যিশু সেনগুপ্ত, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, গৌরব চক্রবর্তী এবং সম্প্রতি পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে দেখা গিয়েছে ব্যোমকেশ বক্সীর ভূমিকায়। হইচইয়ে বেশ কয়েকটি গল্প দেখেছে দর্শক। তবে আড্ডা টাইমস ঠিক কোন কোন গল্প নিয়ে কাজ শুরু করবে সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।হইচইয়ে শুরু হতে চলেছে ব্যোমকেশ সিরিজের পঞ্চম ইনস্টলমেন্ট। তবে ইশা এর আগে ওয়েব প্ল্যাটফর্মে কাজ করলেও পিরিয়ড সিরিজে প্রথমবার নাম লেখাতে চলেছেন। সামনেই মুক্তি পাবে ইশার দুটি ছবি- অঞ্জন কাঞ্জিলালের পরিচালনায় ''সহবাসে'' এবং অর্জুন দত্তর ''অব্যক্ত''।

সাবেক ছিটমহলে ঢুকতে বাধা অপর্ণা-বোলানদের, ক্ষুব্ধ বিদ্বজ্জনরা

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: সাবেক ছিটমহলে ঢুকতে বাধা দেওয়া হল অভিনেত্রী অপর্ণা সেন, বোলান গঙ্গোপাধ্যায়-সহ বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবিদের। শনিবার কোচবিহার জেলার দিনহাটার করোলা নামক ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় গিয়েছিলেন অভিনেত্রী। তবে সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি তাঁদের। সাবেক ছিটমহলে ঢোকার চেষ্টা করলেই বাধা দেয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। আর এতেই বেজায় রেগে গিয়েছেন বুদ্ধিজীবিরা। নিজের দেশে গণ্ডীর ভিতর কেন কেউ অনায়াসে যাতাযাত করতে পারবেন না? প্রশ্ন তুলে প্রতিবাদে সরব হন অপর্ণা-বোলানরা।কেন ঢুকতে দেওয়া হল না? এই জায়গা তো ভারতের মধ্যেই পড়ছে, একজন নাগরিক নিজের দেশের যে কোনও জায়গায় ইচ্ছেমতো যেতে পারেন। দেশের স্পর্শকাতর কিছু এলাকায় অবশ্য শর্তসাপেক্ষে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে সেরকম কোনও সমস্যা না থাকলেও কেন সীমান্তরক্ষী বাহিনীরা বাধা দিলেন? প্রশ্ন তুলেছেন অভিনেত্রী তথা বুদ্ধিজীবী মহলের অন্যতম মুখ অপর্ণা সেন।

প্রসঙ্গত, সীমান্ত এলাকায় ভোটার আইডি কার্ড কিংবা যে কোনও ধরনের পরিচয়পত্র দেখিয়ে প্রবেশ করার অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু অপর্ণা সেনের মতো একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার তো কথা নয়! তিনি যে ভারতীয় নাগরিক, সেটাও আলাদা করে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তবুও কেন সাবেক ছিটমহলের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএসএফ জওয়ানরা বাধা দিলেন তাঁকে? এমন প্রশ্ন কিন্তু অনেকেই তুলেছেন।শনিবার বেলা নাগাদ বেশ কজন বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে অপর্ণা সেন গিয়েছিলেন সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলতে। রেশন কার্ড কিংবা একটা মানুষের যে বেঁচে থাকার জন্য জল-আলো-খাবারের মতো নানান প্রাথমিক চাহিদা থাকে, সেগুলো পেতে সেখানকার বাসিন্দাদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না, সেসব খোঁজ নিতেই মূলত তাঁরা গিয়েছিলেন দিনহাটার করোলা ছিটমহলে। তবে বিএসএফদের দ্বারা বাঁধাপ্রাপ্ত হওয়ায় প্রতিবাদে সরব হন অপর্ণা-বোলানরা।

অভিনয় থেকে অবসর নিতে চান অমিতাভ বচ্চন, ব্লগে কী লিখলেন বলিউড শাহেনশা

নিজের ব্লগে অভিনয় থেকে অবসরের ইচ্ছে প্রকাশ করেলন শাহেনশা অমিতাভ বচ্চন। এই মুহূর্তে অয়ন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ''''ব্রহ্মাস্ত্র'''' () ছবির শ্যুটিং করছেন বিগ বি অমিতাভ বচ্চন। যে ছবিতে অভিনয় করছেন রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট। সম্প্রতি ''ব্রহ্মাস্ত্র'' ছবির শ্যুটিংয়ের প্রয়োজনেই মানালি পৌঁছেছেন বিগ বি। এই প্রসঙ্গেই বিগ বি লেখেন, ''''এই ছোট্ট অথচ সুন্দর জায়গায় পৌঁছনোর জন্য আমার ১২ ঘণ্টা সময় লেগে গেল। এখানকার রাস্তা এক্কেবারেই ভালো নয়। এখানকার পরিবেশ থাকার ঘর সবকিছুই আলাদা। মনে হচ্ছে আমার এবার অবসর নেওয়ার সময় এসেছে। আমার মস্তিস্ক যা বলছে হাতের আঙুলগুলি তা মেনে এক্কেবারেই কাজ করছে না। তবে এটাকেই বার্তা হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে।''''সালটা ১৯৬৯, মৃণাল সেনের ''ভুবন সোম'' ছবির মাধ্যমেই সিনেমার দুনিয়ায় তাঁর পা রাখা। তবে অভিনেতা নয়, ''ভুবন সোম'' ছবিতে অমিতাভ বচ্চনের (ভূমিকা ছিল একজন ভয়েস ওভার আর্টিস্টের। ওই বছরই ''সাত হিন্দুস্তানি'' ছবির মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন শাহেনশা অমিতাভ। পরবর্তীকালে হিন্দি সিনেমা জগতে একের পর এক হিট সিনেমা দিয়ে এসেছেন। সিনেমার দুনিয়ায় কাটিয়ে ফেলেছেন টানা ৫০ বছর। তবে এবার তিনি মনে করছেন সিনেমার দুনিয়া থেকে হয়তবা তাঁর বিদায় নেওয়ার সময় এসেছে। সম্প্রতি, নিজের ব্লগে এমনই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন বিগ বি। মজার বিষয় হলেও ছুটির ফুরসত যে তিনি পাবেন না, তা একেবারে স্পষ্ট। কেননা ডিসেম্বরের আরও একটি ছবির শ্যুটিংয়ের জন্য বিদেশ যেতে পারেন অমিতাভ বচ্চন। তবে এখন মানালি ছেড়ে কোথাও নড়ছেন না তিনি। : বব বিশ্বাসের চরিত্রে অভিষেক বচ্চন! কেন বাদ পড়লেন শাশ্বত চ্যাটার্জিপ্রসঙ্গত, আগামী বছর বিগ বির বেশকিছু ছবির মুক্তি পাওয়ার কথা। যার মধ্যে রয়েছে কন্নড় ছবি বাটারফ্লাই, মারাঠি ছবি আব আমি সিডি, গুলাব সিতাব, ব্রহ্মাস্ত্র, চহেরে, ঝুন্ড। এদিকে কিছুদিন আগেই বাবা অমিতাভ বচ্চনের সিনেমার দুনিয়ায় ৫০ বছর পূ উপলক্ষে একটি ছবি শেয়ার করে অভিষেক বচ্চন লেখেন, ''''শুধু ছেলে হিসাবেই নয়, অভিনেতা ও ভক্ত হিসাবেও তাঁকে সামনে থেকে দেখতে পারা আমার কাছে আশীর্বাদের মতোই। তাঁর মধ্যে এমন অনেককিছুই রয়েছে যা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা তৈরি করে। আমাদের মতো সিনেমাপ্রেমীদের বিভিন্ন প্রজন্ম বচ্চন যুগে বাস করেছেন। সিনেমার দুনিয়ায় ৫০ বছর অতিক্রম করার জন্য শুভেচ্ছা। আমরা আরও ৫০ বছরের অপেক্ষায় রয়েছি। ভালোবাসা রইল।

আমির খানের ভাগ্নে ইমরানের বাড়ি ছেড়ে আসার পরই ''সুখবর''-টা দিলেন স্ত্রী অবন্তিকা

আমির খানের ভাইপো, তবু কাজ নেই, একটা টাকা নেই ! স্ত্রীও ছেড়ে গিয়েছে ! অসহায় অবস্থায় ইমরানমুম্বই: বেশ কয়েকদিন ধরেই ইন্ডাস্ট্রির অলিতে গলিতে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, বিচ্ছেদের মুখে ইমরান খান অবন্তিকার সম্পর্ক! কিন্তু ঠিক কী কারণে তাঁদের সাজানো সংসার ভেঙে যাচ্ছে, সে বিষয়ে অবশ্য মুখ খোলেননি ইমরান বা অবন্তিকা... কেউই। সূত্রের খবর, ইমরানের বাড়ি থেকে বের হয়ে আসার পর নিজের ভাইয়ের রেস্তোরাঁর ব্যবসায় যোগ দিয়েছেন অবন্তিকা। এরমধ্যেই তাঁর একটা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট নতুন করে জল্পনার আগুনে ঘি ঢালল। অবন্তিকার তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি চারা গাছের ছবি পোস্ট করেছেন। টবে রয়েছে একটি হার্ট-ও। লেখা রয়েছে, ''''যতক্ষণ আমাদের প্রাণশক্তি অটুট রয়েছে, আমাদের কেউই হারাতে পারবে না।''''ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন অবন্তিকা ? তাহকে কী ইমরানেরর কাছেই ফিরে যাচ্ছেন তিনি ? ইন্ডাস্ট্রির একাংশের অবশ্য দাবি, পোস্টটির মধ্যে দিয়ে তাঁর নতুন জীবন, নতুন করে পথা চলার কথাই বোঝাতে চেয়েছেন অবন্তিকা।শোনা যায়, ইমরানের কোনও রোজগার না থাকায়, অবন্তিকার পরিবারই বিগত কয়েকবছর ধরে তাঁদের সংসারের সমস্ত খরচা চালাচ্ছিল। অভাব-অভিযোগের কারণেই জমতে থাকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি।

শুক্রবার ইন্দ্রনগর জগৎপুর কালীবাড়ি এলাকা পারিবারিক বিবাদ মেটাতে হস্তক্ষেপ করেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। ছবি-নিজস্ব।

খুব শীঘ্রই গোয়াতেও চমৎকার হবে : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের পর এবার গোয়া। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-কে চাপে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে শিবসেনা। গোয়ায় শিবসেনার সঙ্গে জোট বাঁধছেন গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টির সভাপতি তথা গোয়ার প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় সরদেশাই এবং ৩ জন বিধায়ক। শুক্রবার এ কথা জানালেন শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, 'গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টির সভাপতি তথা গোয়ার প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় সরদেশাই এবং ৩ জন বিধায়ক শিবসেনার সঙ্গে জোট বাঁধছেন। মহারাষ্ট্রে যেমন হয়েছে, গোয়াতেও ঠিক তেমনই নতুন রাজনৈতিক ফ্রন্ট রূপ নিচ্ছেউ খুব শীঘ্রই গোয়াতেও চমতার হবে।'

শুধুমাত্র মহারাষ্ট্র ও গোয়া নয়, গোটা দেশেই বিজেপিকে চাপে ফেলতে চাইছে শিবসেনাউ সঞ্জয় রাউতের কথায়, 'গোটা দেশেই এমন হবে, মহারাষ্ট্রের পর এবার গোয়া, তারপর অন্য কোনও রাজ্যে আমরা যাবউ আমরা গোটা দেশে অ-বিজেপি ফ্রন্ট তৈরি করতে চাই।' গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টির সভাপতি তথা গোয়ার প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় সরদেশাই জানিয়েছেন, 'মহারাষ্ট্রে যা হয়েছে গোয়াতেও তা হওয়া উচিত। বিরোধীদের একত্রিত হওয়া উচিত। সঞ্জয় রাউতের সঙ্গে আমরা দেখা করেছি।'

প্রসঙ্গত, দু'টি ফৌজদারী মামলার তথ্য গোপন করায় মহারাষ্ট্রের সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশকে সমন পাঠিয়েছে নাগপুর আদালত। নাগপুর (সদর) পুলিশ ইন্সপেক্টর মহেশ বানসোড়ে জানিয়েছেন, নির্বাচন সংক্রান্ত হলফনামায় দু'টি ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত তথ্য গোপন করার অভিযোগে নিম্ন আদালত কর্তৃক জারি করা সমন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশকে হস্তান্তর করা হয়েছেউ এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, 'আমি বিশেষ কিছুই জানি না। আপাতত গোয়ার রাজনীতি নিয়ে আমরা অত্যন্ত ব্যস্তউ মহারাষ্ট্রের রাজনীতি খতম।

রাজীব কুমারকে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি.স): শুক্রবার রাজীব কুমারকে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআইয়ের করা রাজীব কুমারের জামিন খারিজের আবেদনের শুনানির শেষে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ নোটিস জারির নির্দেশ দেয়। এদিন চিটফান্ডকাণ্ডে অভিযুক্ত রাজীব কুমারকে হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় সিবিআই। তবে এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সিবিআইকে তথ্যপ্রমাণ দেওয়ার নির্দেশ দেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে।

আজ সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়, 'রাজীব কুমারকে হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করাটা জরুরি'। রাজীব কুমারের আগাম জামিনের বিরোধিতা করে এদিন সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সর্বোচ্চ আদালতে শুনানির সময় সিবিআইয়ের আইনজীবীরা জানান, দীর্ঘদিন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার বেপাত্তা ছিলেন। তদন্তে তিনি সহযোগিতা করছেন না। তিনি অনেক নথি নষ্ট করে থাকতে পারেন বলেও আদালতে আশঙ্কার কথা জানান সিবিআইয়ের আইনজীবীরা। রাজীব কুমারকে নোটিস পাঠানোর পাশাপাশি সিবিআইয়ের থেকেও সুপ্রিম কোর্ট জানতে চায়, কেন রাজীব কুমারকে হেফাজতে রেখে জেরা করা দরকার।

এদিন শুনানির শুরুতেই সিবিআইয়ের আইনজীবী রাজ্যের শীর্ষ পুলিশকর্তা রাজীব কুমারের জামিন খারিজ করার আবেদন জানান। প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে জানিয়ে দেন, 'রাজীব কুমার একজন উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তা। হেফাজতে রেখে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কি প্রয়োজনীয়তা আছে ?' তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ থাকলে তবেই সিবিআইয়ের আবেদনে গুরুত্ব দেবে সুপ্রিম কোর্ট। সিবিআই এই বিষয়ে আদালতকে সন্তুষ্ট করতে পারলে তবেই রাজীব কুমারকে হেফাজতে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। তখন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, রাজীব কুমার যে তথ্য প্রমাণ লোপাট করেছেন, তার উপযুক্ত প্রমাণ তাঁদের কাছে আছে। সব সাক্ষ্যও রয়েছে। আদালতে সব জমা দেওয়া হবে। এরপরই সুপ্রিম কোর্ট কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারকে নোটিস পাঠিয়ে হলফনামা তলব করে। সেইসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য সিবিআইকে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ পেশ করার নির্দেশ দেয়। সিবিআইয়ের সওয়ালের পর এদিন প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'নোটিস জারি করা হল কারণ, তাঁর বিরুদ্ধে ফেরার হওয়ার উদাহরণ পাওয়া গেছে।'

এর আগে সিবিআই বিভিন্ন সময়ে রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে সারদা মামলার তদন্তে অসহযোগিতা এবং তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ এনে গ্রেফতারের আবেদন জানায় নিম্ন আদালতে। আলিপুর আদালত রাজীব কুমারের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে। নির্দেশ দেয়, রাজীবকে গ্রেফতারে কোনও বাধা নেই। এর পরেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন রাজ্যের এডিজি সিআইডি রাজীব কুমার। গত ১ অক্টোবর কলকাতা হাইকোর্ট তাঁর আগাম জামিন মঞ্জুর করে। ওই দিন কলকাতা হাইকোর্ট রাজীব কুমারকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সিবিআই আবেদন নাকচ করে দিয়েছিল। আদালত বলেছিল, সিবিআইয়ের যুক্তি রাজীব কুমারকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য যথোপযুক্ত নয়। এক মাসেরও বেশি সময় অন্তরালে থাকা রাজীব কুমার প্রকাশ্যে আসেন এবং আলিপুর নিম্ন আদালত থেকে জামিন নিশ্চিত করেন। তারপরই কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ৪ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় সিবিআই। সেই আবেদনের প্রথম শুনানি হল শুক্রবার।

খানাকুলে তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষ আহত দুপক্ষের বেশ কয়েকজন

হুগলি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল হুগলির খানাকুল।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলকাজুরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী সমর্থক সহ আহত হয়েছেন তৃণমূলের ৫ জন আহত হয়েছে।তাদের খানাকুল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে।। ঘটনাটি ঘটে হুগলি খানাকুল থানার সারদা এলাকায়। ঘটনাস্থলে উত্তেজিত পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হন খানাকুল থানার পুলিশ। এর পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকায় শুরু হয়েছে পুলিশি টহল।

জানা গেছে, গতকাল তিনটি উপ-নির্বাচনে তৃণমূল জয়ী হওয়ায় বিজয় মিছিল চলছিল। তৃণমূলের অভিযোগ , বিজেপির কর্মী সমর্থকরা তাদের বাড়িতে ঢুকে একই পরিবারের পাঁচ জনকে বেধড়ক মারধর করেছে। তারই সাথে বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। অন্যদিকে বিজেপির অভিযোগ, তাদের কর্মীদের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে। এই ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা রয়েছে। এলাকা জুড়ে চলছে পুলিশি টহল। তৃণমূলের রামমোহন ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সঞ্জয় সাঁতরা জানান, তিনটি উপ নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছিল আমাদের দলীয় কার্যালয়ে সামনে মাইক বাজিয়ে আনন্দ করছিল। বিজেপির কিছু দুষ্কৃতী কর্মী আমাদের দলের এক কর্মীর বাড়িতে ঢুকে।তার পরিবারের লোকজনদের মারধর করে। তারই সাথে বাড়ি ভাঙচুর করা হয়।তৃণমূলের তরফ থেকে খানাকুল থানায় লিখিত ভাবে জানিয়েছি। এরপর পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। কার্তিক দোলুই বলেন,তিনটি উপ-নির্বাচনের ফল তৃণমূলের দিকে যাওয়ার ফলে মদ্যপ অবস্থায় তাদের বিজয় উৎসব করছিল। আমাদের বিজেপি কর্মীরা একটি মাচার ওপর তারা বসে ছিল। তাদের ওপর হামলা চালায় তৃণমূলের লোকজনেরা।আমাদের বেশ কয়েকজন কর্মী আহত হয়েছে। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। আমরা চাই দোষী দের শাস্তি হোক।পুলিশ নিষ্ক্রিয় ভাবে কাজ করে তারই জেরে এত অশান্তি বলে জানান তিনি।

মার্কিন সেনাদের ধন্যবাদজ্ঞাপন করতে আচমকা আফগানিস্তানে ডোনাল্ড ট্রাম্প

কাবুল, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : মার্কিন সেনাদের ধন্যবাদজ্ঞাপন করতে বৃহস্পতিবার রাতে সেনাদের দেখতে আচমকা আফগানিস্তান পৌঁছালেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি আশরাফ গনির উপস্থিতিতে বলেন, তালিবানদের সঙ্গে আবারও শান্তি আলোচনা শুরু হবে। এটি ট্রাম্পের প্রথম আফগানিস্তান সফর। এর আগে, তিনি তার সৈন্যদের সাথে দেখা করতে গত বছরের শেষের দিকে ইরাকের রাজধানী বাগদাদে গিয়েছিলেন। বিমান ঘাঁটিতে ট্রাম্প ও আফগান প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানির বৈঠকও হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আফগান সূত্রে খবর, ট্রাম্প সামরিক বিমানবন্দরে বলেন, তালিবান শান্তি আলোচনা আবার শুরু করার অনুরোধ করেছে। তালিবানরা আসলেই শান্তি আলোচনায় আগ্রহী কিনা তা এখনও দেখার বিষয়।

এ উপলক্ষে ট্রাম্প আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতির সাথে দ্বিপাক্ষিক ইস্যু নিয়েও আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, তালিবান যদি সত্যিই শান্তির আলোচনার মেজাজে থাকে, তবে প্রতিটি পরিস্থিতিতেই যুদ্ধবিরতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এছাড়াও আফগানিস্তানের বাইরেও তালিবানদের ঘাঁটি ধ্বংস করতে হবে তালিবানকে। দেশে ফিরে আসার আগে মার্কিন সেনাদের ধন্যবাদজ্ঞাপন করে উচ্চ সামরিক কর্তাদের সঙ্গে খাবারও খেলেন ট্রাম্প।

বিমার নথি জাল করে ছেলেকে মৃত বলে ঘোষণা বাবার

জলপাইগুড়ি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : জীবনবিমার টাকা হাতাতে বিমা কোম্পানিতে ছেলের মৃত্যুর জাল নথি জমা দিল বাবা। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িতে। ছেলেকে মৃত প্রমাণ করতে গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধানের সই নকল করার অভিযোগও উঠেছে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। বিমা কোম্পানিতে তিনি নকল সই করা নথিপত্র দাখিলও করেছিলেন বলে অভিযোগ। ধূপগুড়ি থানার আইসি সুবীর কর্মকার বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি তদন্ত শুরু হয়েছে।'

ধূপগুড়ির ময়নাতলির বাসিন্দা অমলেশ সরকার কেরলে শ্রমিকের কাজ করেন। সেই কারণে বেশ কয়েক বছর ধরেই তিনি রাজ্যের বাইরে। তাঁর বাবা কৃষ্ণকান্ত সরকার গ্রামীণ ডাক্তার বা হাতুড়ে চিকিৎসক। ছেলের নকল ডেথ সার্টিফিকেট বনিয়ে দু'টি পৃথক বিমা সংস্থার কাছে ৮ লক্ষ টাকা ও ১৫ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়। অর্থাৎ দু'টি মিলিয়ে মোট ২৩ লক্ষ টাকার ক্লেম দাখিল করা হয়। ক্লেম সংক্রান্ত নথি যাচাই করতে জীবন বিমা কোম্পানি থেকে তদন্তে আসেন আধিকারিকরা। তাঁরা ডেথ সার্টিফিকেটের সই যাচাই করতে গিয়ে দেখেন, সই নকল করা হয়েছে। এরপর তাঁরা অমলেশকে ফোন করে জানান যে, গত ১৮ ডিসেম্বর তাঁর বাবা কৃষ্ণকান্ত সরকার তাঁর নামে, অর্থাৎ অমলেশের নামে ভুয়ো ডেথ সার্টিফিকেট বানিয়ে বিমার টাকা ক্লেম করেছেন। খবর পেয়ে দেরি না করে ধূপগুড়িতে চলে আসেন অমলেশ।

অমলেশের অভিযোগ, এখানে এসে তিনি জানতে পারেন, আগে থেকেই তাঁর বাবা পাড়ায় রটিয়ে দিয়েছিলেন, কেরলে কাজ করতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এরপর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে বলে ডেথ সার্টিফিকেট বানায় উপপ্রধানের সই নকল করে। এরপর বিমা কোম্পানিতে সেই সব নথি জমা করে বিমার ক্লেম পাওয়ার জন্য।

তাঁর নিজের বাবা এই কাণ্ড বাধানোয় এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন অমলেশ। তাঁর আশঙ্কা, সৎমা ও ভাই মিলে তাঁকে খুন করতে পারে। এমন আশঙ্কায় ধূপগুড়ি থানায় ইতিমধ্যেই অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।

চলে গেলেন অভিনেত্রী পুষ্পা যোশি

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : চলে গেলেন অভিনেত্রী পুষ্পা যোশি। অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তাঁর মৃত্যুতে বলিউডে শোকের ছায়া নেমে আসে। অজয় দেবগণের হিন্দি চলচ্চিত্র 'রেড'-এ অভিনয় করেন পুষ্পা যোশি। ৮৫ বছর বয়সে বলিউডে পা রাখেন তিনি। 'রেড'-র পর থেকে বেশ কয়েকটি প্রজেক্টে কাজ করেন পুষ্পা। কিন্তু গত সপ্তাহে বাড়িতেই দুর্ঘটনায় আহত হন তিনি। জানা গিয়েছে, চিকিৎসার জন্য মুম্বইয়ের হাসপাতালে ভর্তি হলেও অস্ত্রোপচারের ধকল নিতে পারেননি তিনি। অস্ত্রোপচারের পরই মুম্বইয়ের ওই হাসপাতালে মৃত্যু হয় পুষ্পা যোশির। পুষ্পা জোশির মৃত্যুর পর নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে অভিনেত্রীর মৃত্যুর খবর শেয়ার করেন পরিচালক রাজ কুমার গুপ্তা। রেড-এ যেভাবে সুনিপুনভাবে অভিনয় করেন পুষ্পা, তা চিরকালস্মরণীয় থাকবে বলেও জানান পরিচালক। শুধু তাই নয়, পুষ্পা যোশিকে দাদিজি বলে সম্মোধন করে রাজ কুমার গুপ্তা জানান, তিনি যখনই সেটে হাজির হতেন, তখন হাসি ছড়িয়ে পড়ত প্রত্যেকের মুখে।

তিনটি বিধানসভার উপনির্বাচনে তৃণমূলের জয়ের উল্লাস শুরু জঙ্গলমহল জুড়ে

ঝাড়গ্রাম, ২৯ নভেম্বর (হি. স.) : তিনটি বিধানসভার উপনির্বাচনে তিনে তিন পেয়েছে তৃণমুল। বৃহস্পতিবার ফল ঘোষনা হওয়ার পর থেকেই জয়ের উল্লাস শুরু হয়েছে গোটা জঙ্গলমহল জুড়ে। ও শুক্রবারও ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন ব্লকের অঞ্চল গুলিতে চলছে বিজয় উৎসব। পাশ্ববর্তী জেলা পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুর উপ বিধানসভা নির্বাচনেও জয় লাভ করে শাসক দল। আর এই জয়ের পরেই ঝাড়গ্রাম জেলা তথা জঙ্গলমহলে শাসক দল বাড়তি অক্সিজেন পেয়েছে।

উল্লেখ্য লোকসভা নির্বাচনে ঝাড়গ্রামের আসনটি বিজেপি দখল করার পর থেকে শাসক দলের সাংগঠনিক দূর্বলতার দিক প্রকট হয়ে উঠেছিল।ঝাড়গ্রামের পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব বর্তমানে দেওয়া হয়েছে রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে।খড়্গপুরেও তিনি দায়িত্বে রয়েছে। ঝাড়গ্রাম জেলার দায়িত্ব দেওয়ার পর শুভেন্দু বাবুকে ঘিরে জেলার নেতা কর্মীদের মেধ্যে বাড়তি উৎসাহ দেখা দিয়েছে।তার উপর বিজেপির শক্ত ঘাঁটি তে বিজেপিকে উপড়ে দিয়ে তৃণমূলের পতাকা উড়েছে।আর এতেই ঝাড়গ্রাম জেলার জঙ্গলমহল বলে পরিচিত ব্লক গুলির তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে দারুন উৎসাহ তৈরি করেছে।ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ি ব্লকের ব্লক তৃণমূল সভাপতি বুবাই মাহাতোর নেতৃত্বে একটি বড় বাইক মিছিল ওড়গোন্দা থেকে শুরু হয়ে শিলদা হয়ে বেলপাহাড়ি পর্যন্ত যায় আবার ফিরে আসে শিলদাতে। ব্লক সভাপতির সাথে ছিলেন বেলপাহাড়ি ব্লক যুব তৃণমূলের সভানেত্রী অনুশ্রী কর, শিলদা অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি সন্দীপ সিং সহ প্রমুখ।জামবনি ব্লক তৃণমূল সভাপতি নিশিথ মাহাতোর নেতৃত্বে গিধনিতে একটি বিজয় মিছল হয়।অন্যদিকে সাঁকরাইল ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল গুলিতে বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হয়ে ছিল বিজয় মিছিল।এদিনও সাঁকারাইলের লাউদহে তৃণমূলের বিজয় মিছল হয়।সাঁকারইল ব্লক সভাপতি সোমনাথ মহাপাত্রের নেতৃত্বে মিছিল গুলি হচ্ছে।এদিন সোমনাথ বাবু বলেন'' জঙ্গলমহলের জেলা গুলি বারাবর আস্থা রেখেছে শুভেন্দু বাবুর উপর।তিনি দিদির খরম নিয়ে এগিয়ে চলেছেন।তাকে সামনে রেখে মায়দানে আজ সবাই।খড়্গপুর তার প্রামান রাখল।''ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল সভাপতি বিরবাহা সোরেন টুডু বলেন " এই জয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়।তাঁর উন্নয়নের জয়।মানুষ সাময়িক ভল বুঝেছিল।তারা মুখ্যমন্ত্রীর পাশেই আছেন।" নয়াগ্রাম ব্লকের বিভিন্ন জায়গাতে ব্লক সভাপতি উজ্বল দত্তের নেতৃত্বে বিজয় মিছিল হয়।

শিলিগুড়িতে বৃদ্ধের মৃত্যুতে গ্রেফাতার মেয়ে ও নাতি

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর (হি.স): বৃদ্ধের মৃত্যুতে গ্রেফাতার নাতি। জামাইকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ এই ঘটনায় মৃতের ছোট মেয়েকেও গ্রেফতার করেছে। ড্রাগের নেশায় বৃদ্ধকে খুনের অভিযোগ নাতির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির দেশবন্ধু পাড়া এলাকার দেশবন্ধু পাড়ার রামকৃষ্ণ সরণীতে। শুক্রবার সকালে শিলিগুড়ির দেশবন্ধু পাড়ার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় বৃদ্ধের দেহ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ মৃতের নাতিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে পুলিশি জেরায় ওই যুবক স্বীকার করে নেয় যে, মদ্যপানের জন্য সে দাদুর কাছে টাকা চেয়েছিল। তিনি তা দিতে অস্বীকার করায়, দাদুর হাত বেঁধে তাঁর শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। টাকার খোঁজে ঘরও লণ্ডভণ্ড করা হয়। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ । ঘটনায় অভিযুক্তর সহযোগী আরও দু''জনের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। এলাকার বাসিন্দারা জানান, বৃদ্ধ ফাল্গুনী ঘোষ (৮০) ডাকবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ওই বাড়িতেই থাকত বৃদ্ধের ছোটো মেয়ে ও নাতি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র কুশল ঘোষ। মাঝেমধ্যেই সেখানে বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে মদ এবং অন্যান্য নেশার আসর বসাত সে।

তা নিয়ে বৃদ্ধের সঙ্গে বচসাও হত। গতকাল ফের একই ধরনের গন্ডগোল হয়েছিল। আজ সকালে বাড়িতে ঢুকে দেখা যায় উবু হয়ে পড়ে আছে বৃদ্ধের দেহ । হাত-পা বাঁধা, গোটা শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন ।

ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে এলাকায় আসে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ ।

জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হলে খুনের কথা স্বীকার করে নেয় কুশল ঘোষ । পাশাপাশি খুনের ঘটনায় আরও দুই বন্ধু তাকে সাহায্য করেছে বলেও পুলিশকে জানায় । বৃদ্ধের কাছে টাকা চেয়ে না মেলায় এই ঘটনা ঘটায় তারা। কুশলের দুই বন্ধুর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ

বেতন নেই মে থেকে, আন্দোলনমুখি হাফলং জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের ২৮২ জন কর্মচারী

হাফলং (অসম), ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : বেতনের দাবিতে এবার আন্দোলনে নামতে হয়েছে ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলং জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের ২৮২ জন কর্মচারীকে। ডিমা হাসাও জেলায় বিভিন্ন সরকারি বিভাগের কর্মচারীদের বেতন অনলাইন সিস্টেম হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সরকারি বিভাগে রিটেনশন নেই এমন কর্মচারীদের বেতন সমস্যা দেখা দিয়েছে। গত মে মাস থেকে সরকারি বিভাগগুলির কর্মচারীদের বেতন অনলাইন সিস্টেমে হয়েছে। তবে রিটেনশন সমস্যায় এখন হাফলং জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের ২৮২ জন কর্মচারীর বেতন গত মে মাস থেকে বন্ধ হয়ে পড়ে। গত ছয়মাস থেকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের এই ২৮২ জন কর্মচারী বেতনহীন হয়ে পড়ায় এঁদের পরিবার চালানো দায় হয়ে পড়েছে। এমন-কি ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার খরচ চালাতেও হিমশিম খেতে হচ্ছে এইসব কর্মচারীর। বলেছেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের কর্মচারী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বিপুল লংমাইলাই।

তিনি বলেন, ছয়মাস থেকে বেতনহীন হয়ে পড়ায় এই ২৮২ জন কর্মচারী এবার আন্দোলনমুখি হয়ে উঠেছেন। বাধ্য হয়ে বুধবার থেকে বেতনের দাবিতে দুদিনের ধরনায় বসেন ২৮২ জন কর্মচারী। এদিন সকাল ১০টা থেকে হাফলং জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের কার্যালয় চত্বরে নো-পে নো-রেস্ট, পিনাকীশঙ্কর কর গো-ব্যাক, পিনাকীশঙ্কর কর মুর্দাবাদ ধ্বনিতে উত্তাল করে তুলে সমগ্র পরিবেশ। প্রসঙ্গত, পিনাকীশঙ্কর কর হাফলং জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার।

বিপুল লংমাইলাইয়ের অভিযোগ, গত ছয় মাস থেকে তাঁরা বেতন পাচ্ছেন না। কিন্তু জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার পিনাকীশঙ্কর কর তাঁদের বেতন সমস্যার সমাধানে কোনও পদক্ষেপই গ্রহণ করেননি। এমন-কি বেতন সমস্যা নিয়ে পিনাকীবাবুর সঙ্গে কর্মচারীরা আলোচনা করতে গেলেই তিনি কর্মচারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারে লিপ্ত হয়ে পড়েন বলে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেন তিনি। জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের কর্মচারী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বিপুল লংমাইলাই বলেন, গত ছয়মাস থেকে ২৮২ জন কর্মচারীর বেতন বন্ধ থাকায় অনেক কর্মচারী পরিবার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। তার পরও ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার পিনাকীশঙ্কর কর এ-সব কর্মচারীর বেতন সমস্যা সমাধানে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। এই অভিযোগ করে তিনি বলেন, বেশ কিছুদিন ধরে পিনাকীশঙ্কর কর হাফলঙে নেই। এমন-কি তিনি কার্যালয়ে উপস্থিত থাকলেও বেতন নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলে কর্মচারীদের তিনি কার্যালয়ে ঢুকতে না দিয়ে দুর্ব্যবহারে জড়িয়ে পড়েন, অভিয়োগ বিপুল লংমাইলাইয়ের। তিনি বলেন, গত বুধ ও বৃহস্পতিবার দুদিন তাঁরা জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের কার্যালয়ে বেতনের দাবিতে ধরনা কর্মসূচি পালন করেছেন। এর পরও যদি ১০ ডিসেম্বরের মধ্য ওই ২৮২ জনের বেতন সমস্যা সমাধানে পিনাকীশঙ্কর কর কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন তা-হলে ১১ ডিসেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতিতে চলে যাবেন ২৮২ জন কর্মচারী, হুঁশিয়ার করে দেন বিপুল লংমাইলাই। এদিকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের ২৮২ জন কর্মচারীর বেতন সমস্যা নিয়ে পিনাকীশঙ্কর করের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, বর্তমানে তিনি গুয়াহাটিতে রয়েছেন। ছয়মাস থেকে যে ২৮২ জন কর্মচারীর বেতন সমস্যা চলছে, তা সমাধানের চেষ্টা করছেন। শীঘ্রই তাঁদের বেতন সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা প্রকাশ করেন পিনাকীশঙ্কর কর।

গডসেকে নিয়ে মন্তব্যের জেরে সাংসদ প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরের কুশপুত্তুলিকা দাহ করছে প্রদেশ যুব কংগ্রেস। ছবি- নিজস্ব।

শংকরপুরে এক মৎস্যজীবীর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘনায় ধৃত ১

কাঁথি, ২৯ নভেম্বর (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের শঙ্করপুর মৎস্যবন্দরের এক মৎস্যজীবীর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় অবশেষে একজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। মৎস্যজীবিকে খুন করেছে বলে পুলিশের প্রাথমিক জেরায় স্বীকার করেছে বলে দাবি। এরা দুই জন একই ট্রলারে কাজ করত বলে জানা গেছে। ধৃত রতন সিকদার মুশিদাবাদ জেলার লালগোলা থানা এলাকার বাসিন্দা। ধৃতকে শুক্রবার কাঁথি আদালতে হাজির করে নিজেদের হেফাজতে চেয়ে আপিল করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার ভোর রাতে মৎস্যবন্দরের কর্মী সাধন হালদার (৪১)-এর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তে পাঠায়। রাতেই মৃত সাধনের ছেলে শুভ্রময় হালদার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্তে নেমে রতনকে গ্রেফতার করে। জানা গেছে, মুর্শিদাবাদ থেকে বেশ কয়েকজন মৎস্যজীবি শঙ্করপুরে ট্রলারের কর্মী হিসাবে কাজ করত। সূত্রের খবর সাধন রতনের মজুরির টাকা নিয়ে নেয়। সেই সঙ্গে রতনের পরনের নতুন জামা ছিঁড়ে দেয় সাধন।

এই নিয়ে দুইজনের বচসা শুরু হয়। উত্তেজিত হয়ে রতন কাঠের বাটাম দিয়ে সাধনের মাথায় আঘাত করে। ঘটনাস্থলে সাধন রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। কাঁথি মহকুমা পুলিশ আধিকারীক অভিষেক চক্রবর্তী বলেন, খুনের তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তকে হেফাজতে চাওয়া হয়েছে। এই ঘটনার আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে

সব্জির দাম দোকানে বাধ্যতা মূলক ভাবে লিখে রাখতে হবে

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি.স): সব্জির মূল্য আকাশছোঁয়া। শুক্রবার ফের সল্টলেকের বাজারে হানা দিল টাস্ক ফোর্স। হাতেনাতে ধরা পড়ল কালোবাজারি ব্যবসায়ীরা। বাজার মূল্য থেকে অনেক বেশি মূল্যে বিক্রি করছে সব্জী। তাই ট্যাক্স ফোর্সে পক্ষে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবার থেকে প্রতিদিনের সবজির দাম দোকানে বাধ্যতামূলকভাবে লিখে রাখতে হবে বিক্রেতাদের। স্লেটে তার ওপর চক দিয়ে দাম লিখে রাখতে হবে। পুলিশ প্রতিদিন সকালে এবং বিকেলে সেই দাম পর্যবেক্ষণ করবে। বেনিয়ম দেখলে সেই বিক্রেতাকে জরিমানা এমনকি গ্রেফতার ও করা হতে পারে। সল্টলেকের বাজারে আজ দেখা গেল, ক্রেতাদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে এক দাম। আর এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ বাজারে পুলিশ নিয়ে ঢুকলে তাঁদের সামনে বলা হচ্ছে আর এক দাম। গত কয়েকদিন কলকাতা ও শহরতলির বিভিন্ন বাজারে ঘুরে একই অভিজ্ঞতা টাস্কফোর্সেরও। পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি ১০০ ছুঁয়েছে গত রবিবারেই। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পেঁয়াজের দাম কমার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কারণ জোগান নেই। তবে আশার কথা একটাই নাসিকের বাজারে আজ পেঁয়াজের দাম ৬০ টাকায় নেমে এসেছে। যদি স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে সেখানকার পেঁয়াজ এ রাজ্যে ঢোকে, তাহলে তা ৭০ বা ৭৫ টাকায় বিক্রি করা সম্ভব। অর্থাৎ দাম কিছুটা কমবে।

পাশাপাশি তার মধ্যেই যদি কর্নাটক ও রাজস্থান থেকে রাজ্য সরকার তার পূর্ব পরিকল্পনা মতো আড়াই লক্ষ টন পেঁয়াজ আমদানি করতে সক্ষম হয়, তাহলে সেই দাম আরও কমবে। তবে তা দিন পনেরর আগে নয়। রাজ্য সরকারের সুফল বাংলা স্টলে বৃহস্পতিবার ৭৫ টাকা দিয়ে পেঁয়াজ কিনে তা ভর্তুকি দিয়ে ৫৯ টাকায় বিক্রি করছে। তবে সেই স্টকও ফুরিয়ে আসছে। তাই আমদানি ছাড়া কোনও গতি নেই।

বিক্রেতাদের অভিযোগ সল্টলেকের বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ী সবজির দোকান হওয়ার কারণে স্থায়ী ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় মার খাচ্ছেন। সেই কারণে বাজার মূল্যের থেকে বেশি দরে বিক্রি করতে হচ্ছে। বিধান নগর পুর নিগমে বার বার অভিযোগ জানালেও কোনো কাজ হয়নি। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার জি ডি, বৈশাখি, বি জে, বি ডি ব্লকের সব্জি মার্কেট যান টাস্ক ফোর্স এবং ইবির প্রতিনিধিরা। গত দু'দিনের টানা অভিযানেই বাজারের দর কিছুটা নেমেছে বলে দাবি ইবির। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, পেঁয়াজ। এদিন সল্টলেকের বাজারে পেঁয়াজের দাম ছিল ৮০ থেকে ৯৫ টাকা। জ্যোতি আলুর বিক্রি হয়ছে, ১৭ থেকে ১৯ টাকায়। ক্রেতারা টম্যাটো কিনেছেন ৩০ থেকে ৪০ টাকায়। মঙ্গলবার সল্টলেকের মার্কেটগুলোতে পেঁয়াজের দাম ছিল কেজি প্রতি ১৩০ থেকে ১৩৫ টাকা। আলুর দর ছিল ২২ থেকে ২৪ টাকা। ইবির এক কর্তা শুক্রবার জানিয়েছেন, শীতকালীন সমস্ত সব্জির দামই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। পেঁয়াজের দামও দিন পনেরোর মধ্যে কমবে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত গ্রন্থাগারিক নেই, রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন দিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার বিদ্যার্থী পরিষদ

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): রাজ্যের সরকার পোষিত বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও পাবলিক লাইব্রেরিগুলিতে প্রয়োজনমাফিক কর্মী নেই। এই অভিযোগে শুক্রবার রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের কাছে ডেপুটেশন দিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার বিদ্যার্থী পরিষদ।

এদিন তাদের তরফে পাঁচজনের প্রতিনিধি দল গিয়ে রাজভবনে স্মারকলিপি জমা দেন। এদিন স্মারকলিপি জমা দেওয়ার পর তাঁদের প্রতিনিধি বঙ্কিম ঘোষ বলেন, '২০১২ সাল থেকে রাজ্যের সরকার পোষিত বিদ্যালয় ও ২০০৯ সাল থেকে রাজ্যের সরকার পোষিত পাবলিক লাইব্রেরিগুলিতে কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি'। পাশপাশি তিনি অভিযোগ জানিয়ে বলেন, 'রাজ্যের ১২৫০০ সরকার পোষিত বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ১৫০০ বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক রয়েছে এবং অর্ধেকের বেশী পাবলিক লাইব্রেরিতে কর্মী নেই। কর্মীর অভাবে অধিকাংশ পাবলিক লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে'। গত দু বছর পর পর শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টপাধ্যায়ের কাছে অভিযোগ জানিয়েও লাভ হয়নি বলেও এদিন জানান তিনি।

বঙ্কিমবাবু আরও জানান, কোথাও আর নতুন করে বিদ্যালয়গুলিতে লাইবেরিয়ান না নেওয়ার ফলে সরকার পোষিত স্কুলগুলির ছাত্র ছাত্রীরা বর্তমানে লাইব্রেরির পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আজকের স্মারকলিপিতে তাঁরা 'অবিলম্বে ২০১৯ সাল পর্যন্ত রাজ্যের সরকার পোষিত স্কুল গুলিতে প্রকৃত শূন্যপদে লাইব্রেরিয়ান নিয়োগের জন্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ সহ দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে বলে দাবী জানান। একই সাথে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখার দাবিও করা হয় তাঁদের তরফে। রাজ্যপাল এই বিষয়ে নবান্ন ও শিক্ষা দফতরকে জানবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

আগামী সপ্তাহে কমবে পেঁয়াজের দাম

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি.স): বাজারে সব্জির দাম ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এই নিয়েই বেজায় উদ্বিগ্ন রাজ্য প্রশাসন। পেঁয়াজের দাম ১০০-এর ঘরে। কোথাও কোথাও তা ১০০ ছাড়িয়ে গেছে। তবে মঙ্গলবার নাসিকের পাইকারি বাজারে কেজি প্রতি পেঁয়াজের দাম ছিল ৮৫ টাকা। তা শহরের বাজারে বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকায়। শুক্রবার নাসিকের বাজারে পেঁয়াজের দাম ৬০ টাকায় নেমে আসে। যদি স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে সেখানকার পেঁয়াজ এই রাজ্যে আসে তাহলে তা ৭০ বা ৭৫ টাকায় বিক্রি করা সম্ভব। তাতে দাম কিছুটা কমতে চলেছে পেঁয়াজের। অর্থাৎ আগামী সপ্তাহে কমবে পেঁয়াজের দাম।

তবে তার মধ্যে যদি কর্নাটক ও রাজস্থান থেকে রাজ্য সরকার পেঁয়াজ আনবে বলে পরিকল্পনা করেছে। সেই মতো ২.৫ লক্ষ টন পেঁয়াজ আমদানি করতে পারে তাহলে সেই দাম আরও কমবে। তবে তা কমতেও দিন ১৫ সময় লাগবে। রাজ্য সরকারের সুফল বাংলা স্টলে বৃহস্পতিবার ৭৫ টাকা দিয়ে পেঁয়াজ কিনে তা ভর্তুকি দিয়ে ৫৯ টাকায় বিক্রি হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বাজারগুলোতে টহল দিচ্ছে কলকাতা পুলিশের ইবির দল। তবে সেখানেও এক অন্য সমস্যা। ক্রেতাদের কাছ থেকে যে দাম নেওয়া হচ্ছে ইবির দল বাজারে ঢুকলে তাঁদের সামনে বলা হচ্ছে অন্য এক দাম। গত কয়েকদিন ধরে শহর ও শহরতলির বিভিন্ন বাজারে ঘুরে এমনটাই অভিজ্ঞতা টাস্কফোর্সের। তাই এবার তাঁদের নতুন সিদ্ধান্ত, এবার থেকে প্রতিদিনের সবজির দাম দোকানে বাধ্যতামূলকভাবে লিখে রাখতে হবে বিক্রেতাদের।

কলকাতা পুলিশের ইবির নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, স্লেট কিনে তার ওপর চক দিয়ে প্রতিদিনের সবজির দাম লিখে রাখতে হবে। স্থানীয় থানার পুলিশ প্রতিদিন সকাল-বিকেল সেই দাম পর্যবেক্ষণ করবে। বেনিয়ম দেখলে সেই বিক্রেতাকে জরিমানা করা হতে পারে। এমনকি গ্রেফতারও হতে পারেন সেই বিক্রেতা।

পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করলে চলবে না: চন্দ্র বসু

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি.স): পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করলে চলবে না। এনআরসি নিয়ে অযথা বাড়াবাড়ি হয়েছে। শুক্রবার মুরলীধর সেন লেনের অস্বস্তি বাড়িয়ে মন্তব্য করলেন নেতাজি পরিবারের সদস্য তথা রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি চন্দ্র কুমার বসু। বলেন, 'এনআরসিকে নির্বাচনের মূল অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার ফলেই হার হয়েছে বিজেপির। সেইসঙ্গে হারের পর আত্মসমীক্ষা করার কথাও স্বীকার করলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রপৌত্র।

এদিন তিনি বলেন, 'বিবেকানন্দ-সুভাষের দেশে একক রাজনীতি করা সম্ভব না।' সব রাজ্যে বিজেপির এক ধরণের রাজনীতি চলবে না বলেও জানান চন্দ্র বসু। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'রাজ্যে বিজেপির সংগঠন আরও মজবুত করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের মতো বৈচিত্র্যময় দেশে এককভাবে রাজনীতি করা সম্ভব না। বাংলার মানুষের ভালবাসা পেতে হলে মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্কের কথা ভেবে মানুষকে বোকা বানালে চলবে না।'

তিন বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ৩-০ এর ব্যবধানে বিজেপিকে গো-হারা হারিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। কেন্দ্রের নাগরিক পঞ্জিকরণের বিরুদ্ধে মানুষের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়ায় সবুজ শিবিরে এই জয় হয়েছে বলে রাজনীতিবিদদের একাংশের ধারণা। যদিও উপনির্বাচনের বিজেপির এই হারের জন্য এনআরসিকেই দায়ী করেছেন কালিয়াগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী কমল সরকার। ফলাফলের দিন গণনা শুরু হওয়ার পর কালিয়াগঞ্জে প্রত্যাশা মতোই এগিয়ে ছিল বিজেপি। বেলা ১১ টা অবধি সেখানে বিজেপি প্রার্থী কমলচন্দ্র সরকার এগিয়ে থাকেন ৮২৪ ভোটে। তবে তারপর থেকেই মুহূর্তে পরিবর্তন হতে থাকে এই ব্যবধান। ৮২৪ ভোটের ব্যবধানকে ছাপিয়ে সপ্তম রাউন্ডের পর সেখানে এগিয়ে যান কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তপন দেব সিংহ। শেষে প্রায় আড়াই হাজার ভোটে জয়লাভ করেন তিনি।

চন্দ্র বসুর মতে, "রাজ্য বিজেপির উচিত, গঠনতন্ত্রে শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে বাংলার জন্য রাজনৈতিক কৌশলে জোর দেওয়া। গোটা দেশের রণকৌশল স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ভূমিতে চলবে না।"

দলের সহ-সভাপতির এমন "পর্যবেক্ষণে" কার্যতই অস্বস্তিতে রাজ্য বিজেপি নেতারা। লোকসভায় ১৮টি আসন পেয়ে চাঙ্গা ছিল বিজেপি। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী বলেই দাবি করছিলেন দলের নেতারা। তবে উপনির্বাচনের ফলাফলে বিজেপি শিবিরের সেই সুরে তাল কাটল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

এফসিআই

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরাও।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রথমবারের মতো ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল। প্রথম বার ১০ হাজার মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হয়েছে। গত মরশুমে ১৬,৮৭০ মেট্রিক টন ধান কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছিল। আগামী মরশুমে সেই লক্ষ্যমাত্রা ৫০ হাজার মেট্রিকটন ধার্য করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতির পাশাপাশি গোটা রাজ্যের অর্থনীতি দারুণভাবে উপকৃত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

হাইটেনশনের নীচে বাড়ি নির্মান কাজে বিপত্তি, দুর্গাপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঝলসে গেল ২ শ্রমিক

দুর্গাপুর, ২৯ নভেম্বর(হি. স.) : ফের হাইটেনশন লাইনের নীচে বাড়ি তৈরি। দোতালা বাড়ির নির্মান কাজে রড বাঁধতে গিয়ে বিদ্যুতস্পৃষ্ট হল ২ ঠিকাশ্রমিক। শুক্রবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর নিউটাউনশিপ থানার সুকান্তপল্লী এলাকায়। ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে, হাইটেনশন লাইনের নীচে বাড়ি নির্মানে।

ঘটনায় জানা গেছে, আহত দুই ঠিকাশ্রমিকের নাম শেখ সাইবুল ও শেখ হাসমত। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন। দুর্গাপুর ২৪ নং ওয়ার্ডের সুকান্তপল্লীতে অভিজিৎ কুন্ডু নামে এক বাসিন্দার বাড়ীতে কাজ করছিল ওই দুই শ্রমিক। বাড়ীর ওপর হাইটেনশন লাইন। দোতালার বাড়ীর রড বাঁধার সময় হাইটেনসন তারে লেগে বিপত্তি ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান,' প্রচন্ড বিস্ফোরনে ছিঁড়ে পড়ে তার। মুহুর্তে গোটা এলাকা ঢেকে যায় কালো ধোঁয়ায়। ঘটনায় পুড়ে যায় নির্মান কাজ চলা বাড়ীটির মিটার বক্স সহ বৈদ্যুতিক লাইন ও ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী। ছাদের ওপর ঝলসে পড়ে ওই দুই শ্রমিক। আশপাশের বাসিন্দারা গুরুতর অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাদের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও দমকলবাহিনী। প্রশ্ন উঠেছে, হাইটেনশন লাইনের নীচে কিভাবে বাড়ী নির্মান করছিল? প্রসঙ্গত, দুর্গাপুরে স্টীল পার্ক, মহালক্ষী পার্ক, আড়া, কালীগঞ্জ সহ বেশ কিছু এলাকায় হাইটেনশন লাইনের নীচে বাড়ী রয়েছে। গত ২০১৮ সালের জুন মাসে মহালক্ষী পার্ক এলাকায় একইরকম ঘটনা ঘটে। বাড়ীর নির্মান কাজের সময় ভেজা পাটা হাইটেনশনে বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়। ঘটনায় এক রাজমিস্ত্রীসহ দুজন আহত হয়। তারপর এদিনের ঘটনায় আবারও প্রমান করে ঝুঁকি নিয়ে অবাধে চলছে হাইটেনশনের নীচে বাড়ী নির্মান। ডিসি অভিষেক গুপ্তা জানান,' এখনও কোন লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে অবশ্যই আইনানুগ ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।' দুর্গাপুর পুরসভার মেয়র দিলিপ অগস্তি জানান,' এভাবে হাইটেনসেন তারের নীচে বাড়ী করার অনুমতি কখনই দেওয়া হয় না।' তিনি আরও বলেন,' দুর্গাপুরে যত্রতত্র জমি দখল করে যেভাবে অবৈধ নির্মানকার্য্য চলছে , তা বন্ধ করার পরিকাঠামো পুরসভার নেই।

অবশেষে খুলল সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাব্দী প্রাচীন সিন্দুক

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি.স): অবশেষে ৪ ঘণ্টার চেষ্টায় খুলল সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাব্দী প্রাচীন সিন্দুক। উদ্ধার মেডেল, চাবি, প্রচুর নথি। দিন কয়েক আগেই দুটি পুরনো সিন্দুক নজরে আসে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। এর পর সিন্দুক দুটিকে আনা হয় উপাচার্যের ঘরে। শুক্রবার সকাল থেকে সিন্দুক দুটি ভাঙার চেষ্টা চলে। মরচে ধরা, ২০০ বছরের পুরনো সিন্দুক হওয়ায় ভাঙার কাজ সহজ হয়নি। অনেকক্ষণের চেষ্টায় একটি সিন্দুক ভাঙা সম্ভব হয়েছে। একটি সিন্দুক থেকে প্রথমে কয়েকটি নথি উদ্ধার হয় । আরেকটি সিন্দুক খুলতে গিয়ে ৩ চাবি ভাঙে । পরে অবশ্য দ্বিতীয় সিন্দুকটিও খোলা যায় ।

সিন্দুকের মধ্যে থেকে মিলেছে স্বাধীনতার আগের সময়ের প্রচুর চেকবই, রূপোর মেডেল, পদক। রয়েছে সাতটি বন্ধ খামও।

'মুক্তকেশী দেবীর উইডো ফান্ড' এর একটি কাগজ পাওয়া গেছে সিন্দুকের মধ্যে থেকে। যা থেকে বোঝা যাচ্ছে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই সময় বিধবাদের দেওয়ার জন্য একটি তহবিল তৈরি করেছিলেন। তাতে ৮ টাকা করে দেওয়া হত বিধবাদের। মিলেছে প্রাপকের আঙুলের ছাপও। উপাচার্য সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত, 'এটি একটি ঐতিহাসিক আবিষ্কার। এগুলো আর্কাইভ করে রাখা হবে'। এ ছাড়াও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সময়কার বহু কাগজ। খাতায় লেখা শিক্ষকদের নাম ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথি। রেজিস্টারে নাম ছিল খোদ বিদ্যাসাগরেরও। সিন্দুক ২টি যে গোডাউন থেকে পাওয়া যায়, সেই গোডাউনেই এক সময় পাওয়া গিয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রেজিস্ট্রার খাতা।

সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান মণিশঙ্কর মণ্ডল বলেন, 'দুটি সিন্দুক পাওয়া গেছে। একটা খোলা হয়েছে। সেখান থেকে বেশ কিছু নথি পাওয়া গেছে। বিদ্যাসাগারের আমলের কাগজপত্র পাওয়া গেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন।' তিনি আরও বলেন, 'সেই সময় রবীন্দ্রনাথ এখানে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দেওয়া হয়। তিনি যে উপাধিটা গ্রহণ করেছিলেন, তার স্বাক্ষর রয়েছে সিন্দুকে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার হয়েছে, যা অমূল্য।'

১৮২৪ সালে স্থাপিত হয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়। এত দিনের পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ে মরচে ধরা দুটি সিন্দুক নিয়ে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সিন্দুক ভেঙে বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার হয়েছে। এই সব নথি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় সংরক্ষণ করা হবে বলেই বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে। আগামী দিনে এইসব গুরুত্বপূর্ণ নথি গবেষকদের কাজে লাগবে বলে মনে করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা।

মোবাইল চুরি চক্রের পান্ডা সহ ধৃত সাত, উদ্ধার শতাধিক মোবাইল ফোন

বারুইপুর, ২৯ নভেম্বর (হি. স.) : বারুইপুর থানায় পুলিশের তৎপরতায় আন্তঃরাজ্য মোবাইল চুরি চক্রর পান্ডা সহ মোট সাতজনকে গ্রেফতার করলো বারুইপুর জেলা পুলিশের কর্মীরা। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ১৪০ টি দামি মোবাইল ফোন, ৩ টে ল্যাপটপ। ধৃতদের নাম তাপস মন্ডল, সঞ্জয় মন্ডল, কাজি শাজাহান, সুকান্ত মন্ডল, সন্টু পুরকাইত, সুশিল শর্মা ও শেখ আমজাদ। ধৃতদের শুক্রবার দুপুরে বারুইপুর আদালতে তোলা হয়।

শুক্রবার বারুইপুর জেলা পুলিস সুপারের অফিসে পুলিস সুপার রশিদ মুনির খান সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, "এই চক্র দক্ষিন ২৪ পরগনার বিভিন্ন জায়গা সহ হাওড়ার ধুলাগড় ও আশপাশের বেশ কয়েকটি জেলার চুরি চক্রের সাথে লেনদেন চালাচ্ছিল। দলের পান্ডা বারুইপুর থানার কল্যাণপুরের বাসিন্দা সুকান্ত মন্ডল"। সুকান্ত মূলত রিসিভারের কাজ করতো। ধৃতদের মধ্যে একজন টেকনেশিয়ান, আর বাকিরা সকলেই চোর। এদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে পুলিশ। মোবাইল চুরির পর তার সমস্ত ডেটা উধাও করে সেই মোবাইলে নতুন ডেটা ইন্সটল করে সেটা বাইরে মোটা টাকায় বিক্রি করতো এই চক্র। দলের মধ্যে দুইজন গ্রাজুয়েট আর বাকি কয়েকজন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ। এরা দীর্ঘ কয়েক মাস ধরেই এই কাজ করছিল বলে দাবী পুলিশের। পুলিস সুত্রে খবর, মোবাইল চুরির তদন্তে নেমে বারুইপুর থানার এস আই তাপস মন্ডল প্রথমে নরেন্দ্রপুর থেকে এক মোবাইল চোর তাপস মন্ডল নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বৃহস্পতিবার রাতে বারুইপুরের সুবুদ্দিপুর এলাকা থেকে আরও দুই মোবাইল চোর সঞ্জয় মন্ডল ও কাজি সাজাহান কে ধরে ফেলে পুলিশ। এদের কাছ থেকে জানা যায় কল্যানপুরের সুকান্ত মণ্ডল চোরাই মোবাইল জমা রাখে। পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করে। এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে দক্ষিন দুর্গাপুর থেকে টেকনেশিয়ান সন্টু পুরকাইত কে ধরে পুলিস। তার বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় ১৪০ টি দামি মোবাইল ও ৩ টে ল্যাপটপ। ধরা হয় সুকান্ত মন্ডলের গাড়ির চালক সুশীল শর্মাকে। এই গাড়ি করেই মোবাইল ফোন বিভিন্ন এলাকায় সাপ্লাই হতো। সুকান্তকে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় যেত চোরদের কাছ থেকে মোবাইল কেনার জন্য।

ডিসেম্বরেই সারিয়ে ফেলতে হবে রাজ্যের সব রাস্তা, নির্দেশ মুখ্যসচিবেব

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর (হি.স): ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই সারিয়ে ফেলতে হবে রাজ্যের সব জেলার রাস্তা। শুক্রবার এমনটাই নির্দেশ দ

ভারতীয় ফুটবলে নতুন দিগন্ত, মুম্বই সিটি-কে কিনে নিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

স্টাফ রিপোর্টার: ভারতীয় ফুটবলে খুলে গেল নতুন দিগন্ত। গতবারের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ তথা ইপিএল চ্যাম্পিয়ন ম্যাঞ্চেস্টার সিটি এগিয়ে এল ভারতীয় ক্লাব তথা মুম্বই সিটি এফসি-কে অধিগ্রহণ করতে। ভারতীয় ফুটবলে এর আগে কখনও এমন ঘটনা ঘটেনি। বিশেষ করে ইপিএল-এ খেলা দল সরাসরি মালিকানা স্বত্ত্ব কিনছে যা এককথায় কল্পনার অতীত। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল। অবশেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। বৃহস্পতিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলা দলটি জানিয়ে দিল, মুম্বই সিটি দলের ৬৫ শতাংশ মালিকানা স্বত্ত্ব এখন তাদের হাতে। সিটি ফুটবল গ্রুপ বা সিএফজি হল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ক্লাবের দায়িত্বে। সিএফজির দ্বারাই ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ক্লাব নিয়ন্ত্রিত হয়। এই গ্রুপের হাতে এতদিন ছিল সাতটা ক্লাব। এবার থেকে সেখানে সংযোজিত হল আরও একটি। অর্থাত সারা বিশ্ব জুড়ে আটটি ক্লাবের দায়িত্বে তারা এল। যারমধ্যে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, মেজর লিগ সকারের দল নিউইয়র্ক সিটি, অস্ট্রেলিয়া এ লিগে খেলা দল মেলবোর্ন সিটির মতো দলকে সরাসরি কিনে নিয়েছে।এরসঙ্গে চিন, স্পেন, উরুগুয়ে, জাপানের ক্লাব কিনলেও পুরোপুরি স্বত্ব তাদের নেই। সেই সঙ্গে আমেরিকার সংস্থা এও জানিয়ে দিয়েছে, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩৬০ কোটি টাকা লগ্নি করতে চলেছে। যা ভারতীয় ফুটবলে তো বটেই, এশিয়া স্তরে বহু ধনী ক্লাব এত বিপুল পরিমাণ অর্থ নিয়ে আসে না। শুধু অর্থ নয়, ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কোচ অবসর সময়ে সরাসরি কাজ করবেন মুম্বই সিটিতে। অর্থাত বর্তমান সিটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা চাইলে মুম্বই দলের কোচ জর্জ কোস্তাকে ডেকে নিয়ে কোচিংয়ের ব্যাপারে কথা বলতে পারেন। ৬৫ শতাংশ মালিকানা স্বত্ব কিনে নিলেও বাকি ৩৫ শতাংশ অবশ্য থাকছে বলিউড তারকা রণবীর কাপুর ও তাঁর সঙ্গী বিমল পারেখের হাতে।আইএসএল খেলা মুম্বই সিটি এফসি-তে অতীতে বহু নামী ফুটবলার খেলে গিয়েছেন। ঘটনাচক্রে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির পিটার রেইড, নিকোলাস আনেলকা যেমন রয়েছেন। সঙ্গে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের দিয়েগো ফোরলানও খেলেছেন। গতবার আইএসএলে তৃতীয় স্থান পেয়েছিল। এবার অবশ্য পাঁচ ম্যাচের শেষে রয়েছে সপ্তম স্থানে। কিন্তু এই ঘটনা প্রভাবিত করেনি সিএফজিকে। সংস্থার চেয়ারম্যান খালদুন আল মুবারক এক সাক্ষাতকারে জানিয়েছেন, ”আমরা আশা করছি এই লগ্নি ভবিষ্যতে শুধু মুম্বই সিটি এফসি-কে এগিয়ে নিয়ে যাবে না। উন্নতি ঘটাবে ভারতীয় ফুটবলকেও।”ম্যাঞ্চেস্টার সিটির এগিয়ে আসাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন আইএসএলের চেয়ারম্যান নীতা আম্বানি। উচ্ছ্বসিত ন্টে তিনি জানিয়েছেন, ”ভারতীয় ফুটবলে আজ এক যুগান্তকারী দিন। এবার নতুন পথে চলতে শুরু করবে ভারতীয় ফুটবল। দেশের তরুণরা ফুটবল নিয়ে আরও আগ্রহী হবে। বিশ্বের দরবারে পৌঁছে গেল আমাদের দেশের ফুটবল। এরচেয়ে আনন্দের আর কী থাকতে পারে।” প্রশ্ন হল, ভারতীয় ফুটবলে হঠাত কেন আগ্রহ দেখাল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ক্লাব? আসলে সিএফজি পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে, ক্রোয়েশিয়ান কোচ ইগর স্টিমাচ আসার পর ভারতীয় ফুটবলের ক্রমন্নোতি হচ্ছে। তাছাড়া উন্নতি ঘটছে আইএসএলের। ভারতে ফুটবলের বাজার যথেষ্ট ভাল। তাই তারা ভারতীয় ফুটবলে লগ্নি করতে এগিয়ে এল।

আইজলকে নিয়ে সতর্ক থাকছেন চামোরোরা

তাঁর হাতে থাকা ছয় বিদেশিই সুস্থ। খেলানো যাবে পাঁচ জনকে। তা সত্ত্বেও দলের প্রয়োজনে চার জনকে ব্যবহার করবেন বলে জানিয়ে দিলেন মোহনবাগানের কোচ কিবু ভিকুনা। আইজল এফসির বিরুদ্ধে আই লিগের উদ্বোধনী ম্যাচ খেলতে যাওয়ার আগে শেষ অনুশীলনের পর সবুজ-মেরুন শিবিরের স্পেনীয় কোচ বলে দিলেন, ""আমি সব বিদেশিকে নিয়েই যাচ্ছি। কিন্তু সকলকেই খেলাব, এমন কোনও নিশ্চয়তা দিচ্ছি না। আমি যে ভাবে দল তৈরি করেছি, তাতে প্রথম একাশে চার বিদেশির খেলার সম্ভবনা প্রবল।""মঙ্গলবার সকালে ফুটবলারদের বেতন নিয়ে বিক্ষোভে অনুশীলন বন্ধ করে প্রায় চল্লিশ মিনিট তাঁবুতে বসে ছিলেন জোসেবা বেইতিয়ারা। রাতে বেতন পেয়ে যাওয়ায় বুধবার কোনও সমস্যা হয়নি। তবে পুরো ঘটনার জন্য কর্তারা যাঁর দিকে আঙুল তুলছেন, সেই কোচ কিবুর সঙ্গে এ দিন মাঠেই দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে দেখা গিয়েছে ক্লাবের অর্থ সচিবকে। সালভা চামোরোদের কোচ অবশ্য সেই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। বলেছেন, ""আইজলে গত বছর মোহনবাগান ধাক্কা খেয়েছিল। এ বারও পরিস্থিতি বেশ কঠিন। আমাদের লক্ষ্য তিন পয়েন্ট নিয়ে লিগ শুরু করা। সে ভাবেই ফুটবলারদের খেলতে হবে।""কিবু প্রথম ম্যাচের জন্য যে আঠারো জনকে বেছেছেন, সেই দলে নেই শিল্টন ডি'সিলভা, আজহারউদ্দিন মল্লিক এবং অরিজিত বাগুই। এ বছর তিনটি প্রতিযোগিতায় খেলেছে মোহনবাগান। একটিতেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। কিবু অবশ্য বলেছেন, ""এ পর্যন্ত ২০ টি ম্যাচ খেলেছি। আমাদের দল তৈরি।""আইজলে গিয়ে ফ্রান মোরান্তেদের খেলতে হবে কৃত্রিম ঘাসের মাঠে। সমস্যা হবে কি না জানতে চাওয়া হলে কিবু বলেন, ""ওদেরও তো আমাদের এখানে এসে ঘাসের মাঠে খেলতে সমস্যা হবে। ঠান্ডা আছে। কৃত্রিম মাঠে খেলতে হবে। কিন্তু কোনও সমস্যাকেই আমি গুরুত্ব দিতে চাই না। সব পরিবেশেই খেলতে হয়।""আজ, বৃহস্পতিবার সকালেই মিজোরাম যাচ্ছে মোহনবাগান। সেখানে গিয়ে অনুশীলন করবেন শিল্টন পালেরা। প্রথম ম্যাচ শনিবার। ফলে দু'দিন আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন বেইতিয়ারা। কিবু বলেছেন, ""আইজল এফসি দলের ভিডিয়ো দেখেছি। শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। খুব দ্রুত গতিতে খেলে।'

অবসরের জল্পনার মাঝেই বড় সিদ্ধান্ত ধোনির এখনও দু''বছর আইপিএল খেলবেন মাহি

দ্য ওয়াল ব্যুরো: বিশ্বকাপের পর থেকে আর ক্রিকেট মাঠে দেখা যায়নি তাঁকে। না জাতীয় দল, না ঘরোয়া ক্রিকেট, কোথাও খেলেননি ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। কিন্তু সম্প্রতি নাকি রাঁচিতে নেট প্র্যাকটিস শুরু করেছেন ধোনি। তবে তা শুধুমাত্র সামনের আইপিএলের জন্য। জাতীয় দলে ফিরবেন কিনা সে ব্যাপারে এখনও কিছু জানাননি ভারতের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। সম্প্রতি ধোনির আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি চেন্নাই সুপারকিংসের তরফে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ”ধোনি জানিয়েছেন ২০২০ সালের আইপিএল চেন্নাইয়ের হয়েই খেলবেন তিনি। কিন্তু ২০২১ সালে বিশাল নিলাম হতে চলেছে। তার আগে তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন মাহি।ভারতের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। সম্প্রতি ধোনির আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি চেন্নাই সুপারকিংসের তরফে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ”ধোনি জানিয়েছেন ২০২০ সালের আইপিএল চেন্নাইয়ের হয়েই খেলবেন তিনি। কিন্তু ২০২১ সালে বিশাল নিলাম হতে চলেছে। তার আগে তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন মাহি। ধোনির বক্তব্য, তাঁকে নিলামে অংশগ্রহণ করতে দিয়ে যে দর পাওয়া যাবে সেই টাকায় রাইট টু ম্যাচ কার্ড ব্যবহার করে ফের তাঁকে কিনে নিতে পারে চেন্নাই ফ্যাঞ্চাইজি।” কিন্তু হঠাত তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার আবেদন কেন জানালেন ধোনি? সিএসকে সুত্রে খবর, ধোনির জন্য একটা বিরাট টাকা খরচ করতে হয় চেন্নাইকে। ধোনির ধারনা যদি তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহকে সেই টাকাটা হাতে পাবে চেন্নাই। অন্যদিকে আইপিএল নিলামে তাঁর দর খুব একটা বেশি হবে না বলেই ধোনির মনে হয়েছে। তাই আগের থেকে কম টাকাতেই চেন্নাই ফের তাঁকে পেয়ে যাবে। এই কারণেই নাকি তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন ধোনি। অবশ্য চেন্নাই সুপারকিংসের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আইপিএলে চেন্নাই ও ধোনি সমার্থক। ধোনি যদি আইপিএলে খেলা ছেড়েও দেন তাও তিনি সিএসকের মেন্টর হিসেবে থাকবেন। আর ২০২১ সালের নিলামের আগে ধোনি নিজেকে ছাড়ার আবেদন করলেও তাতে খুব একটা রাজি নয় চেন্নাই ফ্র্যাঞ্চাইজি। কারণ তাঁরা মনে করেন, ধোনির দলে থাকাটাই বিশাল ব্যাপার। তাই তাঁকে ছেড়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না তাঁরা। অবশ্য জাতীয় দলে খেলা নিয়ে কোনও কথা শোনা যায়নি ধোনির তরফে। চেন্নাইয়ের দাবি, আইপিএল খেলবেন মানে জাতীয় দলেও নিশ্চয় খেলবেন ধোনি। ভারতের কোচ রবি শাস্ত্রী জানিয়েছেন, ২০২০ সালের আইপিএলে ধোনির পারফরম্যান্স দেখার পরেই বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করা হবে। অবশ্য তিনি নিজে কী চান তা মাহি ছাড়া আর কেউ জানেন না।

ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে দল ঘোষনা, ম্যাচ শুরু ৬ ডিসেম্বর হায়দারাবাদে

পিঙ্ক টেস্টে ভারতের জয় হল অভূতপূর্ব। এবার পালা ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ। আর এই সিরিজ শুরু হতে চলেছে ৬ ডিসেম্বর হায়দারাবাদে। এবারে ভারতকে টেক্কা দিতে প্রস্তুত ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-টোয়েন্টি টিম। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এর দলের হয়ে এই টি-টোয়েন্টি ও একদিনের সিরিজের নেতৃত্ব দেবেন কায়রন পোলার্ড। তাকে সঙ্গে নিয়েই দল ঘোষণা করে দিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড। * ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি-টোয়েন্টি দলের জন্য নির্বাচন করা হয় দল অধিনায়ক কায়রন পোলার্ড, ফ্যাবিয়ান অ্যালেন, শেলডন কটরেল, শিমরন হেটমেয়ার, জ্যাসন হোল্ডার, কিমো পল, ব্র্যান্ডন কিং, এভিন লুইস, খারি পিয়ের, নিকোলাস পুরান, দীনেশ রামদিন, শেরফেন রাদারফোর্ড, লেন্ডল সিমন্স , হেডেন ওয়ালশ জুনিয়র ও কেসরিক উইলিয়ামস। * অন্যদিকে এক ওয়ান ডে দলের হয়ে নির্বাচন করা হয় কায়রন পোলার্ড (অধিনায়ক), ফ্যাবিয়ান অ্যালেন, শেলডন কটরেল, শিমরন হেটমেয়ার, জ্যাসন হোল্ডার, কিমো পল, ব্র্যান্ডন কিং, এভিন লুইস, খারি পিয়ের, নিকোলাস পুরান, দীনেশ রামদিন, শেরফেন রাদারফোর্ড, লেন্ডল সিমন্স ,হেডেন ওয়ালশ জুনিয়র ও কেসরিক উইলিয়ামস।ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওয়ান-ডে দল: কায়রন পোলার্ড (অধিনায়ক), সুনীল আমব্রিস, রস্টন চেজ, শেলডন কটরেল, শিমরন হেটমেয়ার, জ্যাসন হোল্ডার, শাই হোপ, আলজারি জোসেফ, ব্র্যান্ডন কিং, এভিন লুইস, কিমো পল, খারি পিয়ের, নিকোলাস পুরান, রোমারিও শেফার্ড ও হেইডেন ওয়ালশ।

লাথামের শতরানে ব্রিটিশদের চাপে রাখল নিউজিল্যান্ড

হ্যামিল্টন: মাইন্ট মাউনগানুইয়ে ওয়াটলিংয়ের দ্বিশতরান ও স্যান্টনারের শতরানের সুবাদে প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডকে এক ইনিংস ও ৬৫ রানে হারিয়েছে নিউজিল্যান্ড। এবার হ্যামিল্টনে দ্বিতীয় টেস্টের শুরুতেই ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে রাখল কিউয়িরা।টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে প্রথম সেশনে একজোড়া উইকেট হারালেও নিউজিল্যান্ড বিপর্যয় রোধ করে বড় রানের ভিত গড়েছে ইতিমধ্যেই। বৃষ্টির জন্য প্রথম দিনের খেলা নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত নিউজিল্যান্ড তাদের প্রথম ইনিংসে ৩ উইকেট হারিয়ে ১৭৩ রান তুলেছে। ব্যক্তিগত শতরান পূর্ণ করেছেন ওপেনার টম লাথাম। হাফ-সেঞ্চুরি করেছেন রস টেলর। অভিজ্ঞ টেলর সাজঘরে ফিরে গেলেও লাথাম লড়াই জারি রেখেছেন।দিনের শুরুতেই ওপেনার জিত রাভাল মাত্র ৫ রান করে আউট হন। স্টুয়ার্ট ব্রডের বলে জো রুটের হাতে ধরা পড়েন রাভাল। কিউয়ি দলনায়ক কেন উইলিয়ামসন খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারেননি ক্রিজে। তিনি মাত্র ৪ রান করে ওকসের বলে উইকেট দেন। তাঁর ক্যাচটিও তালুবন্দি করেন রুট।শুধু রাভাল ও উইলিয়ামসনেরই নয়, পরে রস টেলরের ক্যাচটিও ধরেন রুট। টেলর ৫৩ রানের কার্যকরী ইনিংস খেলে ওকসের দ্বিতীয় শিকার হন। ১০০ বলের ধৈর্যশীল ইনিংসে ৮টি বাউন্ডারি মারেন টেলর। হেনরি নিকোলসকে সঙ্গে নিয়ে বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম দিনের বাকি সময়টুকু নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দেন লাথাম।ইতিমধ্যেই ব্যক্তিগত শতরান পূর্ণ করেছেন লাথাম। ১৫টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬৪ বলে ১০১ রান করে অপরাজিত রয়েছেন লাথাম। নিকোলস ব্যাট করছেন ৫ রান করে। ম্যাচের প্রথম দিনেই হাঁটুতে চোট পেয়েছেন স্টুয়ার্ট ব্রড। ম্যাচের বাকি দিনগুলিতে তাঁর বোলিং করার সম্ভাবনা কার্যত নেই।

ছেলের প্রথম জন্মদিনের পার্টির ছবি দিয়ে ভাইরাল সানিয়া

হায়দরাবাদ: সানিয়া মির্জার ছেলে ইজহানের প্রথম জন্মদিনের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। গত ৩০ অক্টোবর ছেলে ইজহানের প্রথম জন্মদিন সেলিব্রেট করেন ভারতীয় টেনিস তারকা।টুইটারে নিজের কোলে থাকা ইজহানের ছবি টুইটারে পোস্ট করে সানিয়া লেখেন,সানিয়ার ফ্যানেরা ইজহানের ছেলের প্রতি ভালোবাসা জানিয়ে টুইট করেছেন।মা হওয়ার পর অর্থাত দু'' বছরের ব্রেক নিয়ে ফের আন্তর্জাতিক টেনিসে ফিরতে চলেছেন সানিয়া। আগামী বছর জানুয়ারিতে হোবার্ট ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্ট দিয়ে টেনিসের মূলস্রোতে ফিরছেন দেশের টেনিস সুন্দরী। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের একটি অনুষ্ঠানে অনুরাগীদের আশ্বস্ত করে এই খবর জানিয়েছেন বেগম মির্জা।২০১৭ অক্টোবরে চিনা ওপেনে শেষবার প্রতিযোগীতামূলক টেনিসে অংশগ্রহণ করেছিলেন মির্জা। আগামী বছর হোবার্ট ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্টে বিশ্বের ৩৮ নম্বর ইউক্রেনের নাদিয়া কিচেনকের সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস মিলিয়ে ছ''টি গ্র্যান্ডস্ল্যামের মালকিন। ৩৩ বছরের ভারতীয় টেনিস তারকা সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ”আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নামার আগে আমি হোবার্ট ওপেনে অংশগ্রহণ করব।সানিয়া আরও জানান, মাতৃত্বকালীন বিরতির পর কোর্টে ফেরার আগে তিনি আগের অবস্থায় ফিরে এসেছেন। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শোয়েব পত্নী জানান, ”বাচ্চা হওয়ার সময় অনেক বিষয় পরিবর্তন হয়। প্রাত্যহিক রুটিন ও ঘুমের ব্যাপক রদবদল ঘটে। কিন্তু এখন আমি সম্পূর্ণ ফিট, যেমনটা বাচ্চা হওয়ার আগে ছিলাম। মাত্র ছয়-সাত মাস আগেও আমি এব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম না, তবে সম্ভাবনা ছিল।”পাশাপাশি আগামী মাসে মুম্বইয়ে ২৫,০০০ মার্কিন ডলার আর্থিক পুরস্কার মূল্যের একটি টুর্নামেন্টেও অংশগ্রহণ করবেন সানিয়া। তবে বিষয়টি এখন ৫০-৫০ অবস্থায়। কব্জির অবস্থা কেমন থাকে সেটা বুঝে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব। তবে হোবার্ট এবং অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নিশ্চিতভাবে অংশগ্রহণ করছি।”

পোলার্ডের ওয়েক আপ কলে রাগলেন রোহিত

রোহিত শর্মা নিজের গাড়ি থেকে বাক্স প্যাটরা সমেত নামিয়ে দিয়েছিলেন পোলার্ডকে। তারই বদলা হিসেবে পোলার্ড আবার টুইটারে রোহিতকে আনফলো করে দিয়েছেন। রোহিত বনাম পোলার্ড দ্বৈরথ এবার নয়া মাত্রা নিল শুক্রবার। যেদিন রোহিতকে মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন পোলার্ড। এতে চরম ক্ষিপ্ত রোহিত।সত্যি ঘটনা নয় অবশ্যই। ৬ তারিখে হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে ইন্দো-ক্যারিবিয়ান সীমিত ওভারের সিরিজ। সেই সিরিজেরই প্রমোশনমূলক প্রচারের অংশ হিসেবে রোহিত-পোলার্ডকে ”লড়াই”কে ব্যবহার করছে সম্প্রচারকারী সংস্থা।কেকেআরে এবার রোহিতের ”ছায়া”, নিলামের আগেই চমক নাইটদের প্রমোশনমূলক এই প্রচারেরই সাম্প্রতিক ভিডিও এবার পোস্ট করলেন কায়রন পোলার্ড। যেখানে রোহিতকে দেখা যাচ্ছে নিশ্চিন্তে হোটেলের ঘরে নিদ্রা যেতে। তবে আচমকা ফোনের রিং তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। ফোন রিসিভ করতেই ওপার থেকে হোটেলের রিসেপশন থেকে জানানো হয়, পোলার্ড নাকি নির্দেশ দিয়েছেন ভোর চারটেয় তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দিতে। তারপরেই বিরক্ত হয়ে রোহিত রেগে যান।ইটারে রোহিতকে ট্যাগ করে এই ভিডিও পোস্ট করেন পোলার্ড। ক্যাপশনে লেখেন, ”গুড মর্নিং ব্রোহিট। আশা করি ইন্ডিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের আগে তুমি ওয়েক আপ কল পেয়ে গিয়েছ!” পোলার্ডের এই ভিডিও নিজের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে আবার শেয়ার করে অ্যাংরি ইমোজি জুড়ে দেন হিটম্যান।সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিও রীতিমতো ঝড় তুলে দিয়েছে। রোহিত-পোলার্ডের ভাইরাল ভিডিও মন ছুয়েছে প্রত্যেকেরই।পোলার্ডকে গাড়ি থেকে নামিয়ে তাঁর বাগপত্র ফেলে দিলেন রোহিতমুম্বইয়ে খেলার সূত্রে রোহিত ও পোলার্ডের বন্ধুত্ব বেশ পুরনো। মুম্বইকে সাফল্যের শীর্ষে তোলার পিছনে রোহিত, পোলার্ডের অবদান কম নয়। দুই তারকা মুম্বইয়ের জার্সিতে চারবার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সাক্ষী থেকেছেন। দুই বন্ধুর এই কেমিস্ট্রি কেই তাই ইন্দো-ক্যারিবিয়ান সিরিজের প্রচারের অংশ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। বেশ সাড়াও মিলছে।পোলার্ডের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিনটে ওয়ান ডে ও টি২০ খেলবে ভারতের বিরুদ্ধে। ৬ তারিখে হায়দরাবাদে প্রথম টি২০ ম্যাচ ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজের।

আজ বার্সেলোনা-র জন্মদিন, বয়স হল ১২০ বছর

১৮৯৯ সালের ২৯ নভেম্বর স্পেনের কাতালোনিয়ায় হুয়ান গাম্পারের হাত ধরে জন্ম নিয়েছিল এফসি বার্সালোনা। শুধুমাত্র ক্লাব নয়। দিন দিন এটি হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতাকামী মানুষের স্বপ্ন। চির-প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ যেখানে ধনীদের প্রতিনিধিত্ব করে সেখানে বার্সেলোনা যেন হয়ে ওঠেছে আপামর সাধারণ মানুষের স্বপ্নের ক্লাব। এখন অবশ্য আর আয়ের দিক থেকে একেবারেই পিছিয়ে নেই বার্সেলোনা।বিশ্বের দ্বিতীয় ধনী ফুটবল ক্লাব এবং চতুর্থ ধনী স্পোর্টস ক্লাব বার্সেলোনা। এখনও পর্যন্ত ৭৪টি খেতাবের মালিক বার্সেলোনা। যার মধ্যে রয়েছে ২৬টি লা লিগা, ৩০টি কোপা দেল রে, ১৩টি সুপারকোপা দে এস্পানা, ৩টি কোপা এভা দুয়ার্তে ও ২টি কোপা দে লা লিগা।

NO.F.7(6)-IGMH/PS/19 Dated., Agartala the /2019.
Short Notice Inviting Quotation
Sealed quotation are invited by the undersigned on the behalf of the Governor of Tripura from the reputed and experienced Manufacturer/Supplier/Agent/Authorized Dealer/Firm/Interest person for supply of **Hand Dryer** for use in I.G.M. hospital. Agartala for the year 2019-20.
The quotation form with detailed description of item & terms and conditions will be available from the Medical Superintendent, I.GM. Hospital, Agartala on any working days during the office hour from 11:00 **to 16:30 hours, free of cost upto 05112/19.**
The quotation would be received at the off ice. of the undersigned **upto 17:00 hours 05/12/19 by speed post/ Courier Service/By Hand** and will be opened on next working day, in the office of the Medical Superintendent, I.G.M. Hospital, Agartala.
ICA/C-1771/2019-20
Medical Superintendent I.G.M. Hospital, Agartala.
সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ত্রিপুরা এবং আমাদের সংকল্প একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকমুক্ত ত্রিপুরা।

CORRIGEN DUM.
Please read "Last date and time for submission of document downloading bidding upto 3.00 P.M.on 02-122019 in place of upto 3.00 P.M. 28-11-2019 against the NOTICE INVITING e-TENDER No.06/EE/WRD-1/e-tender/2019-20 Dated 04/11/2019 Circulated vide Memo No.F.16(2)/EE/WRD-1/3789-3817 Dated,04-11-2019. and opening of bid documents at 16.00 hrs. On 04-12-2019 If possible.
All other terms and conditions will remain unchanged.
ICA/C-1775/2019
(Er.Pankaj Kumar Raha)
Executive EngineerW.R. Division No.I,Kunjaban,Agartala.Office
Phone No - 0381-235-0206
সকলের অঙ্গীকার-করবো না ক্ষতিকর প্লাস্টিকের ব্যবহার।

(PH & FAX-(0381)-2325988, email id: eerdwd1@yahoo.in)
MEMORANDUM
Please refer to the PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-27/EE/RDAD/2019-20 Dt.31/10/2019. Due to some unavoidable circumstances the following PNIT and the concerned DNITs were declared as cancelled vide Memorandum No. NO.F.3 (7)-EE/RDAD/2019-20/TENDER/7274 dt: 13/11/19. The said order has been revoked and the dates are extended for said PNIT and concerned DNITs as given below:

PNIT Nos.	Particulars	As per schedule	Modified Schedule
e-PT-27/EE/RDAD/ 2019-20 Dt.31/10/2019	Last date and time for e-bidding	Upto 3.00 PM of 20/11/2019	Upto 3.00 PM of 27/11/2019
	Opening of bid	At 3.30 PM on 22/11/2019	At 3.30 PM on 27/11/2019

ICA/C-1765/2019
Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala
একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকমুক্ত ত্রিপুরা- জীবনের স্বার্থে আমাদের অঙ্গীকার।

জাগরণ 30 November, 2019, Saturday আগরতলা ৩০ নভেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

হায়দরাবাদে তরুণী পশুচিকিতককে ধর্ষণ-খুন, গ্রেফতার চার

হায়দরাবাদ, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে তরুণী পশুচিকিতককে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় এখনও পর্যন্ত চারজনকে গ্রেফতার করল হায়দরাবাদ পুলিশঊ তাদের হেফাজতে নিয়েছে শাদনগর থানার পুলিশ ঊ হায়দরাবাদ শহর সংলগ্ন শাদনগরে বৃহস্পতিবার তরুণী পশুচিকিতকের দগ্ধ দেহ উদ্ধার করেছিল পুলিশঊ হায়দরাবাদের অনতিদূরে মফস্সল এলাকা শামশাবাদের তন্দুপল্লি টোল প্লাজার কাছে খুন করা হয় ওই তরুণী পশুচিকিতককেঊ পরে দেহটি প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে শাদনগরে চাতানপল্লি সেতুর কাছে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ধর্ষণ করার পর আগুনে পুড়িয়ে খুন করা হয়েছে ওই তরুণী পশুচিকিতককেঊ নক্যারজনক এই ঘটনার তদন্তে নেমে মূল অভিযুক্ত সহ মোট চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশঊ সেইসঙ্গে তরুণী যে টোল প্লাজার কাছে গাড়ি দাঁড় করিয়েছিলেন, পুলিশ সেখান থেকে মৃতের জুতো, জামাকাপড় ও একটি মদের বোতল উদ্ধার করেছে। সাইবারাবাদ পুলিশ এই তথ্য দিয়ে জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তের পরে চারজনকে শাদনগর থানার পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে ঊ ধৃতদের নাম মহম্মদ আরিফ, জোল্লু শিব, জোল্লু নবীন, এবং চিন্তাকুন্ত চেন্নাকেশাভুলু।

পুলিশ সূত্রের খবর, গত বুধবার কোল্লুর গ্রামে পশু হাসপাতালে গিয়েছিলেন ওই তরুণী চিকিতকঊ সন্ধ্যায় সেখান থেকে ফিরে টোল প্লাজার কাছে স্কুটি দাঁড় করিয়ে ক্যাব নিয়ে গোচিবাওলিতে একজন চর্মচিকিতকের সঙ্গে দেখা করতে যান ওই তরুণীঊ রাত ন'টা নাগাদ টোল প্লাজায় ফিরে দেখেন তাঁর স্কুটির টায়ার ফেটে গিয়েছেঊ তখন দু'জন ট্রাক চালক সাহায্যের আশ্বাস দেনঊ এরপরই তরুণী পশুচিকিতকের দগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। নক্যারজনক এই ঘটনা প্রসঙ্গে এরে আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককের প্রতিমন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি জানিয়েছেন, 'হায়দরাবাদে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছে একজন তরুণী পশুচিকিতককেঊ দোষীদের গ্রেফতার করার জন্য রাজ্য সরকার এবং পুলিশের সঙ্গে কথা হয়েছেঊ একজন মহিলা নক্যারজনক বর্বরতার শিকার হলেন, তা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়ঊ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সমস্ত ধরনের সহায়তা করা হবে।'

শুক্রবার নয়াদিল্লিতে হায়দ্রাবাদ হাউজে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজাপাকসে ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি- পিআইবি।

কদমতলায় ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৯ নভেম্বর।। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, যুব ক্রীড়া দপ্তর ও কদমতলা আরডি ব্লকের যৌথ উদ্যোগে ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়।উত্তরের কদমতলা ব্লকাধীন বজেন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কমিউনিটি হলে এই যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়।সকাল ১১ টায় ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসবের শুভ সূচনা করেন উত্তর জেলা সভাধিপতি ভবতোষ দাস মহোদয়। তাছাড়া অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব,ভাইস চেয়ারম্যান বিদ্যাভূষণ দাস প্রমুখ।যুব উৎসবে উপস্থিত অতিথিরা উনাদের বক্তব্য যুবকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরেন। উপস্থিত অতিথিরা বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, একটি রাজ্য সমৃদ্ধ শক্তিশালী হতে গেলে প্রথমেই যুবকদের ভূমিকা প্রয়োজন। কৃষি আর্থিক সহ নানা ভাবে রাজ্যকে এগিয়ে নিতে গেলে যুবকদের একযোগে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি যুবকরা

এগিয়ে এসে ত্রিপুরাকে নেশা মুক্ত করতে হবে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। অতিথিদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর গোটা দিনব্যাপী চলে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।দর্শকের আসনে চেয়ার ছিল অধিকাংশ ফাঁকা। শুধু তাই নয় তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর ও যুব ক্রীড়া দপ্তরের কোন আধিকারিককেও মঞ্চে দেখা যায়নি। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমকেও সরকারি অনুষ্ঠানে কোন ধরনের চিঠি বা খবর না দিয়ে চুপিসারে যুব উৎসব সম্পন্ন করা হয়। কদমতলা ব্লকের ভিডিও কমল দেববর্মা উনার মর্জিমাফিক সংবাদমাধ্যম সহ সাধারন জনগনকেও ব্রাত্য রেখে উনার মর্জিমাফিক যুব উৎসবটি পরিচালনা করেন।তাতে সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন মহলে কদমতলা ব্লকের বিডিও কমল দেববর্মার ভূমিকা নিয়ে গুঞ্জন দেখা দিয়েছে। পূর্বেও ভিডিও কমল দেববর্মার নামে একগুচ্ছ অভিযোগ থাকলেও তৎকালীন লাল বাড়ির ঘনিষ্ঠ থাকায় সব অপরাধ থেকে পার পেয়ে গিয়েছেন বলেও অভিযোগ। কিন্তু রাজ্যে সরকারের পালাবদলের পর ভিডিও মহোদয় রং পাল্টে স্বমহিমায় ফিরে এসেছেন। জানা গেছে ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসবে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, যুব ক্রীড়া দপ্তর ও কদমতলা ব্লক থেকে উৎসবটি পরিচালনার জন্য ভালো অর্থ মঞ্জুর হয়েছে। কিন্তু ভিডিও মহোদয়ের চুপিসারে ছোট্ট একটি কমিউনিটি হলে সংবাদমাধ্যম সহ সকলকে ব্রাত্য রেখে ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসবটি কেন করলেন তানিয়েও জোর চর্চা শুরু হয়েছে। কেন সংবাদমাধ্যম সহ সকল স্তরের জনগণকে অজ্ঞাত রাখা হলো তা নিয়েও প্রশ্ন নানা মহলে।

ফার্মাসিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ধর্ণা সিটি সেন্টার চত্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর ।। ইন্ডিয়ান ফার্মাসিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা স্টেট ব্রাঞ্চের পক্ষ থেকে শুক্রবার রাজধানী সিটি সেন্টারের সামনে এক ঘণ্টার প্রতীকি ধর্না আন্দোলন সংগঠিত করা হয়। বিকেল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত চলে এই ধর্না আন্দোলন কর্মসূচি। সংগঠনের রাজ্য সচিব অয়ন বসু জানান, রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান উন্নয়ন এবং ফার্মাসিস্টদের দাবিদাওয়া পূরণ ও অর্জিত অধিকার অক্ষত রাখার দাবিতেই তারা আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। রাজ্য সরকার ও স্বাস্থ্য দপ্তর এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

পাবলিশার্স গিল্ডের আগরতলা বইমেলা ৩রা ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর ।। ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ড আয়োজিত পঞ্চদশ আগরতলা বইমেলা আগামী তেসরা ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। চলবে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। শিশু উদ্যানে অনুষ্ঠিত হবে ঐতিহ্যবাহী আগরতলা বইমেলা। বইমেলার আহ্বায়ক শুভব্রত দেব জানান, এবারের বইমেলায় থাকবে নানা বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাচক্র। এছাড়া নয়া সংযোজন হচ্ছে প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে নয়টা পর্যন্ত স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবছর বইমেলা রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। জ্ঞান পিপাসুদের বইমেলায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ড।

গুলিবিদ্ধ কুলমণি রিয়াংকে রেফার জিবি হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৯ নভেম্বর ।। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যারাতে একদল শিকারির বন্দুকের পরপর তিনটি গুলিতে জখম হলেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে সেতু দুবার গ্রামে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পাঁচটা থেকে ছয়টার মধ্যে কাঞ্চনপুর মহকুমার সেতু দুবার গ্রামে ভান্ডারীমা এলাকায় কুলমণি রিয়াং (৩৬) নিজ ঘর থেকে অল্পদূরে সন্ধ্যার সময় কলা গাছের পাতা আনতে যায়। কলাগাছের পাতা কাটার সময় উনার পিছন দিক থেকে গুলি ছুড়তে থাকে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা। কে বা কারা গুলি করছে এখনো জানা যায়নি। গুলি লাগার পর গ্রামে হাল্লা চিৎকার করে গ্রামবাসীরা ছুটে গিয়ে দেখতে পায় ওর গায়ে তিনটি গুলিবিদ্ধ রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এলাকাবাসীরা ভান্ডারিমা থেকে আনন্দবাজারে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরত্বে আনন্দবাজার হাসপাতালে নিয়ে আসে। এখান থেকে রাত ৯টার সময় কাঞ্চনপুর হাসপাতালে রেফার করে। এরপর রাত দশটা নাগাদ তাকে কাঞ্চনপুর হাসপাতাল থেকে ধর্মনগর হাসপাতালে রেফার করে। সেখান থেকে আবার আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করেন চিকিৎসকরা। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। আনন্দবাজার থানার ওসি কেশবহরি জমাতিয়ার কাছ থেকে টেলিফোনে জানা যায় সন্দেহজনক শিকারকে গুলি করতে গিয়ে ভুলবসত গুলি করে জখম করেছে ওই ব্যক্তিকে।

বাংলাদেশের পেঁয়াজ এখনও লাগামহীন, ২৫০-২৪০ টাকা কেজিতে হচ্ছে বিক্রি

ঢাকা, ২৯ নভেম্বর (হি.স.) : এখনও লাগামহীন বাংলাদেশের পেঁয়াজ ঊ বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি, দেশের চাষের পেঁয়াজ আগাম তুললেও এখনও ২৫০-২৪০ টাকা কেজিতে ঘুরপাক খাচ্ছে ঊ পেঁয়াজের লাগামহীন বাজারদর নিয়ে বিপাকে সাধারণ ক্রেতারা। বাজারদর নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতায় বাড়ছে ক্ষোভ ।

বাংলাদেশের পেঁয়াজ বাজার অস্থিতিশীল প্রায় মাস দুই ধরে। এ সময়ের মধ্যে কয়েক দফায় দাম বেড়েছে নিত্যদিনের অতিপ্রয়োজনীয় এ পণ্যটির। সর্বশেষ ২৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। তবে দেশের কোথাও কোথাও এর চেয়েও বেশি দাম বিক্রি হয়েছে। এমন পরিস্থিতি মোকাবিলায় পেঁয়াজ সংকট কাটাতে সরকারি-বেসরকারিভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়। তুরস্ক, মিশর, মিয়ানমার, চিন, পাকিস্তান থেকে পেঁয়াজ আমদানি শুরু হয়। দ্রুত সময়ে সরকারি উদ্যোগ নেওয়ায় কমতে থাকে দাম। ২৭০ টাকা থেকে মাত্র চারদিনের ব্যবধানে ১৬০ টাকা কেজিতে নেমে আসে পেঁয়াজের দর।

তবে সপ্তাহ যেতে না যেতে ফের তা বেড়ে ২৫০ টাকা হয়। বেশকিছু দিন ধরে ২৪০ থেকে ২৫০ টাকার ঘরেই ঘুরপাক খাচ্ছে পেঁয়াজ বাজার। এতে সরকারের পেঁয়াজ আমদানি, ব্যবসায়ীদের উদ্যোগ, বাজার নিয়ন্ত্রণে নানা ঘোষণায় কোনও সুফলই দেখছেন না সাধারণ ক্রেতারা। বরং ক্রেতারা চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাজারদর নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের শতভাগ ব্যর্থতায়।

৩০ নভেম্বর ঝাড়খণ্ডে প্রথম দফায় ভোট, ভাগ্যপরীক্ষা ১৮৯ জন প্রার্থীর

রাঁচি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): ঝাড়খণ্ডে এবার পাঁচ দফায় বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে। ৩০ নভেম্বর, শনিবার বিজেপি-শাসিত ঝাড়খণ্ডে প্রথম দফায় ভোট। ঝাড়খণ্ডে মোট বিধানসভা আসনের সংখ্যা ৮১। প্রথম দফায় ভোটগ্রহণ হবে ১৩টি বিধানসভা আসনে, ভাগ্য নির্ধারণ হবে ১৮৯ জন প্রার্থীর। প্রথম দফায় মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন ২২৮ জন প্রার্থী, তাঁদের মধ্যে ২২টি মনোনয়ন পত্র বাতিল হয়ে গিয়েছে, মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করেছেন ১৭ জন প্রার্থী। প্রথম দফায় ঝাড়খণ্ডের মোট ১৩টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে, যথাক্রমে-ছাত্রা (এসসি), গুমলা (এসসি), বিষুংপুর (এসটি), লোহারদাগা (এসটি), মণিকা (এসটি), লাতেহার (এসসি), পাঙ্কি, ডাল্টনগঞ্জ, বিশ্রামপুর, ছাতারপুর (এসসি), হুসাইনাবাদ, গাঢ়বা এবং ভবন্থপুর। প্রথম দফায় হেভিওয়েট প্রার্থীরা হলেন-প্রাক্তন বিজেপি চিফ হুইপ রাধাকৃষ্ণ কিশোর, প্রাক্তন মন্ত্রী ভানু প্রতাপ সাহি প্রমুখ। ঝাড়খণ্ডে মোট ৮১টি বিধানসভা আসন রয়েছে। ৩০ নভেম্বর, প্রথম দফায় ১৩টি আসনে ভোট হবে। ৭ ডিসেম্বর দ্বিতীয় দফায়, ওই দফায় ভোট হবে ২০টি বিধানসভা আসনে। ঝাড়খণ্ডে তৃতীয় দফায় ভোট হবে ১২ ডিসেম্বর। ওই দিন রাজ্যের ১৭ আসনে ভোট হবে। চতুর্থ দফায় অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর রাজ্যের ১৫ আসনে ভোট হবে। পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দফায় ভোট হবে ১৯ ডিসেম্বর, রাজ্যের ১৬টি আসনে। ফলাফল ঘোষণা হবে ২৩ ডিসেম্বর।

দেশদ্রোহিতা ও মানহানি মামলা অস্বস্তিতে সিদ্দারামাইয়া ও কুমারস্বামী

বেঙ্গালুরু, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): প্রবল অস্বস্তিতে পড়তে চলেছেন কর্ণাটকের প্রাক্তন দু'জন মুখ্যমন্ত্রী, কংগ্রেসের সিদ্দারামাইয়া এবং জেডি (ইউ)-র এইচ ডি কুমারস্বামীঊ সিদ্দারামাইয়া এবং এইচ ডি কুমারস্বামীর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা-সহ ভারতীয় দণ্ডবিধি (আইপিসি)-র অধীনে ২০টি মামলা দায়ের করা হয়েছেঊ শুধুমাত্র সিদ্দারামাইয়া ও কুমারস্বামীই নন, আইটি (আয়কর) আধিকারিকদের দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়ায় কর্ণাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী জি পরমেশ্বর, কংগ্রেস নেতা ডি কে শিবকুমার এবং বেঙ্গালুরুর প্রাক্তন সিটি পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমারের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়েছেঊ নিম্ন আদালতের নির্দেশের প্রেক্ষিতে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে বেঙ্গালুরু পুলিশ। প্রসঙ্গত, সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন আয়কর হানার প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তোলার ঘটনায় কংগ্রেস ও জেডি (এস)-এর নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিলঊ অভিযোগ, আয়কর দফতরের হানার আগেই আগাম তথ্য কংগ্রেস ও জেডি (এস) নেতাদের কাছে ফাঁস করে দিয়েছিলেন ততালীন মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামীঊ আয়কর দফতরের কর্মীদের 'বিজেপির দালাল' বলতেও শোনা গিয়েছিল।

বিষ্ণুপুরে বিজেপি নেতার বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেস

বিষ্ণুপুর, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): রাজ্যের তিনটি বিধানসভা উপ-নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে বৃহস্পতিবার। তিনটি আসনেই বিজেপিকে পিছনে ফেলে জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আর সেই ফল ঘোষণার পরই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটে চলেছে। বৃহস্পতিবার রাতে হামলার ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরনার বিষ্ণুপুরের বিজেপি বুথ সভাপতি যদুনাথ মণ্ডলের বাড়িতে। রাতের অন্ধকারে সেখানে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ।

বিষ্ণুপুর থানার কলমিখালি গ্রামের ঘটনা। অভিযোগ, এই হামলার নেপথ্যে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদর হাত রয়েছে। বিষ্ণুপুরের বিজেপি বুথ সভাপতি যদুনাথ মন্ডলের স্ত্রী অসুস্থ, সেই কারণে তিনি ও ছেলে বাড়ির বাইরে ছিলেন। বাড়িতে ছিল তাঁর মেয়ে জামাই ও মা। হঠাৎই রাতের অন্ধকারে ছয় ৭ জন জন দুষ্কৃতী বাড়িতে হামলা চালায়। বাড়ির দরজা ভাঙা হয়। তারপরে বাড়িতে থাকা আসবাবপত্র, ফ্রিজ, বেসিন ভাঙচুর করে তারা। ভাঙা হয় দু''টো মোটর বাইকও। হামলার পরে পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে আসে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। তবে, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কিত পরিবারের সদস্যরা।

গডসে-মন্তব্য : ক্ষমা চাইলেন প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর, উত্তাল লোকসভা

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.): মহাত্মা গান্ধী-হত্যাকারী নাথুরাম গডসেকে 'দেশপ্রেমিক' আখ্যা দিয়ে ঘরে-বাইরে প্রবল সমালোচিত হয়েছেন বিজেপি সাংসদ প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরঊ সাংসদ পদ থেকে অপসারণ করা হোক প্রজ্ঞাকে, এই দাবিতে লোকসভায় সরব হয়েছিলেন বিরোধীরাঊ এবার গডসে-মন্তব্যের জন্য সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় ক্ষমা চাইলেন বিজেপি সাংসদ প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরঊ ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রজ্ঞা বলেছেন, 'সংসদে আমার বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছেঊ দেশের স্বার্থে মহাত্মা গান্ধীর অবদানকে আমি সম্মান করিঊ যদি কারও আবেগকে আমি আঘাত করে থাকি, তাহলে ক্ষমা চাইছিঊ' লোকসভায় প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরকে 'সন্ত্রাসবাদী'-ও আখ্যা দেওয়া হয়েছিলঊ এ প্রসঙ্গে প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর বলেছেন, 'সংসদের একজন সদস্য আমাকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়েছেনঊ এটা আমার মর্যাদার উপর হামলাঊ আমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগই আদালতে প্রমাণিত হয়নি।'

বিজেপি সাংসদ প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর ক্ষমা চাইলেও, এদিনও গডসে-মন্তব্যের জেরে উত্তাল হয় লোকসভাঊ বিরোধী সাংসদরা স্লোগান দিতে থাকেন, 'মহাত্মা গান্ধীর জয়'ঊ পরিস্থিতি এতটাই বেগতিক হয়ে যায় যে, শেষমেষ সামাল দিতে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, 'শুধুমাত্র ভারতই নয়, গোটা বিশ্ব মহাত্মা গান্ধীর নীতিকে অনুসরণ করেঊ আমাদের এই ইস্যুতে (নাথুরাম গডসেকে দেশভক্ত আখ্যা দেওয়া) রাজনীতি করা উচিত নয়ঊ...বৃহস্পতিবার সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্টতা দিয়েছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীঊ সাংসদ প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরও ক্ষমা চেয়েছেন।'

এদিন প্রজ্ঞার গডসে- মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে লোকসভার কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, 'আমি দাবি মূলত একটাই, প্রজ্ঞাকে ক্ষমা চাইতে হবেঊ' শুধুমাত্র লোকসভা নয়, প্রজ্ঞার গডসে-দেশভক্ত মন্তব্যের জেরে রাজধানীর রাজপথে প্রতিবাদে নামেন যুব কংগ্রেস কর্মীরাঊ হাতে লাঠি ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর মতো পোশাক পরিধান করে প্রতিবাদ দেখান যুব কংগ্রেস কর্মীরা।

ধস শেয়ার বাজারে পড়ল সেনসেক্স

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর (হি. স.) : শুক্রবার সকালে বাজার খোলার পর থেকে ধস নেমেছে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে। একই পরিস্থিতি জাতীয় স্টক এক্সচেঞ্জে । ব্যবসায়িক সপ্তাহের শেষ দিনে ৩৩৩ পয়েন্ট নেমে ৪০, ৭৯৭.৮৭ এ দাঁড়িয়েছে। নিফটিও ৮৯.২০ পয়েন্ট কমে ১২,০৬১.৯৫ এ ব্যবসা করছে।

এই ধসের মধ্যে দাঁড়িয়েও এখন পর্যন্ত ভালো ফল করছে ব্যাংকিং, অটো এবং ধাতু শিল্পক্ষেত্রের শেয়ারগুলি। এদিন প্রায় ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ইয়েস ব্যাংকের শেয়ারের দর। এই নিয়ে টানা তিনদিন দেশের বেসরকারি এই ব্যাংকের শেয়ারের দর বৃদ্ধি পেল। যদিও দিনের প্রথম দিকের কেনাবেচায় কোটাক ব্যাংক, আইসিআইসিআই ব্যাংক এবং টাটা স্টিলের শেয়ার দর গড়ে ১ শতাশ থেকে দেড় শতাংশ হ্রাস পয়েছে। এদিকে, হেভিওয়েট রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, টিসিএস এবং এইচইউএল-এর মতো সংস্থার দর পড়েছে প্রায় ০.৫ শতাংশ। এদিকে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে আরও অবনমন টাকার। শুক্রবার ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রার দাম কমল ৯ পয়সা। সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য দাঁড়িয়েছে ৭১.৭১।

রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নিল তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ নভেম্বর ।। তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ১৫টি ওয়ার্ডের রাস্তা সংস্কার এবং নতুন রাস্তা তৈরির উদ্যোগ নিল পুর প্রশাসন। এর জন্য পুর এলাকার ড্রেন ও রাস্তাগুলির পরিদর্শনের কাজ চলছে। শুক্রবার তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ৮ এবং ৯ দুটি ওয়ার্ডের রাস্তা ও ড্রেনগুলি পরিদর্শন করা হয়। এই পরিদর্শনের নেতৃত্বে ছিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়। এছাড়াও ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নীতিন কুমার সাহা সহ এক প্রতিনিধি দল। দুইটি ওয়ার্ড পরিদর্শন করে বিধায়িকা কল্যাণী রায় জানান।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।